বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা

(১৮৮০—১৯৩০)

নীহারবিন্দু সেন

[সম্পাদনা : সাধন দাশগুপ্ত]

সমতট প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৬ই অক্টোবর ১৯৯০

প্রকাশক ঃ অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত
সমতট প্রকাশন
'নন্দনা' ফ্ল্যাট-৩০২,
১৭২ রাসবিহারী এভিন্যু
কলকাতা-৭০০০২৯

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবংশীধর সিংহ, বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থনকারী ঃ গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স

ভাণ্ডারী ঃ বুক ক্লাব | অন্যধারা, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল), কলকাতা ৭০০ ০০৭
ঃ সমতট (মঙ্গল/বুধ/শুক্র সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৯ টা)

সম্পাদনা ঃ সাধন দাশগুপ্ত

মৃত্যুর সাতদিন আগে নীহারবিন্দু যে স্বরলিপিটি করে গেছেন, তা হরিদাস হালদার মহাশয়ের 'স্বদেশের ধূলি' নামের গান। তারপর শেষ সাতদিনে এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো আলোচনা অথবা কাজের সুযোগ পান নি।

অনেক গান সংকলনে দেবেন ভেবেছিলেন। বিশেষ করে কামিনীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'অবনত ভারত চাহে তোমারে' এবং মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন'—গান দুটি। মুকুন্দ দাসের গাওয়া গানে সুরের পরিবর্তন দেখে সেই গান সংকলনে দিতে না চাইলেও হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত মুকুন্দ দাসের গাওয়া বিখ্যাত গান 'ভেঙ্গে দাও রেশমি চুড়ি' গানটি নিয়ে শেষ কদিনে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। আরও দুটি গান, কালীনাথ ঘোষের রচনা 'মা ভারত জননী ভক্তবীর' ও 'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই'—শেষ পর্যন্ত সংকলনে স্থান না দেবার সংকল্প করলেন।

'স্বাধীনতা হীনতায়' কবিতাটির সুরটি সংকলনে রাখলেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, ভরতঙ্গা অথবা কাশ্মিরী খেমটার তালের লয় দাদরা থেকে যে আলাদা সেই ঐতিহাসিক সত্যটি জানানো দরকার। তাছাড়া নিখাদ খরজের মজা—সে কি এড়িয়ে থাকা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন ও কাজি নজরুল ইসলামের অনেক স্বাদেশিক সংগীত সংকলনে নেওয়া হলো না। তাঁর কথায়, সাধারণত অন্য গান কটি তাঁরা স্বদেশী যুগে আসরে-মিছিলে কম গেয়ে এসেছেন। তাছাড়া কোথাও একটা দাঁড়ি টানা দরকার হয়। তিনি যেখানে দাঁড়ি টেনে গেছেন, এই সংকলন সেই সীমার শর্ত মেনে তৈরি।

সরলাদেবীকে তিনি বলতেন 'সাম্রাজ্ঞী'। বলতেন, তাঁর সম্রাজ্ঞী হবার আকার ছিল। আর মুকুন্দদাসের আলোচনায় নীরব থেকে পরে একটি কথাই বলতেন, 'অসাধারণ'। তবু মুকুন্দদাসকে সংকলনে আনলেন না।

বইটি তাঁর হাতে তুলে দিতে পারিনি। সে সুযোগ আমাদের তিনি দিলেন না। নিজেকে যিনি সর্বদা অন্তরালে রাখতে ভালবাসতেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্তিকালেও তিনি অদৃশ্য থাকলেন।

এই সংকলনটি প্রকাশের জন্য যে সব বই পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা হলো ঃ

সঙ্গীতসার (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী), গীতসূত্রসার (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়), শতগান (সরলা দেবী), স্বরলিপি গীতিমালা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), গীতিত্রিংশতী (নীহারবিন্দু সেন), সংগীত সংরক্ষণ গ্রন্থমালা (সম্পাদক ঃ প্রফুল্ল দাস), দ্বিজেন্দ্রগীতি (দিলীপকুমার রায় ১), কাকলি (সাহানাদেবী-নীহারবিন্দু), রজনীকান্তের গান (মনোরঞ্জন সেন, নিতাই ঘটক), কান্তগীতলিপি (দিলীপকুমার রায় ২), কারার ঐ লৌহ কপাট (কাজি অনিরুদ্ধ), সুরলিপি (জগৎ ঘটক), মুক্তির গান (সতীশ সামন্ত), পাথেয় সন্ধানে (জিতেন্দ্র কুশারী)।

সঙ্গীত প্রকাশিকা, আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা, হারমোনিয়াম শিক্ষা (ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স), ভারতবর্ষ পত্রিকা।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, শূন্যন্তু, বিপ্লবী নিকেতন, ও এমদাদ খাঁ স্কুল অফ সিতার প্রতিষ্ঠান কটি মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। শ্রীবিমলভূষণ, শ্রীমতি শ্রীলেখা বসু, শ্রীমতি দীপ্তি দে, শ্রীসুভাষ চন্দ ও শ্রীসুনীল সেন তাঁদের নিজস্ব সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

প্রখ্যাত সেতারী বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় নীহারবিন্দুকে এই সংকলনটি প্রকাশ করতে বহুবার অনুরোধ, এমন কি আদেশ পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হিন্দী ও বাংলা ভাষার সংগীত পত্রিকার সাহায্য ছাড়া এই সংকলন সম্ভব হতো না। প্রকাশের মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করি।

বিপর্যস্ত বৈদ্যুতিক পরিবেশে ছাপার কাজ চলায়, ইচ্ছা থাকলেও নীহারবিন্দুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে বইটি প্রকাশ করা গেল না। তবু, মুদ্রক ও প্রকাশক গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

মুদ্রণ প্রমাদ দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও একটি মারাত্মক ভুল থেকে গেছে। 'নীহারবিন্দু সেন—জীবন ও কালের কথা' বিভাগে (ix) পৃষ্ঠায় টিকা বিভাগের (৫) অংশে **'গিরীন চক্রবর্তী'** মহাশয়ের পরিবর্তে **'সুরেন চক্রবর্তী'** নাম ছাপা হয়েছে। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	১৫।১৬	রা -া -র্গা -া । স ০ রে ০	র্রা -া র্গা -া স ০ রে ০
৩৪	১১।১২	সা মা ঋা । স ব ০	সা সা ঋা । স ব ০
৩৮	৩।৪	পা মা না I নে দী ০	পা মা মা I রে জী ০
৪২	১৯।২০	ধা ধর্সা র্সা র্সরা নি ০বা ০ শ০	ধা ধর্সা র্সা র্সর্রা । নি ০রা ০ শ০ ।
৪২	১৯।২০	রা -া রা -া II বা ন তা ০	র্বা রা র্রা -া II বা র তা ০
৪৮	১৩।১৪	গা -া গা I রা ৎ ত্রি	র্গা -া গা I রা ৎ ত্রি I
৫০	৭।৮	গা মধা পা । দ ক্ লে	গা মধা পা । দ ক্ লে
৫৬	১।২	-া সা মা II ০ "ত ব"	-া সা সা ০ "ত ব"
৫৭	১৫।১৬	জ্ঞা র্জ্ঞা জ্ঞর্ঋা । কি র ণ০	র্জ্ঞা র্জ্ঞা জ্ঞর্রা কি র ণ০
৫৯	১।২	গা -া -া I স ভা য়্	গা পা -া I স ভা য়্
৭৬	৮।৯	র্মা র্পা র্মা গা । মি শি তে ছে	র্মা র্পা র্মা র্গা । মি শি তে ছে

ভূমিকা

সদ্যপ্রয়াত নীহারবিন্দু সেনের লেখা এই বইটির ভূমিকার জন্য তাঁর ভাগ্নে সাধন আমাকে অনুরোধ করেছে। অথচ লেখার বিষয় যে কী ছিল সেদিন, আমি কি সব জানতাম? ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি অসুস্থ, শয্যাগত; একটি চোখ নষ্ট। অবসাদে, শারীরিক গ্লানিতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উপর একটি প্রামাণ্য বই লেখাতে পারেনি সাধন। আমিও পারিনি। সেই সময়ে তাঁকে পরিচর্যা করে গিয়েছি শুধু। শুধু দেখেছি, প্রায় প্রতিদিন সকাল ৭টা ৮টার সময় সাধন মামামণিকে সঙ্গ দিয়েছে, নানা কথা আলোচনা করে চলেছে। সেই সব আলোচনা বা কথাবার্তায় কখনো কখনো আমার ডাক পড়েছে। ওঁদের দুজনের অন্তরঙ্গতার খেই হয়ে আমি এসেছি। যে মানুষটির হৃদয়-চেতনা আচ্ছাদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকে কিভাবে যে টেনে এনেছিল সাধন! হঠাৎ দেখি তিনি লিখছেন। বলেছেন, 'বিছানায় হারমোনিয়ামটা দাও।' তিনি স্বরলিপি করছেন!—এই লেখার মধ্যে নিঃশব্দে চলে গেলেন। লেখার পাতা কটি সাধনকে হাতে দিয়ে পুরস্কৃত করে গেলেন—এই আমার বিশ্বাস।

সে সব লেখার পাতা, ডায়রি, নোট সবকিছু একত্র করে সাধন যখন আমায় শোনায়, তখন আমি চমকে গেছি। ওই অসুস্থ মানুষটি স্মৃতি থেকে যেসব ঘটনা আর গানের কথা বলেছেন, তা যে সত্য। সেসব কথা কতদিন তাঁর মুখে অথবা তাঁর বোনেদের মুখে কতবার যে শুনেছি। তবু এসব শুনেছি পাঁচের দশকে, আমাদের বিয়ের পর। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর সেকথা আরো নিবিড় করে, গভীর করে শুনলাম।

মনে আছে, স্বাধীন ভারতে ইন্দিরা গান্ধী তখন কেন্দ্রীয় বেতার মন্ত্রী; বিমান ঘোষ মহাশয় তখন আকাশবাণীতে; কলকাতার বেতারে নীহারবিন্দু একটি ছোট অনুষ্ঠান করেন, বাংলা দেশাত্মবোধক গান। গানগুলি উনি যেমন জানতেন, তেমন করে শিখিয়ে গীতবিতানের শিল্পীদের দিয়ে ২৬শে জানুয়ারি অনুষ্ঠানটি করেন। একটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল সেটি। ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে নীহারবিন্দু তখন গানের ধারায় উপাসনাকে সাজাতেন। এই অনুষ্ঠানের পর, তদানীন্তন আচার্য সুধীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানান, গানের ধারায় উপাসনা সাজানো নয়, নীহারবাবু যেন ২৬শে জানুয়ারি তারিখে স্বদেশী গানের অনুষ্ঠান করেন। যতদিন সুস্থ ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠান করে গেছেন তিনি। অন্য এক নীহারবিন্দু—যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক নন।

এই নীহারবিন্দুকে অধিকাংশ মানুষ জানেন না। শেষ লেখা লেখার সময়, তিনি যেন রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে মুকুন্দদাস, মহাত্মা গান্ধী আর সরলাদেবীর কাছাকাছি হতে পারলেন। ঢাকায়-মুন্সিগঞ্জে নীহার-বিন্দুর পরিচয় ছিল গায়ক-কবি হিসেবে। আর স্বদেশী-যুগে বিক্রমপুরে তাঁকে লোকে জানতেন—গান গেয়ে খদ্দর ফিরি করা ছেলেটি বলে। আরো পরে এই খদ্দর ফিরিওয়ালা হলেন সরলাদেবীর চ্যালা—যেমনটি বলতেন শ্রদ্ধেয় শৈবাল গুপ্ত অথবা জিতেন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়।—এই জীবনটিকে সম্পূর্ণ গোপন করে চলে এলেন। তবু দেখেছি, সতীশ সামন্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা-আলোচনার পর তিনি যেন স্বাভাবিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলছেন।

এই বইটি অগণিত গুরুর প্রতি তার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন—যেখানে থাকেন মুকুন্দদাস-সরলাদেবী-সতীশ সামন্তরা। যে যুগের গানের কথা তিনি এখানে বলে গেলেন, হয়তো এ যুগের স্বাধীন ছেলেমেয়েদের কাছে তার মূল্য এখনো আছে। অন্তত সেই সব গানের কথা ও সুরের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আর তাঁর জীবনীতে ধরা পড়েছে একটি গান পাগল মানুষের নিজের স্বাধীনসত্তাকে রবীন্দ্রনাথের গানে নিমজ্জন করা। এই নিমজ্জিত মানুষটি, তবু, একদিন বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় তো ভেসেছিল! এই বইটিতে সেই বানভাসি কালের আংশিক ছবি শুধু ধরা রইলো।

গীতা সেন

নীহাররঞ্জন সেন — জীবন ও কালের কথা

বাংলা সন ১৩১১ সালের ২রা শ্রাবণ (ইং ১৮ই জুলাই ১৯০৪) তারিখে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার মুন্সিগঞ্জ শহরে প্রখ্যাত আইনজীবী উমাচরণ সেন মহাশয়ের ঘরে যে ছেলেটির জন্ম হলো, তার নাম অগ্রজদের নামের সঙ্গে মিল টেনে রাখা হলো শুভবিন্দু। স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে সে ছেলেটি নাম পালটে নতুন নাম পায় নীহারবিন্দু। সাত বছরেই নামের জগতে দ্বিজত্ব পেয়ে গেল ছেলেটি।

বাবা ছিলেন মুন্সিগঞ্জ আদালতের নামকরা উকিল। অন্যদিকে তিনি আবার কেশব সেনের ভক্ত, একজন অদীক্ষিত ব্রাহ্ম। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে পেশার জগতে মক্কেল আর মনের জগতে ব্রাহ্ম-ধর্মকে টেনে, সওয়াল ও উপাসনাকে সঙ্গী করে সংসার ধর্ম করছেন উমাচরণ। চার ছেলে সাত মেয়ের মধ্যে নবম সন্তান ও কণিষ্ঠ পুত্র হলেন নীহারবিন্দু। সংসারে স্বচ্ছলতার, চটকের অভাব থাকলেও মনের খোরাকের অভাব ছিল না। তবু বঙ্গভঙ্গের আবেগের জোয়ারের ধাক্কা এই সংসারেও পড়েছিল। তবে নীহারবিন্দু তখন খুবই ছোট। সেই বানভাসি জোয়ারের কালের কথা তিনি পরে শুনেছেন। সেখানে তিনি অংশী নন। আর দশটা-পাঁচটা মফস্বলের ছেলের মতো শৈশবে তিনি হেসে-খেলে, পড়ে, গান করে, গান শুনে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন।

নিতান্ত সাদামাটা গল্পের খেই ধরে নীহারবিন্দুর জীবন শুরু হলো। তারপর হঠাৎ ঝড়ের আঘাত নামে। বড়দাদা সদ্য বিবাহিত সুখবিন্দু—সাহিত্যরসিক ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিক্রমপুর শাখার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। তিনি বন্ধুর কলেরা হবার খবর পেয়ে তাঁকে সেবা করে সুস্থ করে বাড়ি ফিরে এসে কয়েকঘণ্টার মধ্যে সেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। আর কিছু পরে বাপেরবাড়ি আসার পথে বড়দিদি তাঁর দুটি শিশু সন্তান সমেত ঝড়ের রাতে নৌকোডুবিতে মারা যান। দুটি ঘটনায় সংসারের গতানুগতিক চালের হেরফের ঘটে গেল। বাবা পেশা ছেড়ে উপাসনায় আরো মনোনিবেশ করলেন। মা সংসারে থেকেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ফলে শৃঙ্খলার শক্ত গ্রন্থীবন্ধনে ঢিল দেখা দেয়। আর দিদিদের স্নেহ ছায়ায় আশ্রয় খুঁজে নেন নীহারবিন্দু।

এই সময়ে তিনি মুকুন্দদাস মহাশয়ের সান্নিধ্যে এলেন। গানের গলা ছিল। চট করে গানের সুর ধরতে পারতেন তিনি। যাত্রার আসরে গান শুনে সে গানের কথা ও সুরের হুবহু অনুবৃত্তি করতে পারতেন। সেই কিশোরটিকে মুকুন্দদাস মহাশয় তাঁদের গান শেখালেন। আর কানে দিলেন দেশমাতৃকার মন্ত্র। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জে বারবার মুকুন্দদাস মহাশয় এসেছেন। এখানে তাঁর ডেরা ছিল উমাচরণ সেন মহাশয়ের বাড়ি—যাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর ধর্ম মা। গানের রসে নিজে মজে-ছিলেন। আর মজিয়ে গেলেন আরেকজনকে—তিনি নীহারবিন্দু।

এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। নেতারা বললেন, স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে—কারণ ওগুলো হলো সরকারী গোলাম তৈরির কারখানা। কেউ কিছু বোঝার আগে নীহারবিন্দু স্কুল ছেড়ে চলে এলেন। আর বাড়ি থেকে তাঁকে ধরে বেঁধে আনবার আগে তিনি পালিয়ে গিয়ে মহানন্দে নানা গ্রামে, গঞ্জে, চড়ে খদ্দর ফেরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। থাকা খাওয়ার ঠিক-

ঠিকানা নেই ; আছে বোহেমিয়ান বেদের মতো জীবন-যাপন। তারপর একদিন আন্দোলন থেমে যায়। নীহারবিন্দুও ঘরে ফেরেন ; তবে স্কুলে ফিরতে পারলেন না ; কারণ তাঁর ক্লাশের ছাত্ররা সেদিন তাঁর থেকে বয়সে বেশ ছোট। তিনি কলকাতায় পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ি চলে এলেন। সেখান থেকে যাদবপুর শিক্ষাসংসদ থেকে পাশ করে যাদবপুরেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলেন। তবে পড়াশোনা যেমন তেমন। নীহারবিন্দু ভবানীপুর ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গান গাইতে ও শুনতে যান। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো সরলাদেবী চৌধুরীর পুত্র দীপক চৌধুরীর সঙ্গে। এই দীপক চৌধুরী তাঁকে দিদিমা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে নিয়ে যান।

বৃদ্ধা স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে নাতি দীপক চৌধুরীর দাবি ও আবদারের শেষ নেই। সেসব নিয়ে নীহারবিন্দু মাঝে মাঝে গল্পগাছা করে গেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী গান লিখতেন, সেই গানে প্রধানত সুর দিতেন সমাজে নিযুক্ত সুরকার রসিকলাল ঘোষ মহাশয়। একটি গান তৈরি হলে দিদিমা তাঁর নাতির দলকে খবর পাঠাতেন। সেই গান শুনে নাতিরা বাহবা দিলে বৃদ্ধা ভারি খুশি হতেন, পেট ভরিয়ে খাওয়াতেন। তবে সেইসব গান যে সুরে খুব একটা মজবুত হতো, তা নয়। সে নিয়ে একদিন ঝামেলা ঘটে। সেবার গান শুনে প্রাথমিক বাহবা দেবার আগে নীহারবিন্দু উটকো বলে বসেন, 'দিদিমা, গানের সুরটা ভাল হয়নি।' অন্য সকলে প্রতিবাদ করায় নীহারবিন্দু একবগ্‌গা জেদে তাঁর মতামতটি প্রতিষ্ঠিত করে চলেন। ফলে যা হবার তা ঘটে। দিদিমার মান হয় ; সেদিন আর নাতিদের ভালমন্দ খাওয়া জোটে না। দীপক চৌধুরী মশায় তো নীহারবিন্দুর উপরে বেজায় চটে যান। নীহারবিন্দুও বোঝেন যে কাজটা ভাল হয়নি। সে যাক ; পরের বার গান শোনার নিমন্ত্রণ এলে জোর করে নাতির দলে ঢুকে চলে এলেন নীহারবিন্দু। আর গান শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'অপূর্ব গান হয়েছে দিদিমা ; বিশেষ করে এই অংশ'। এই বলে প্রায় সমস্ত গানটি কথা ও সুরে গেয়ে শোনান। বৃদ্ধা ভারি খুশি। আর আড়াল থেকে শুনে সরলাদেবী চমৎকৃত। সেদিনই সরলাদেবী নীহারবিন্দুকে তাঁর গানের আসরে টেনে নিলেন। আর রীতিমতো ঘষামাজা করে এই গায়ক-টিকে সাকরেদ করে নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানে —সে দেশবন্ধুর মৃত্যুসভা বা কংগ্রেসের মহাসভা যাই হোক না কেন।

এতদিন গান শুনেছেন নিজের মর্জি মেনে। এখন সরলাদেবীর আদেশে রাগসঙ্গীত শিখতে শুরু করেন। তবে এ ধরণের ধরা বাঁধা শিক্ষানবিশির কাল বেশিদিন টানতে পারলেন না। সরলাদেবী কলকাতার আড়াল হতে, তিনিও প্রাথমিক গান শেখায় ইতি টানলেন। সে হলো ১৯২৯ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের পর। তবে এদিকে ওদিকে গান শোনার ও গান শেখার ঝোঁক তখন তুঙ্গে। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও আর যান না। কারণ যাবার সময় নেই, মনও নেই। তবু এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে যা শিখেছিলেন তারই কৃপায় জীবনের প্রথম রোজগার করলেন।

সেবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটুটে স্বর্ণকুমারী দেবীর নাটক অনুষ্ঠিত হবে। দীপক চৌধুরীর দল তার ভলান্টিয়ার। নীহারবিন্দুও দলে আছেন। যাদবপুর কলেজে ড্রাফটিং বোর্ডে নিজের কাজ না করে সিনেমা হলের বসার ছকের রীতি মেনে ইনস্টিটুট হলের বসার আসনের একটি বিন্যাস ছকে ফেললেন। সেইটি হাতে নিয়ে দীপক চৌধুরী তাঁর দিদিমাকে দেখিয়ে তাঁকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করে বললেন, নীহার বড় খেটে এটা করেছে। ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। সেই খাটুনির পুরস্কার দিলেন দিদিমা পঞ্চাশ টাকা। নীহারবিন্দু হেসে বলেছেন, 'ও টাকা আমার হাতে এলো না। ঐ টাকা নিয়ে নিজের অস্টিন গাড়িতে আমাদের সবাইকে চাপিয়ে দীপক পিকনিক করলো। তা হোক, আমার সব সময়ে মনে হচ্ছিল, আমার টাকায় ঐ পিকনিক হচ্ছে। সে যে কী গর্ব!'

১৯৩২ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী মারা গেলেন। তার

আগেই সরলাদেবীর বন্ধন ছিন্ন করে নীহারবিন্দু ঢাকায় চলে এলেন। সেখানে একটি কয়লার ডিপোর এজেন্সী পেলেন তিনি। এখানেও সেই এক গল্প। কয়লার মনে কয়লা আছে—আর নীহারবিন্দু আছেন নিজের খেয়ালে। গানে অভিনয়ে তখন তিনি মত্ত। একটা সাইকেল ছিল; তা নিয়ে নিজে টইটই ঘুরছেন, নয় সাকরেদদের ঘোরাচ্ছেন। ফলে ব্যবসা লাটে উঠলো; তিনি আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। আবার সেই এক গল্প। তবে এবার তফাতের মধ্যে দীপক চৌধুরীর বদলে জুটলেন পিসতুতো ভাই অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আর তাঁর বন্ধু কাজী নজরুল ইসলামের দলে। অন্যদিকে নিজের খরচা চালাবার জন্য উঞ্ছবৃত্তি করে চলেছেন। কাজির সংস্পর্শে এসে আরো একবার ভালো করে গানের কামড় খেলেন তিনি। কলকাতার অলিতে গলিতে তখন গানের সুর ভেসে যায়। নীহারবিন্দু সেই সুরে ভেসে গেলেন।

আরো একবার আত্মীয় স্বজনরা তাঁর একটা হিল্লে করতে এগিয়ে এলেন। এবারও সেই কয়লা। বহরমপুরে তাঁর একটি কোল ডিপো করে দেওয়া হলো। তা নীহারবিন্দু মাস কয়েক মন দিয়ে ডিপো চালালেন ঠিকই। তারপর তিনি কলকাতায়; ডিপো রইলো অবাঙালী কর্মচারীর হাতে। বছর ঘুরতে দেখা গেল, নীহারবিন্দু নিঃসম্বল কলকাতায়। আর ডিপোর মালিক কর্মচারীটি। নীহারবিন্দু পুণর্মূষিক হয়ে ফিরে এলেন।—অচিন্ত্য সেনগুপ্তের দাদা বিখ্যাত আইনজীবী জিতেন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় নীহারবিন্দুকে বললেন, অনেক হলো, এবার যার জন্য সব কাজ বারবার ছাড়ছো, তাকেই মেনে নাও। গানের জগতে ঢুকে পড়।—নীহারবিন্দু গানের জগতে ঢুকে পড়লেন।

বড় নিবিষ্ট এই ঢুকে পড়া। সব কিছু ছাড়লেন —ব্রাহ্মসমাজ, অনুশীলন সঙ্ঘ, কংগ্রেস, এমন কি শ্রদ্ধেয়া লীলা রায়ের সান্নিধ্যও। শুধু রইলো গান। গান শেখান, গান লেখেন, গানে সুর দেন। সেসব গান কখনো কখনো রেকর্ড হয়। সেই সুবাদে গানের জগতের মানুষদের সঙ্গে আলাপ ঘটে চলে। সুরকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেশ দত্তগুপ্ত মহাশয় কলম্বিয়া-হিন্দুস্থান-এইচ. এম. ভি-তে তাঁর কথায় সুর বসিয়ে রেকর্ড করছেন। নিজের কথা ও সুরে রেকর্ডও হচ্ছে। এই সময়ে একটি মজার ব্যাপার ঘটে। শান্তি-নিকেতন থেকে একটি কিশোরী এলো রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড করতে হিন্দুস্থানে—মেয়েটির নাম কণিকা মুখোপাধ্যায়। ভারি চালের পূজাপর্যায়ের দুটি গান বেমানান শোনায় বলে রবীন্দ্রসংগীতের বদলে মেয়েটিকে দিয়ে অন্য দুটি গানের রেকর্ড করা হলো,—যার কথা নীহারবিন্দুর, সুর হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের। গানের একপিঠে রইলো, 'গান নিয়ে মোর খেলা। সুরের বাদাম তুলে ভাসাই আমার গানের ভেলা'—এবং অন্য পিঠে—'ওরে ঐ বন্ধ হলো দ্বার / দুয়ারে দাঁড়ায়ে রহিবি কেন আর?'—বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নীহারবিন্দুর গানের কথায় সুরের বাদাম তুলে গানের ভেলা ভাসালেন। এই তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড।[১]

গানের জগতে এসে আরেক জনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো—তিনি সন্তোষ সেনগুপ্ত। বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়ছেন। তাঁর নেশা হলো রাগসংগীত আর নিরঙ্কুশ আড্ডা। সেই আড্ডার গল্প মাঝে মাঝে নীহারবিন্দু বলেছেন। আড্ডা মানে তাস খেলা। সেখানে জুটতেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ ইত্যাদিরা। সন্তোষবাবু তাস খেলতেন না। তবে গালগল্পে মজতেন। এই আড্ডাতে এক একদিন চটজলদি গান তৈরি হতো—কথা এবং সুরে। সেই গানে কার যে কথা, কার যে সুর—তার হদিশ টানা যায় না। তবে রেকর্ডে গানটি প্রকাশিত হলে একজন সুরকার আর গীতিকারের নাম দেওয়া হতো। সে নিয়ে অবশ্য কোনো গোলমাল কোনোদিন হয় নি। এরকম একটি গানের কথা নীহারবিন্দু বলে গেছেন—

'যদিও দূরে থাক/তবু যে ভুলি নাকো/তোমারই সব ব্যথা/দিয়েছে মোরে মান।'—গানটি পরে সোনেলা

রেকর্ডে সন্তোষ সেনগুপ্ত মহাশয় গেয়েছিলেন।[২]

সন্তোষবাবুর জীবিতকালে নীহারবিন্দুদের এই যুগের একটি গল্প শুনেছি।—নীহারবিন্দু আর তাঁর ভাগ্নে দক্ষিণ কলকাতায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আছেন। ভাগ্নে আনন্দবাজার সংস্থায় কাজ করেন, তাঁর রাতে ডিউটি। আর নীহারবিন্দু সারাদিন টইটই করছেন। দুজনের দুটো ভালো পাঞ্জাবী থাকলেও ভদ্রগোছের ধুতি মাত্র একটা; তবে সেখানে অসুবিধে নেই। ধুতিটা রাত্রে ভাগ্নে পরে; সকালে কেচে শুকিয়ে হাত ইস্ত্রি করে নীহারবিন্দু বেরোন। একদিন সন্তোষবাবু এসেছেন, উদ্দেশ্য নীহারবিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের কাছে দুজনে যাবেন। যাবার দিনখন আগে ঠিক থাকলেও সেদিন কিন্তু তক্‌খুনি না গিয়ে নীহারবিন্দু এ কথা সে কথা বলে সময় কাটাচ্ছেন। সন্তোষবাবু উশখুশ করছেন। এমন সময় ভাগ্নে ঘরে ঢুকলে নীহারবিন্দু বলেন, এই তো, ধুতিটা দে। হতভম্ব ভাগ্নের পরনের ধুতি প্রায় কেড়ে নিয়ে আঁট সাঁট করে পরে সন্তোষ সেনগুপ্তকে নীহারবিন্দু বললেন, চলুন; কেন যে আপনি এতো দেরি করছেন!—সন্তোষবাবু অপরিমিত হেসে বলেছিলেন, ভাগ্নের মুখের যে ভাব তা ভাবলে আমার এখনো হাসি আসে। সে এক কাণ্ড।—তারপর বললেন, নীহারবাবুর চেয়ে আমার অবস্থা তখন অনেক ভালো ছিল। আমার নিজস্ব একটা ভালো ধুতি ছিল;—নীহার বিন্দুও হাসতেন। বলতেন, তখন অভাব ছিল অনেক, তবে আনন্দ ছিল অনেক অনেক বেশি।

হিমাংশু দত্ত মহাশয়ের কাছে যাবার উদ্দেশ্য হলো নীহারবিন্দুর কথায়, সুরসাগরের সুরে সন্তোষবাবুর রেকর্ড করা। তবে হিমাংশুবাবু হলেন শক্ত বাদাম। দুই বন্ধু তাঁকে ভাঙতে পারলেন না। কদিন পরে তাসের আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে এই দুঃখের কথা উঠলে কেউ একজন বললেন, চাঁদচামেলি, ঝড় আর অমানিশার কথা নিয়ে গান লিখলে হিমাংশুবাবু ভাঙতে পারেন। নীহারবিন্দু ফিরে এসে গান লিখলেন—'চামেলির বুকে পরশ ছোঁয়ালো যেদিন চাঁদের হাসি/কহিল চামেলি চাঁদেরে চাহিয়া তোমারে যে ভালবাসি।'—গানটি সুর দিলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত আর হিন্দুস্থান রেকর্ডে গানটি গাইলেন সুধীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। গানটির কথায় গল্প বলার যে একটি ঢং ছিল, তা প্রকাশ পেল শৈলেশবাবুর সহজগম্য, অনুভূতি সঞ্চারী সুরে আর বিকশিত হলো সুধীনবাবুর আবেগদীপ্ত কণ্ঠে। এই রেকর্ডের অন্য পিঠে যে গানটি ছিল, সেখানে কথা ও সুরের এক আশ্চর্য সহাবস্থান দেখা যায়। নীহারবিন্দুর কথা, শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুর ও সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ—এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে এখানে। গানটি হলো—

তোমার মিলন লাগি রজনী জাগিয়া থাকি/বাতায়ন-তলে মম প্রদীপ জ্বালায়ে রাখি।[৩]

সে যাক! চাঁদ চামেলির কথকতার পর হিমাংশুবাবু ভাঙলেন ও গললেন। তিনি নীহারবাবুর কথায় সুর বসিয়ে সন্তোষ সেনগুপ্তকে দিয়ে রেকর্ড করালেন পাইওনীয়ার কোম্পানিতে। গানের কথা হলো—বিধুর তোমার আঁখি / কাজল মায়ায় রাখিয়াছ কেন ঢাকি?'—তিলোক কামোদ আশ্রিত সুর। এই রেকর্ডের অন্য পিঠের গান সম্পর্কে নীহারবিন্দু ও সন্তোষ সেনের কাছে একটি গল্প শুনেছি। সুরসাগর মহাশয় কথায় সুর বসাতেন; কদাচ সুর তৈরি করে তাতে কথা বসাতে বলতেন না। এখানে একটি ব্যতিক্রম ঘটে। সুরসাগর একটি তিলং রাগভিত্তিক সুর তৈরি করে বিভিন্ন গীতিকারকে কথা বসাতে বললেন। নীহারবিন্দু বলেছেন, তাঁর কথা হিমাংশুবাবুর পছন্দ হয়নি। যে কথা পরে সুরকে ভ'রে তোলে তাহলো —বাজে রিনিকি ঝিনি/কার নূপুর ধ্বনি।[৪]

হিমাংশু দত্তের সুরের মোহর পেয়ে নীহারবিন্দুর গানের কথা ঝিকমিক করে ওঠে। এদিকে খনা, নট-নারায়ণ ইত্যাদি সিনেমায় তাঁর গান নির্বাচিত হচ্ছে। অন্যদিকে পাইওনীয়ার, হিন্দুস্থান ইত্যাদি রেকর্ড কোম্পানিতে ট্রেনার হয়ে যোগ দিলেন। বহুদিন পর পয়সার মুখ দেখলেন নীহারবিন্দু। এই সময় তাঁর

লেখা শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরের একটি গান রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। নমিতা দাশগুপ্তের কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি হলো, 'তুমি দুঃখের বেশে আসিও/বেদনার মতো চুপি চুপি তুমি আমার পরানে, হে প্রিয়।' এই গানটির বিক্রির সুবাদে যে টাকা পেলেন, তাই দিয়ে কিনলেন একটি হার্মোনিয়াম—তার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র!—গানের আসরে এইসময় সন্তোষবাবুও সুরকার হয়ে দেখা দিলেন। বন্ধুর বেশ কয়েকটি গানে সুর দিলেন তিনি—যার একটি হলো—'তোমার আমার দুজনার মাঝে কূল-হারা নদী বয়/ঘন কুয়াশায় ধূসর হয়েছে সেদিনের পরিচয়।' তাঁর কথায় সুর দিয়ে সুধীরলাল চক্রবর্তী রেকর্ড করেছেন,—'তোমার রূপের মাধুরী হরেছে মোর দুটি আঁখি তারা/মুখপানে তাই চেয়ে চেয়ে মোর নয়ন পলকহারা।' আর এই সুরকারের মধ্যে নিজেও গানে সুর দিলেন। 'মন্দির দ্বার খোলো খোলো/কাঙাল পূজারী এসেছে দুয়ারে/দেবতা হে আঁখি তোলো!' অথবা 'তোমারে শোনাতে বাঁধিয়াছি বীণা, কোন গান বলো গাই।' ইত্যাদি।

মহাযুদ্ধ শুরু হলো। নীহারবাবুর জীবনেও অন্য এক মহাযুদ্ধ দেখা দিল। নিজের গান ছাড়া সারাজীবন নানা গান তিনি সংগ্রহ করেছেন। সে সব গান নিয়ে গল্প করেছেন। আঙুরবালার গাওয়া—'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা', 'জীবন নদীর ওপারে দাঁড়ায়ে আছ', অথবা 'যদি চির সুন্দর নাহি হবে গো'—গান তিনটি তাঁকে দোলা দিয়েছিল। তেমনি দোল লেগেছিল সজনী মতিলালের কণ্ঠে গাওয়া 'তব চরণ তলে' গানটি। কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গাওয়া 'চন্দন হইয়ে শীতল পরশে' গান যেমন তাঁকে আবিষ্ট করেছে, তেমনি যখন শোনেন দিলীপ রায়ের 'বৃন্দাবন লীলা অভিরাম'—তখন রসাবিষ্ট হয়ে পড়েন। অথচ সে যুগের অন্যান্য বিখ্যাত গান নিয়ে তাঁকে আলোচনা করতে শুনিনি। কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গাওয়া 'মন কুসুমের রঙ ভরানো এই পিচকারিটি রাধে' গান তাঁর ভালো লাগেনি। লাগেনি 'ফুলের বাসরে ফুলের সাজেতে সাজাতে তোমায় আজ'-জাতীয় গান। অন্যদিকে অতুলপ্রসাদ ও কান্তকবির গান তাঁর ভালো লাগে, কারণ এ গানে খুঁজে পান বাবার উপাসনার ধূপের গন্ধ, তাঁর সংস্কারকে। উমা দে, শৈল দেবী ও পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠ মাধুর্যে তিনি মোহিত হন।—রবীন্দ্র সংগীত তিনি শিখেছিলেন। অনিয়মিত ভাবে; সমাজে; সরলাদেবীর কাছে; অথবা অন্য কোথাও। রবীন্দ্র সংগীত তাঁকে তেমন করে আচ্ছন্ন সেদিন করেনি।

সেদিন মহাযুদ্ধের কালে, নিজের গান ও সমসাময়িক গানের আসরে যখন তিনি মগ্ন, তখন অনাদি দস্তিদার মহাশয় হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি আর ব্যাকরণ নিয়ে তাঁকে ওয়াকিবহাল করলেন।—নীহারবিন্দু নিজে একটি স্বরলিপি কিনলেন—শেফালি। তারপর তাঁর অন্য যন্ত্রণা শুরু হলো। নিজের কাজের মাঝে স্বরলিপির সাহায্যে নিজেকে তিনি রবীন্দ্র সংগীত শেখাচ্ছেন। তবু তৃপ্ত হলেন না। শান্তিনিকেতনে শৈলজারঞ্জনের সান্নিধ্যে চলে গেলেন তিনি। সেখানে কী যে পেলেন জানা নেই। তবু পূর্বরাগের রাধিকার মতো বারবার কানুকথা শুনতে শৈলজারঞ্জনের কাছে চলে এসেছেন। একটি তক্তপোশে পাশাপাশি শুয়ে দুজনে গানের কথায় রাত ভোর করতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি গেলেন না। তবু যে মধু'র খোঁজ অনাদিবাবুর কাছে পেলেন, তারই স্বাদ পেতে শৈলজারঞ্জনের দ্বারে তাঁর মাধুকরী শুরু হলো। অন্যদিকে স্বরলিপির সাহায্যে রবীন্দ্র সংগীতের কথা ও সুরে নিজেকে ডুবতে দিলেন। তাঁর গান এক-পাশে সরিয়ে রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড করাতে শুরু করলেন। যাঁরা একদিন তাঁর কাছে আধুনিক ও কাব্য-গীতি শিখতে এসেছিলেন তাঁদের গলায় সুর পেলে টেনে নিতেন রবীন্দ্র সংগীতের আঙিনায়। এলেন বেচু দত্ত, শৈল দেবী, সুপ্রভা ঘোষ, প্রতিমা গুপ্ত, মাধুরী, চৌধুরী গীতা নাহা, সুধীন চাটুজ্জে, দেবব্রত বিশ্বাস এবং অন্যান্যরা।

রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন নিয়েও তিনি ভাবলেন। 'কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়' গানে 'কেন' শব্দ

কি ভাবে উচ্চারিত হবে ? সে কি শুধু প্রশ্ন ? না সাহসে দীক্ষার মন্ত্রের প্রথম শব্দ ? 'না যেয়োনা মিলন পিয়াসী মোরা'—গানের এই 'না' সেকি শুধুই মিনতি, অনুরোধ ? না সেখানে থাকে আবদার, দাবি ?—প্রতিটি গান শেখানোর আগে গানের সুর শব্দ বিশ্লেষণ করে নিজেকে জাগ্রত করছেন তিনি। গানে নাটকীয়তার আবেশ আনছেন না। আনছেন কথা ও সুরের রঙে ভেজানো গানের ইণ্টারপ্রিটেশন,—যা হয়তো বা সেই গানের সঠিক অর্থ। দেবব্রত বিশ্বাসকে দিয়ে যখন তিনি তাঁর প্রথম রবীন্দ্র সংগীত গানের রেকর্ড করালেন—'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'—তখন নীরব ও হৃদয় শব্দদুটি মর্যাদায় ভরে তুলতে শেখালেন তিনি।—রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর কাছে এক আনন্দের খনি, আবার এক যন্ত্রণার উৎস। নিজের গানেরও ছন্দ পালটালেন। এই সময় যে গান লিখলেন তা কথায় আঁকা চিত্র নয়। সে তখন রূপের সংকেত। এই যুগে লিখলেন, 'সুন্দর, তুমি আসবে জানি/চুপি চুপি মোরে মলয় পবন/বারতা দিয়েছে আনি।'—রবীন্দ্র সংগীতের সুন্দরতার স্পর্শে তিনি যেন শিউরে উঠলেন। কারণ স্পর্শ তিনি পেলেন।

তাঁর গান লেখার পালা শেষ হয়ে আসে। সুরকাররা তাঁর কাছে কথা চান। তিনি নিজের গানকে রবীন্দ্র-সংগীতের আঙিনায় সন্তর্পণে খেলতে নিয়ে আসেন। তবু সংকোচ-সংশয়ে দ্বিধাদীর্ণ তিনি।—সুরকার দুর্গা সেন তাঁর কাছে কথা চাইলেন। আগেও গানে সুর দিয়েছেন তিনি। এবার গান চান সাবেত্রী ঘোষের গানের জগতে বহুদিন পরে ফিরে আসার উৎসবকে মধুর করতে। একটি গান পেয়েছেন তিনি—'আমার বসন্ত যে যায়'। অন্য গানটি নীহারবাবু দেবেন ?

নীহারবাবু লিখলেন—

তুমি প্রিয় মোর প্রভাত আলোর প্রথম জাগার বাণী
মোর চেতনার খুলে দিলে দ্বার তব প্রেমকর হানি।
পরশ পুলক লাগি শিহরি উঠিনু জাগি
পরানে আমার কোন অমরার বারতা দিয়েছ আনি।
মোর কুঁড়িগুলি আধোঘুমে ছিল তখনো মেলেনি আঁখি
মনের গহনে আসিয়া গোপনে বেঁধে দিল প্রেম রাখি।
স্বপন আবেশে মম আঁধারে দীপালী সম
প্রেমের মুকুরে জাগিল তোমার অপরূপ ছবি খানি ॥

—বুঝি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে এই লেখা। সেই অপরূপ ছবির স্বপ্ন মাখা আবেশে শিউরে উঠে, নিজের গান ভুলে অমরার বারতা শুনতে কান পাতলেন তিনি।—নতুন করে জীবন শুরু করলেন। পুরনো দিন, পুরনো ভাবনাকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে পা ফেললেন রবীন্দ্র সংগীতের জগতে।—তিনি গীতবিতান শিক্ষায়তনে যোগ দিলেন। তাঁর ব্রত রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষণ। ১৯৪৫ সালে সরলাদেবীর মৃত্যু হলো। তাঁর সম্রাজ্ঞীর সাম্রাজ্য ছেড়ে অন্য এক জগতে পা দিয়েছিলেন তিনি, অনেক আগে। তবু সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করে। স্মৃতি তর্পণ করলেন দীপক চৌধুরীর সহায়তায় সরলা-দেবীর তিরিশটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে—গীতি ত্রিংশতি। রবীন্দ্রজন্মোৎসব বর্ষে প্রকাশ করলেন 'রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমপর্যায়'। এর আগে অতুলপ্রসাদ সেনের গানের সংকলন ও স্বরলিপির সম্পাদন করলেন 'কাকলি' গ্রন্থ মালায়। তাছাড়া আর যা কিছু করলেন, তা রবীন্দ্র সংগীত সংপৃক্ত, অথবা রবীন্দ্র-নাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্য নাট্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা। তাছাড়া রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে ভাবের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্র সংগীতের বাইরে তিনি বাংলার দেশাত্মবোধক গানের কথা ভেবেছেন—অবরে সবরে। নইলে তাঁর জগতে রবীন্দ্র সংগীত ছাড়া অন্য কিছু যেন নেই।

শেষ পাঁচবছর যখন তিনি অসুস্থ, শয্যাগত ও নিঃসঙ্গ, তখন তাঁকে তাঁর গীতবিতান পূর্ব যুগের কথা জিজ্ঞেস করেছি। তিনি এড়িয়ে গেছেন। বার্ধক্যের অতীত বিলাসী অভিপ্সা তাঁর কথা-আলোচনায় ধরা দেয়নি। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যুক্তি বোধ নিটোল অটুট ছিল। বেশি চাপাচাপি করলে বলতেন গীতবিতান পূর্ব যুগে বিশেষ ঘটনা হলো বাবার মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বছরে মারা যান তিনি। আর গীতবিতান পর্বে তিনি ১৯৫০ সনে বিয়ে করলেন

গীতা নাহা-কে। হেসে বলতেন, অচিন্ত্য (সেনগুপ্ত) আমার কুমার জীবনের শেষ দেখে মজা করে বলতেন, না তখন হ্যাঁ হয় যখন নাহা'র দেখা পাওয়া যায়।—তিনি হাসতেন।

তবু প্রশ্ন করেছি, কী তিনি পেলেন রবীন্দ্রসংগীতে যা তাঁর সব কাজভোলা হয়ে দেখা দিয়েছে? তিনি উত্তর না দিয়ে হেসেছেন। দু একবার বলেছেন, নিজেকে বড় ইনসিগনিফিকেন্ট মনে হলো।—কেন? কেন নিজেকে তুচ্ছ অর্থহীন-অকিঞ্চিৎকর ভাবা?—তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রসংগীত হলো হিমালয়ের তরাই-এর বিপুল বিরাট পিপুল গাছ যেন—দূরপ্রসারী, দূরাবগাহী, বহুপ্রাণ-আশ্রয়, পল্লব ঘন-ছায়াতরু। প্রশ্ন রেখেছি, এই পিপুল গাছের সর্বগ্রাসী ছায়াভূমিতে দূর্বাদল মাটিতে জাজিম বিছুতে পারে, কিছু দূরে ঝুপসি ঝোপে জোনাক জ্বলে, ঝিঁঝি ডাকে, টুনটুনি বাসা বাঁধে। এরা অর্থহীন নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। কেন নিজেকে ভুলিয়ে রাখা।—তিনি হেসেছেন।—প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের গানের কথার উচ্চারণ-স্বরপ্রেক্ষণ ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে ভাবলেন তিনি; যতদিন গেছে, সেই ভাবনা এড়িয়ে স্বরলিপির সুর টেনে নিলেন। এখানেও প্রশ্ন রেখেছি,—সবকিছু কি স্বরলিপিতে বলা থাকে, বলা যায়? তিনি প্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, শান্তিনিকেতনে এভাবে গাওয়া হয়। ওঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছের বলে নিশ্চয় তাঁর চিন্তাটা জানেন। তর্ক তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রদীপের সবচেয়ে কাছে, উপরে যত আলো, নিচে ঠিক ততটাই যে অন্ধকার। সেও তো কাছের! তবু তিনি তাঁর বিশ্বাস থেকে সরে যান নি। জেনেছি, রবীন্দ্রসংগীতের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ সর্বাঙ্গীন। এখানে তাঁর কোনো প্রশ্ন নেই, খেদও নেই!

শেষ পাঁচ বছরে দুটি বিষয়, তিনটি মানুষ ও একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বারবার বলতেন। বিষয় হলো, রবীন্দ্র-সংগীত। আর তাঁর স্বদেশী যুগের কথা। তাঁর আক্ষেপ, তিনি স্বাধীনতার সেনানী হতে পারেন নি! সতীশ সামন্ত মহাশয়ের কাজে কথায় তিনি পুরনো নিজেকে খুঁজে পেতেন। হয়তো তা ক্ষণস্থায়ী। রবীন্দ্রসংগীত নামে বিষয়টি তাকে অন্যত্র যেন অবিষয়ী করে রেখেছে।—আর মানুষ তিনটির প্রথম জন, অনাদি দস্তিদার—যিনি তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা প্রকরণ, ব্যাকরণের হদিশ দিলেন। দ্বিতীয় জন শৈলজারঞ্জন মজুমদার—যিনি তাঁকে রসসমুদ্রে ডুবতে শেখালেন; শেখালেন অতলে তলিয়ে রত্নাকরের খাজাঞ্চি খানার সামনে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর তৃতীয়জন কনক বিশ্বাস—তাঁর কনকদি; তাঁর প্রাণের আরাম, আত্মার আত্মীয় যিনি। এই তিনজনের কথার মাঝে কখনো আসতেন মুকুন্দদাস মহাশয়।[৫] আর তাঁর সাম্রাজ্ঞী সরলাদেবী। বড় দুঃখ করে বলতেন, এঁদের আমরা কেমন করে ভুলে গেলাম! ভুলে থাকলাম!

এবং প্রতিষ্ঠানটি হলো গীতবিতান—নিঃসন্তান মানুষটির একমাত্র সন্তান। আর স্নেহের পাত্র ছিল আনন্দের পসবা নিয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রী। নিজের কাজ ছেড়ে পথ কেটে যখন গীতবিতানে এলেন, তখন জানলেন রবীন্দ্রসংগীত তাঁর নেশা, গীতবিতান তাঁর স্বপ্ন। নেশা হলেও স্বপ্ন যায়নি। দুটিতে মিলে তাঁর উত্তর জীবন। তাঁর কাছে ঐ দুয়ের মৃত্যু নেই। তাঁর আনন্দ এখানে, যন্ত্রনাও এখানে। সুখ এখানে, দুঃখও এখানে। তাঁর আহত হবার আর্তনাদ এখানে, ক্ষমাসুন্দর হাসিও এখানে।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে তিনি চলে গেলেন। যে বইটি তিনি লেখা শুরু করেছিলেন—এই বইটি—সেখানে নিজের হাতে শেষ তুলির টানটি দিয়ে যেতে পারলেন না। আর তাঁর কাছ থেকে জানা হলো না একটি প্রশ্নের উত্তর। কী আছে রবীন্দ্রসংগীতে—যা সন্তোষ সেন গুপ্তের মতো একজন রাগসংগীত প্রিয় মানুষকে চিরকালের মতো ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে?—পারে একজন রসায়ন বিজ্ঞানী শৈলজারঞ্জনকে বিজ্ঞানের যুক্তি প্রত্যয়ের পথ থেকে সরিয়ে বিশ্বাসী সমর্পিত প্রাণ হতে? পারে নীহারবিন্দুর মতো নিজেকে অর্থহীন তুচ্ছ ভাবাতে? এই উত্তর মেলেনি।

শুধু জানা যায়, জীবন বড় রহস্যময় ; যেখানে অতলে তলিয়েও তল পাওয়া যায় না। অনেক বুঝেও যা অবোধ্য। অনেক জেনেও যা অজানা। অনেক চিনেও অচেনা। সেখানে হয়তো বা রবীন্দ্রসংগীত অন্তরময়, মৌনমুখর, সুখ দুঃখের দুই তাবে বাঁধা।

অন্তত নীহারবিন্দু সেনের কাছে।

সাধন দাশগুপ্ত

টিকা—

(১) যদিও দূরে থাক এবং গান খানি মোর সহসা গান দুটি সন্তোষ সেন গুপ্ত মহাশয় সেনোলায় যে রেকর্ড করেছিলেন তার নম্বর QS. 167 ; বেকর্ডে গীতকাব ও সুরকারের নাম উল্লেখ নেই।

(২) গান নিয়ে মোর খেলা—রেকর্ডটি হিন্দুস্থানে H584 রেকর্ডে প্রকাশিত। এখানে গীতকারের নাম আছে। সুরকারের নেই।

(৩) 'চামেলির বুকে' গানটি হিমাংশু দত্ত মহাশয় সুর দিয়ে HMVতে সুধীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়ে রেকর্ড করাতে মনস্থ করেছিলেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হওয়ায় ঐ পরিকল্পনায় দেরি ঘটে। ইতিমধ্যে শৈলেশ দত্ত গুপ্ত মহাশয় কথায় সুব দিয়ে সুধীনবাবুকে দিয়ে হিন্দুস্থানে রেকর্ড করান। রেকর্ড নম্বর H719।

(৪) বাজে রিনিকি ঝিনি—গানটি অজয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা। ১৩৪৫ সনে প্রকাশিত হিমাংশু দত্ত মহাশয়ের স্বরলিপি পুস্তক 'চামেলি'তে এই গানের স্বরলিপি আছে।

(৫) দেশাত্মবোধ গানের ধারায় নীহারবিন্দু মুকুন্দদাস মহাশয়ের কোনো গান দিতে চাননি। কারণ প্রচলিত গানের সুরের থেকে তাঁর জানা সুরে অনেক অনেক তফাত। বলে গেছেন, আকাশবাণীতে প্রচারিত সুরেন চক্রবর্তী মহাশয়ের গাওয়া গানের সুরের সঙ্গে তাঁর জানা সুরে মিল আছে। বহু চেষ্টা করেও আকাশবাণী থেকে ঐ সুর সংগ্রহ করা যায়নি। নীহারবিন্দু নিজেও তাঁর গুরুর গানের স্বরলিপি করে যাননি।

বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারা

(১৮৮০-১৯৩০)

—নীহারবিন্দু সেন

মুখবন্ধ

ভাষ্য

স্বরলিপি

আবৃত্তির উপযোগী

মুখবন্ধ

ঠিক কবে যে স্বদেশী গান শুনেছি মনে নেই। আমার জন্ম ১৯০৪ সালে। কাজেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ যে শৈশবে আছড়ে পড়েছে সেখানে সন্দেহ নেই। ১৯০৬ সালে দুর্গাপুজোর ছুটির সময় কয়েকটি ঘুমপাড়ানি ছড়া বাড়িতে আসে—বরিশাল থেকে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পাঠিয়েছেন—উদ্দেশ্য এই ছড়া বলে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়ানো। এই ছড়ার সুর শুনে শৈশবে আমি ও আমার ছোট দুইবোন যে ঘুমোতাম তা স্মরণ আছে। স্বদেশী গানের আগে, স্বদেশী ঘুম পাড়ানো ছড়া কানে নিয়ে শৈশব কাটালাম। তবে বাড়িতে গান হতো। ব্রাহ্মসমাজের গান, কীর্তন ও যাত্রা গানের কথা সুরের মধ্যে কলকাতা ঢাকা ঘুরে অন্য গান চলে আসতো আমাদের শহরে—মুন্সিগঞ্জে ; সেখানে যেমন ছিল রবিবাবুর গান, তেমনি ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান। এরই মাঝে কেউ একজন বরিশাল থেকে এলে, স্বদেশী গান শোনা যেত। আমার শৈশব কৈশোরে স্বদেশীগানের ঢেউ ঢাকা বিক্রমপুরে বরিশালের তট ছুঁয়েই এসেছে। এমনকি বালক বয়সে যাঁর কাছ থেকে স্বদেশী গানের তালিম নিলাম, মুকুন্দদাস, তিনিও বরিশালের।

বিক্রমপুর পরগনায় যাত্রাদল নিয়ে মুকুন্দদাস এলে, আমাদের বাড়িতেই উঠতেন। আমার মাকে তিনি ধর্ম মা ডাকতেন। মনে আছে দশাসই চেহারার কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোকটি হাত কাটা ফতুয়া—যাকে আমরা নিমা বলতাম—তাই পড়ে হাহা করে হাসছেন, কখনো বা গান গাইছেন। তাঁর সব কিছু ছিল বড় মাপের। খাওয়া-হাসি-গান-ভালবাসা—কোনো কিছুকেই যেন সীমার মধ্যে বাঁধা যেতো না। আমাদের চোখে তিনি এক বিস্ময় চেহারা নিয়ে ভাসতেন। আমাকে তিনি কিছুটা বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ, ভাইদের মধ্যে আমার গানের গলা ভালো, সুরও তাড়াতাড়ি ধরতে পারতাম। তাছাড়া, যখন তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন, প্রথম যুদ্ধের আগে, তখন বয়সে যে শুধু ছোট ছিলাম তা নয়, চেহারাতেও খাটো ছিলাম। তিনি প্রায় দিন, তাঁর বুকের উপর বসিয়ে আমাকে গান শোনাতেন ও শেখাতেন। কিছু বড় হলে, তাঁর যাত্রাদলে যে আমি ঠাঁই পাব, এই পরিকল্পনার কথা আমাকে ও বাড়ির সকলকে শোনাতেন। আমিও বড় হয়ে ওঠার জন্য উদ্গ্রীব ছিলাম। তবে তিনি বড় কড়া মাস্টার ছিলেন। গানের কথা বা সুর ভুল হলে বড় রাগ করতেন। বকাঝকা নয়, শুধু নীরবে নিজেকে সরিয়ে নিতেন। সেটা আমাদের কাছে অসহনীয় মনে হতো।

মুকুন্দদাস মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা বরিশালের স্বদেশী গান শিখলাম। আগেব গান শেখা ছিল হেলাফেলার ব্যাপার। এই প্রথম গানের সঙ্গে দেশ-মাতৃকাকে মেলাতে পারলাম। গানের অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট হলেও দেশকে যে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে—সে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাযুদ্ধের পর দেশে সত্যাগ্রহের বন্যা ওঠে। আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন—স্ত্রী বা পুরুষ, আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গেলেন। আমি জেলে গেলাম না। তবে স্কুল ছেড়ে খদ্দর ফেরি করতে গ্রামে গঞ্জে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই, কোথায় রাত কাটাই তাও বেঠিকানা। তবু আমরা কজন কিশোর হই হই করে খদ্দর ফেরি করি, স্বদেশি গান গাই, দেশের কথা বলি। —সেদিনের গ্রাম-গঞ্জের মানুষরা আমাদের এই যাযাবর বৃত্তিটিকে স্নেহের চোখেই দেখেছিল। তাই কোথাও না কোথাও খাদ্য আশ্রয় জুটে যেতো। তাঁরা রাত্রে গান

শুনতে চাইতেন। আমরা সেখানে ব্রাহ্ম সংগীত বা কাব্য-গীতি কদাচ গাইনি; গাইতাম যাত্রার গান আর স্বদেশী গান।

একটি গান আমরা গর্বে সুখে গাইতাম—বন্দেমাতরম্। সরলা দেবী—রবীন্দ্রনাথের সুর আমাদের জানা ছিল না। আমরা গাইতাম খাম্বাজ আশ্রিত সুর ঝাঁপতাল ছন্দে বরিশাল থেকে পাওয়া বন্দেমাতরম গান। কথার সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য না থাকলেও, আমরা জানতাম কিশোর চিত্তরঞ্জন পুলিশের মার খেয়েও, এই সুরে গান গেয়েছিল। এই সুর হলো শাসনকে তুচ্ছ করার সুর।—মনে আছে, কিছুদিন আগে আমার ভাগিনেয় সাধন—পুরনো দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারো মুখে ঐ খাম্বাজে বন্দেমাতরম সুর শুনে, আমাকে জানালে—সেই সম্পূর্ণ সুরটি আপনা থেকে আমার মনে ভেসে আসে। কত অন্ধকার রাত্রে, রেড়ির তেলের পিদিমের আলোয় বা পাটকাটির আগুনের আভা মুখে নিয়ে কোনো এক ঘরের দাওয়ায় আমরা গলা ছেড়ে গেয়ে চলেছি, বন্দেমাতরম,—সেই সুর ধানখেত পাটখেত পার হয়ে সুপুরি নারকেল গাছের পাতা ছুঁয়ে কাশবনে শিরশিরি জাগিয়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক থামিয়ে দিত। খুব ইচ্ছে ছিল, এই সুর আমাদের এই বইটিতে রাখি। তবু বন্দেমাতরমের কত যে সুর! আমার নিজের শোনা প্রথম সুর এই সুরের মজলিসে বিশেষ নয়, বিশিষ্টও যে নয়।[১]

সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেমে গেলে কলকাতায় এলাম। ব্রাহ্মসমাজের টানে সমাজে যাই। গান শিখি, গান গাই। সেখানে আলাপ হলো সরলাদেবীর পুত্র দীপক চৌধুরীর সঙ্গে। আমাদের এক বয়স। আর এক নেশা হলো গান। আর এই নেশার পথে চলতে গিয়ে সরলাদেবীর সান্নিধ্য পেলাম। তিনি আমাকে তাঁর গানের দলে টেনে নিলেন। তাঁর কাছে শিখলাম অর্গান আর হারমোনিয়াম বাজানো। আর শিখলাম প্রথাসিদ্ধ রাগরাগিনী। তাছাড়া স্বরলিপি লেখা এবং পড়া। সরলাদেবীর কাছে আরেক কিস্তি স্বদেশী গান শিখলাম—যে গানে লোকায়ত সুরের বদলে আছে দেশি রাগ আর বিদেশি ছন্দের ছোঁয়া। তাঁর নিজের লেখা গান ছাড়া ঠাকুরবাড়ির অন্য সকলের গান। তাছাড়া অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অন্যান্য লেখকের গান—যা হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ যুগ পার হয়ে অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের খাত বেয়ে বয়ে চলেছে।—কোনো এক সুযোগ এলে সরলাদেবী স্বদেশী গানের আসর বসাতেন। সম্রাজ্ঞীর মতো তিনি চেয়ারে বসে আছেন, আর আমরা তাঁর সামনে একের পর এক গানের রেওয়াজ করে চলেছি। ভুল হলে, তিনি মৃদু অথচ কঠিনস্বরে তিরস্কার করছেন। ঠিক হলে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতেন; আর আমরা গর্বে সুখে সার্থকতায় ভরে উঠতাম। গানের সুর তাল ছন্দ লয় সম্পর্কে বড় রক্ষণশীল ছিলেন তিনি। মনে আছে, বিশ্ববীণা রবে গানটির তিনটি স্বরলিপি সেদিন পাওয়া গেছে; একটি তাঁর, দ্বিতীয়টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও অন্যটি দিনু ঠাকুরের। সুরের কাঠামো এক থাকলেও, তালে ও তালের ধরতাইয়ে কিছু উনিশ বিশ ছিল। এ নিয়ে একদিন প্রশ্ন তুললে, তিনি গম্ভীর হয়ে শেষ রায় দেবার ভঙ্গীতে 'সুরটা এরকমই হওয়া উচিত'—বলে শতগানটা দেখালেন।

মনে আছে, অনেক পরে কিরণশশী দে মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম, সুরের এই বিকল্পতা নিয়ে গুরুদেবের কাছে তিনি প্রশ্ন তুললে তিনি নাকি হেসে বলেছিলেন, মহাজনদের পথটাই পথ। কাজেই মহাজনের কথাটা মানতে হয়।[২]—আমি জীবনে রবীন্দ্রনাথ নামের মহাজনের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য পাইনি। পেয়েছি মহারাজ্ঞী সরলা দেবীর নৈকট্য। আর তাঁর করা শতগান নামের স্বরলিপি বইটি—যা ১৩০৭ সাল প্রথম প্রকাশিত; তাকে চিরকাল প্রামাণ্য বলে মেনে এলাম। কারণ তিনি ঐ গানের সুরেই আমাদের গান শেখাতেন।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হলো; সুভাষ বসু ভলান্টিয়ার দল তৈরি করলেন। আমার আত্মীয়স্বজন ভাইবোনেরা ঐ ভলান্টিয়ার দলে যোগ দিলেন। তাঁরা রীতিমত লেফ্‌ট্‌রাইট করে মার্চ করছেন। চেহারায় আদবে চলনে বেশ কেউকেটা ভঙ্গী তাঁদের। আর আমি

হলাম সরলাদেবীর গানের দলের এক সহ পরিচালক। সে যুগে মাইক্রোফোন ছিল না। তাই দরকার ছিল উদাত্ত কণ্ঠের—যেমন ছিল মুকুন্দদাস মহাশয়ের। অথবা অনেক গলার সম্মেলক সুরধ্বনি। সরলাদেবী বলতেন, ১৮৯৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে তিনশ ভলাণ্টিয়ার সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিল 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী'—নামের গানটি। এই অধিবেশনে তিনি চেয়েছিলেন সেইরকম তিনশ গায়ক-গায়িকার বিশাল সমাবেশ। আমরা তিনশ জন হতে পারিনি। দুশ'র কাছাকাছি ছিলাম। দীপক ও আমি তাঁর পরিচালনায় এই গায়ক গায়িকাদের গান শেখাতাম। দীপক একটি লাঠি নিয়ে বিদেশী কন্ডাকটারের মতো তাল ও লয় দেখাতেন, আমি অর্গান বাজাতাম।

এই ১৯২৮ সালের অধিবেশন উপলক্ষে কাজি নজরুল ইসলাম অচিন্ত্য সেনের দাদার বাড়িতে আমাদের কয়জনকে শেখালেন দুটি গান—'উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল' ও 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। সেই গান দুটিও অধিবেশনে গাওয়া হলো। প্রসঙ্গত, দেখি, ঐ গান দুটি কাজি আমাদের যে সুরে সেদিন শিখিয়েছিলেন, বর্তমানে সেই সুরের সামান্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। স্বদেশী সংগীত পরিবেশের সময় ব্রাহ্ম সমাজে আমি সেই পুরনো সুর প্রয়োগ করেছিলাম। তবু এই বইটিতে সেই সুর আনতে চাইনি। কারণ সুরে পরিবর্তন কাজি স্বয়ং পরবর্তী কালে করে গেছেন। আমার জানা সুরের ঐতিহাসিক মূল্য হয়তো আছে। তবু পরবর্তী কালে কাজি যে সুর দিয়েছেন তার মূল্য আমজনতার দরবারে স্থির হয়ে গেছে। তাকে আর ঠাঁই নাড়া করতে চাইনি।[৩]

সরলা দেবী আরো একবার আমাদের ডাকতেন—বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপনকালে। তখনো, দীপক ও আমি সম্মেলক গান পরিচালনা করতাম। এই সময়ে তিনি যে গান গাওয়াতেন—সেখানে—সত্যেন দত্ত মহাশয়ের 'কোন দেশেতে তরুলতা'—গানটি ছিল। এ গানের সুর যে কার, তা জানিনা। তবে বিষ্ণুপুর ঘরানার ভৈরবীর চমৎকার প্রয়োগ দেখে মনে হয় সুরটি হয়তো বা সমাজের কোনো গীতিকারের। এই গানটির অন্য একটি সুর—নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কৃত—আছে বলে জেনেছি। তবে আমাদের স্বদেশী আমলে ঐ সুর শুনিনি। সরলাদেবী যে সুর আমাদের শুনিয়ে ছিলেন সেই সুরই জানি।

১৯২৯ সালের এলাহাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে আরো একবার আমরা সদলবলে সরলাদেবীর সঙ্গে অধিবেশনে গাইতে গেলাম। সেখানে দেবী সুর দিয়ে আমাদের যে গান শেখালেন তা হলো সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং নামে ঋগ্বেদের সূক্তটি। মনে আছে, সম্মেলক কণ্ঠে, তাঁর নির্দেশনায় এই দ্বিসুরের গানটি অধিবেশনে গাওয়া হলে সকলে সাধুবাদে আমাদের সম্মানিত করেছিলেন।—এ গানটির সুর যে সরলা দেবীর—তাও বোধকরি লোকে ভুলে যেতে চলেছে।—এই অনুষ্ঠানে অনেক স্বদেশী গান পরিবেশিত হলো—আর হলো বন্দেমাতরম গান।

সরলাদেবী কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার পর স্বদেশী গানের আসর আর বসে না। ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর গানের স্বরলিপি প্রকাশ করি দীপক ও আমি বাংলা ১৩৫৪ সনে (ইং ১৯৪৭ সালে)—গীতি ত্রিংশতী নামের এক গ্রন্থে। ঐ বছরে দীপকের উদ্যোগে তাঁদের বালিগঞ্জের ৩নং সানি পার্কের বাড়িতে অনেকদিন পর স্বদেশী গানের আসর বসানো হয়। গীতবিতানের ছাত্র ছাত্রীদের তালিম দিয়ে সরলাদেবী ও ঠাকুর বাড়ির কিছু স্বদেশী সংগীত পরিবেশন করা হলো—যে সব গানের স্বরলিপি সরলাদেবী করে গেছেন। কয়েক বছর পর, ষাটের দশকে, আরো একবার এই আসর বসে। সেখানে সরলাদেবীর শেখানো গানের পাশাপাশি বরিশালের স্বদেশী গানও গাওয়া হয়। এই বিস্তারের কারণ—শ্রদ্ধেয় সতীশ সামন্ত মহাশয় স্বদেশী সংগীতের একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই সময়ে, এই বইটি নিয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করছিলেন। আমিও তাঁর সরিক হই। সেই বই পরে 'মুক্তির গান' নামে ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি (৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা) থেকে প্রকাশ হয়েছে। আমার জানা অনেক

গান সেখানে ঠাঁই পেয়েছে।—আর তখন দেখা যায়, স্বদেশী গানের সুর দ্রুত পরিবর্তিত হতে চলেছে।

বাংলাদেশে স্বদেশী গানে মার্চিং সুরের প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন কাজি নজরুল। তার আগে বাংলা গানে এই মার্চিং ভঙ্গি কদাচ দেখা দেয়নি। মুকুন্দদাসের সুরে যে ঢং—তা সাবেকি বাংলা যাত্রাগানের উচ্ছলতার ভঙ্গিটুকুই আমাদের সে যুগে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমরা সেসব গানের কথায় ও সুরে মার্চিং ভঙ্গীর প্রয়োজনবোধ করিনি। কারণ, তখন স্বাধীনতার সেনানী হয়ে আমরা মন্ত্র উদ্‌যাপন করতাম, মন্ত্রই গাইতাম। আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষে—সেই মন্ত্রের পরিবর্তে মার্চ করা বেশি প্রয়োজন। তাই সুরে পরিবর্তন ঘটিয়ে তালকে অধিক সম্মান দেওয়া হচ্ছে!

সে যুগে ইংরিজি সুর ভেঙে স্বদেশী সঙ্গীত রচিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান',—সরলাদেবীর 'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী', সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান'—ইতাদি গানে বিদেশি সুরের প্রভাব স্পষ্ট। অতুলপ্রসাদ সেনের 'উঠগো ভারত লক্ষ্মী' গানের প্রথম যে স্বরলিপি পাই—যা শতগানে আছে—সেখানে আছে 'সুর—ইংরিজি'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশী গানের সুরে বিদেশী সুর ও ছন্দের প্রয়োগ স্পষ্ট। তবু মনে আছে, একদা দীপক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটির একটি সতেজ সুর গেয়েছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানি, সুরটি দীপক বিবি অর্থাৎ ইন্দিরাদেবীর কাছে শুনেছেন। সে যুগেও, নানা সঙ্গীত সঙ্ঘ সুরের পরিবর্তন করে যেতেন। ব্রাহ্মসমাজে সে গান গাওয়া হলে তার প্রচার হতো। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের গান ব্রাহ্মসমাজে খুব একটা শোনো যেত না। অন্যদিকে থিয়েটারের কৃপায় তাঁর গান কলকাতার বনেদীমহলের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় তাঁর গানের সুরের বিকৃতি বা বিকল্পতা স্বয়ং ঠাকুরবাড়িও আনতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, আমার এই স্মৃতিচারণের পর, শ্রীমান সাধন আমাকে জানায় যে, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩২০) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐ গানের বিকল্প সুরের দুটি স্বরলিপি প্রকাশ হয়েছিল। প্রথমটি ভূপালি একতালায় প্রতিভাদেবীর সুর ও স্বরলিপি—দ্বিতীয়টি ইমনকল্যাণে ইন্দিরাদেবীর সুর ও স্বরলিপি। সুর পরিবর্তনের কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে কথার তুলনায় সুরের ভাবে তেমন তেজ প্রকাশ পায় না বলে সুরটি বদলাবার প্রয়োজন হয়।—অতএব মুকুন্দদাস আদি স্বদেশী সঙ্গীত প্রচারকের সুরও কথার খাতিরে পরিবর্তন করা যে প্রয়োজন তার ঠাকুরবাড়ির শিলমোহর এখানে পাওয়া গেল![৪]

স্বদেশী সঙ্গীত প্রচার করার একটি দায়িত্ব সতীশ সামন্ত মহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ছিল গুরু-দক্ষিণা দেবার তাগিদ। যে অগণন গুরু আমাকে স্বদেশী সংগীত শিখিয়ে সরলাদেবীর দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা ও সুরকে ভুলে থাকতে পারি না। তাই ১৯৭৮ সালে ১৪৮তম মাঘোৎসব পর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২ই মাঘ, ২৬ জানুয়ারি তারিখে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান করি—নিবেদন করে গীতবিতান। এই অনুষ্ঠানের পরে অনেকে আরো বড় আকারে দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান করতে আদেশ করেন। ইচ্ছে থাকলেও, আগে সময় পাইনি। তাছাড়া, আমার বরিশাল পর্বের অনেক গানের কথা, সুর ও লেখক নিয়ে সংশয় ছিল। এই বিষয়ে বিখ্যাত বিপ্লবী জিতেন্দ্রমোহন কুশারী ১৯৬৩-৬৪ সালে, তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে, আমাকে অনেক তথ্য দেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। কাজেই প্রথম যুগের স্বদেশী গানের সুরের সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে পাই। মুকুন্দদাস মহাশয়ের যাত্রাগানের অনেকগুলি যে অশ্বিনীকুমারের স্নেহধন্য কবি ও কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা, এমনকি মুকুন্দদাসের যাত্রাপালা 'সমাজ'-এর রচনায় যে হেমচন্দ্রের হাত ছিল, সে সংবাদ তিনি দিয়েছেন। [পরে জেনেছি জিতেন্দ্র কুশারী মহাশয় তাঁর আত্মকথা 'পাথেয় সন্ধানে' পুস্তকে এ তথ্য জানিয়ে গেছেন।][৫] সতীশ সামন্ত মহাশয় যখন তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতের সংকলন 'মুক্তির গান'

প্রকাশ করলেন, সেখানে তিনি "শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী মাভৈঃ মাভৈঃ" গানটির লেখক অজ্ঞাত বলে জানিয়েছিলেন। জিতেন্দ্র কুশারী মহাশয়ের কাছ থেকে জেনেছি, এই গান অশ্বিণীকুমারের রচনা। অন্যদিকে 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি' গানটির লেখক হরিদাস সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠানে এই লেখক সম্পর্কে কোনো জ্ঞাতব্য তথ্য কারো জানা থাকলে তা জানাতে অনুরোধ করেও কোনো তথ্য পাইনি এবং 'হে অমর সন্ন্যাসী' গানটির দু'একটি কথায় সংশয় ছিল। এই সংশয় কাটে সে যুগের বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আমার বোনদের সহায়তায়।

১৯৭৮ সালের আগে দেশাত্মবোধক গান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো আসর না করলেও ছোটখাট অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এই সময়ে অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি 'কাকলি' সম্পাদনার কালে, সেযুগে তাঁর গানের প্রকাশিত স্ববলিপির সঙ্গে কাকলির স্বরলিপির তুলনা করতে গিয়ে একটি আশ্চর্য তথ্য চোখে পড়ে। সরলাদেবী 'শতগানে' 'উঠগো ভারত লক্ষ্মী'র স্বরলিপি তাঁর প্রদর্শিত চিহ্নে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরবর্তীকালে সাহানাদেবীকৃত স্বরলিপির সঙ্গে এই স্বরলিপির কোনো প্রভেদ নেই—একটিমাত্র শুধু; 'কর দূরিত ভারত লজ্জা' অংশের 'ভারত' শব্দের সুরধ্বনির স্বরলিপি শতগানে আছে /রা-া-বা-সা/, সাহানাদেবী কাকলীতে দেখিয়েছেন—/ রা-া-রা ন্া / । আমি অবশ্য 'শতগান' তৃতীয় সংকরণের সাহায্য নিয়েছিলাম। পরে জানি 'শতগান' প্রথমসংস্করণে স্বরলিপি দেওয়া আছে / রা-া-রা-ন্া / । এবার কাকলির সম্পাদনা নিশ্চিতে করতে পারি। আমার সাম্রাজ্ঞী কোনো ভুল করেন নি।

শতগানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান' গানটি কিভাবে গাওয়া হবে তার নির্দেশ ফুটনোটে দেওয়া আছে। এই গানে ছটি স্তবক। বলা আছে ৩ ও ৫ স্তবকের সুর ১ এর অনুরূপ ও ৪ ও ৬ এর সুর ২ এর মতো। অথচ স্বরলিপিতে তৃতীয় স্তবকের ভিন্নতা দেখানো। অর্থাৎ স্বরলিপিতে ১ ২ ও ৩ স্তবকের সুর দেওয়া। কাজেই ৩ ও ৫ স্তবকের সুর ও ২ ৪ ও ৬ স্তবকের সুর এক হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে নিশ্চিত প্রামাণ্য তথ্য সঙ্গীত প্রকাশিকা থেকে পাই। এবং জানি আমার বিচায় ঠিক। তবু সমাজে যখন এই গানটি গাওয়ানো হয়, তখন সরলাদেবীর ফুটনোটটিকে মেনে নিই। কারণ সতীশ সামন্ত মহাশয় জানিয়েছিলেন ঐ ভাবে গানটি তাঁরা আগস্টবিপ্লবের সময় গেয়েছিলেন। বৃটিশ ভারতে ক্ষণকালের জন্য স্বাধীন নাগবিকদের সম্মানে তাঁদেরই মতো গানটি ১৯৭৮ সালে গাওয়ানো হয়। দেখেছি সতীশ সামন্ত মহাশয় তাঁর সংগীত সংকলন গ্রন্থ 'মুক্তির' গান এ এই গানের স্বরলিপি ও নির্দেশ সরলাদেবী অনুযায়ী দেখিযে গেছেন। অশুদ্ধকে তাঁরা বিপ্লবের আগুনে শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তবু এই গ্রন্থে গানটির শুদ্ধরূপ দেখানো হলো।

বন্দেমাতরম্ গানের কোন সুর এই গ্রন্থে দিব, তা নিয়ে আমার সংশয় ছিল। সমাজে যখন দেশাত্মবোধক সংগীতের আসর করেছি, তখন বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্বরবিতান ৪৬এ বিধৃত ইন্দিরা দেবী কৃত সুরটিই প্রচার করেছিলাম। শতগানে রবীন্দ্রনাথ ও সরলাদেবী কৃত যে সুর ধরা আছে, স্ররবিতানের সুর তা থেকে পৃথক। এক কথায় সুরের কাঠামো এক থাকলেও, অলংকরণে, তাল বিভাজনে, ভিন্নতা আছে। আমরা জানি বন্দেমাতরম গানটি লেখা হয় ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে, প্রকাশ হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। এই আধা সংস্কৃত আধা বাংলা গানটি সে যুগের প্রাজ্ঞজনের অনুমোদন পায়নি। নবীন সেন মহাশয় তো গানটিকে গোবিন্দ অধিকারীব যাত্রাদলের গান বলে অভিষিক্ত করলেন। তবু বঙ্কিমচন্দ্র দমেন না। শোনা যায়, তিনি নাকি বলেছিলেন, 'আমার ভালো লেগেছে তাই অমন করে লিখেছি; লোকের কি ভালো লাগবে আর মন্দ লাগবে তাই বিচার করে লিখব নাকি ?' —সে যাক, বন্দেমাতরম গানের প্রথম সুর দেন বঙ্কিম বন্ধু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মল্লার রাগে। তবে এ গান প্রথমে আসরে পরিবেশন করেন যদুভট্ট মহাশয়; সম্ভবত

১৮৮০ সালে, তাঁর নিজের দেওয়া সুরতালে, মল্লার রাগে, কাওয়ালি তালে। এ সুর আমি শুনিনি। এ সুরের স্বরলিপিও খুঁজে পাইনি। আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশ হলো ১৮৮২ সালে। তারপর থেকে বন্দেমাতরম গান বিখ্যাত হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বালক পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২০২) এই গানের আংশিক উদ্ধৃতি দেখা যায়। তাছাড়া প্রতিভাদেবী নির্দেশ দিয়েছেন, এ গানের সুর দেশ রাগে, তাল কাওয়ালি। অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের আগেই রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবীকৃত সুরটি প্রতিষ্ঠিত। এই সুরে ১৮৯৪ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গানটি পরিবেশন করেন। তারপর বন্দেমাতরম গান তো ১৯০৫-৬ সালে বাংলায় নিষিদ্ধ হয়। তবু ১৯০৬ সালে কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে, গোখলে যেখানে সভাপতি, সেখানে শ্রোতারা সরলাদেবীর মুখে এই গান শুনতে চান। গোখলে দেবীকে গানটির অংশ বিশেষ শুধু গাইতে বলেন, কারণ এই নিষিদ্ধ গান গাইলে বৃটিশ রাজ কি চোখে দেখবেন, তা তিনি জানেন না। সরলাদেবী বলেছেন, সমস্ত শ্রোতা তাঁকে দিয়ে সম্পূর্ণ গানটি গাইয়ে ছাড়লেন। তিনি বন্দেমাতরম্ গাইলেন তাঁদের দেওয়া সুরে—যা বাংলা ১৩০৭ সনে শতগানে স্বরলিপিবদ্ধ হলো।[৩] ১৯২৮ সালে কলকাতায় ও ১৯২৯ সালে এলাহাবাদে দীপক ও আমি দলবল নিয়ে যে সুরে বন্দেমাতরম্ গাই তার সুর রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবীর। এই সুরের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি সুর পরে এসেছে, গ্রামফোন রেকর্ডে প্রকাশিত ভবানী দাসের গাওয়া বন্দেমাতরম্। তবু সতীশ সামন্ত মহাশয় জানিয়েছিলেন, তাঁরা বিয়াল্লিশের বিপ্লবে আমাদের জানা সুরটিতে গান গাইতেন। তাঁর বইয়ে ঐ সুরের স্বরলিপি আছে।—স্বরবিতান ৪৬ এর সুরটি আমার কাছে মধুর মনে হলেও, জানি, এ সুরের পিছনে ইতিহাস নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের সহযাত্রী হয়ে এই সুর ততপথ পার হয়নি, যতটা সঙ্গে চলেছে রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবীর সুর! এই বইটিতে এই সুরটিই রেখে গেলাম।

১৯৮২ সালে ভবানীপুরে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজে, মাঘোৎসবে আমার পরিচালনায় ও নির্দেশনায় দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। এটিই আমার শেষ সাধারণের জন্য অনুষ্ঠান।

এই সময়ে, ১৯৭৯ সালে পূজাসংখ্যা দেশ পত্রিকায় আমার দিদি কুসুমকণা সেন অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের পাঠানো ঘুমপাড়ানি ছড়ার পাঁচটি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। এই ছড়ার সুর কানে নিয়ে পূর্ববাংলার শিশুরা ঘুমিয়েছিল; আবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জেগেও উঠেছিল। স্বভাবতই বাংলার দেশাত্মবোধক গানের ধারা নিয়ে কিছু বলতে গেলে, এই ছড়া কটি বাদ দেওয়া যায় না। ঐ অনুষ্ঠানে স্বমর্যাদায় ছড়া কটি হাজির ছিল।—এই বইটিতে তাদের ঠাঁই দিয়ে আমি কৃতার্থবোধ করছি।

তবু, গানের ধারা নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে দেখা যায়, কয়টি গানের সুরে কোনো নিজস্বতা বা ওজস্বতা নেই। যেমন 'রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়' মহাশয়ের লেখা 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' কবিতাটি। কবিতাটির একটি সুর গীতসূত্রসারে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি আকারে জানিয়ে গেছেন—পারসিক রাগ, ভরতঙ্গা তাল। সে যুগের রাগরাগিনী ও তাল সম্পর্কে জানতে যে কটি বই এর সাহায্য মোটামুটি নেওয়া হয়, তারা হলো ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী প্রণীত সঙ্গীতসার, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গীতসূত্রসার এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ১৩০৪ সালে প্রকাশিত স্বরলিপি গীতিমালা। পরীক্ষা করে দেখা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাল ও লয় বিষয়ে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী। তিনি তাঁর বইটিতে ভরতঙ্গা তালের ঠেকা জানিয়েছেন। অন্যদিকে গীতসূত্র সারে ভরতঙ্গা তালকে বিকল্পে কাশ্মিরী খেমটা হিসেবে জানানো। প্রাচীন বাংলাগানে যেখানে কাশ্মিরী খেমটার প্রয়োগ দেখা যায়, এখন তা মধ্যলয়ে ত্রিমাত্রিক দাদরা তালে লিপিবদ্ধ। ভরতঙ্গা তালকেও দাদরায় রূপান্তর করা যায়। তবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুর দিয়েছেন, তার কোনো মাধুর্য খুঁজে পাইনি। ঠিক তেমনি, এই গানের

খাম্বাজ রাগে কাওয়ালি ছন্দে অন্য একটি সুর শুনেছিলাম—যা সতীশ সামন্ত মহাশয় শুনেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন।—সেই সুর যেন আবৃত্তির প্রকারভেদ। কাজেই দেশাত্মবোধক গানের ধারায় এই গানটি সুরে না গেয়ে আবৃত্তি আকারে প্রয়োগ করাই সমীচীন বলে মনে করি।

আরো একটি গান হলো 'না জাগিলে সব ভারত ললনা'। এ গানটির সুর হুবহু 'কতকাল পরে ভারত রে' গানের সুরের অনুরূপ। কাজেই এ দুটি গানের মূলটি, 'কতকাল পরে' গানটি—সুরে ও দ্বিতীয়টি আবৃত্তি আকারে পরিবেশনের উপযুক্ত বলে মনে করি।

তৃতীয় গানটি হলো 'স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে।' এইগানের কোনো নির্দিষ্ট সুর আছে বলে জানা নেই। অথচ গানটি সে যুগে বহুবার গাওয়া হয়েছে। সুর প্রতিবারই বন্যাত্রাণের, ভিক্ষাসংগ্রহের সুরের অনুরূপ। কাজেই এই কবিতাটি, দীর্ঘ কবিতাটি, একঘেয়ে কাঁদুনে সুর গাইবার পরিবর্তে আবৃত্তির উপযুক্ত বলে বোধ হয়।

এই তিনটি গান, মাঘোৎসবের আসরে আবৃত্তি আকারে উপস্থাপন করা হলো। তবু অন্য গানের বাছাই নিয়েও দুর্ভাবনা ছিল। গোবিন্দ রায় মহাশয়ের 'নির্মল সলিলে বহিছে সদা'—গানটি সরলা দেবী তাঁর শতগানে নির্দেশ করে গেছেন,—সুর প্রচলিত এবং তা পিলু বারোঁয়া-যৎতালে। স্বরলিপির স্বর সন্ধানে পিলু বারোঁয়াকে খুঁজে পেলেও, এখানে তা দশমাত্রিক ছন্দে ৪।৪।২ বিভাগে সাজানো। এতো প্রচলিত যৎ নয়—যা ১৪ মাত্রার ৩।৪।৩।৪ ছন্দ। আট মাত্রার যৎ আছে যেখানে ২।২।২।২ মাত্রার ছন্দ। দশমাত্রায় আমরা পাই ঝাঁপতাল যেখানে ২।৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ। আর আছে সুরফাঁকতাল —৪।২।৪ মাত্রার ছন্দ। দক্ষিণে মঠতাল নামের দশ মাত্রিক ছন্দ আছে তার ছন্দ বিভাগ সুরফাঁকতালের। আর আছে প্রাচীন মূলতাল যেখানে মাত্রাবিভাগ ২।২।২।২।২! কীর্তনের ঝাঁপতালে দশমাত্রা—যার ঠেকা হলো ধেটে ধাগে নাতে টেতা খিটি। অর্থাৎ এই ছন্দকে ৪।৪।২ ছন্দে আনা যায়। তবু এতো যৎ নয়! অন্যদিকে যেভাবে স্বরলিপিটি সরলাদেবী করে গেছেন, তা যেন চতুর্মাত্রিক একতাল ছন্দের প্রকারভেদ ৪।৪।৪ এর পরিবর্তে লেখা ৪।৪।২! তবু এও যে যৎ নয়।

শুধু গীতসূত্রসারে এক স্থানে বলা আছে, "যৎ কিংবা পোস্তা ও ঝাঁপতাল একই রূপ ছন্দ বলিয়া অনেকের ভ্রম হয়; কারণ উভয়ের তালি প্রস্বন সংখ্যা সমান এবং একটি তালি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ, যতের হ্রস্বতালিটি অপেক্ষা দীর্ঘতালি যেমন একমাত্রা বড়, ঝাঁপতালেও তদ্রূপ। এবং যতের তালি গুলি হইতে ঝাঁপতালের তালি সমূহের কেবল যে একটি মাত্রার কমি বেশি, তাহা বিশেষ পরীক্ষা ব্যতিরেকে অনুধাবন হওয়া দুষ্কর।'—হয়তো একই কারণে চৌদ্দমাত্রার যৎ দশমাত্রায় দাঁড়ায়। অথবা, চতুর্মাত্রিক একতাল শেষ দুটি মাত্রা হারিয়ে সুরফাঁকতাল না হয়ে ভিন্নরূপী যৎ সেজে দাঁড়াতে পারে। আমার দুর্ভাগ্য সরলাদেবীকে এ বিষয়ে তাঁর জীবিতকালে কোনো প্রশ্ন করিনি।[৭]

'বাজরে শিঙা বাজরে' গানটি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সুর দিয়ে ইউরোপিয় পদ্ধতিতে স্বরলিপি এঁকে গীতসূত্রসারে লিপিবদ্ধ করেছেছেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে এই লিপিটি অনূদিত করে প্রকাশ করা হলো। সঙ্গীত প্রকাশিকায় এই গানটির একটি স্বরলিপি দেখা যায়। সেই স্বরলিপি ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল স্বরলিপির প্রভেদ শুধু তিন জায়গায়—যেখানে শুদ্ধমধ্যমকে সঙ্গীত প্রকাশিকা কড়িমধ্যম দেখিয়েছে। 'মাগো যায় যেন জীবন চলে' গানটির আংশিক স্বরলিপি সঙ্গীত প্রকাশিকায় প্রকাশিত, যেখানে আমাদের জানা বরিশালের সুর থেকে যে প্রভেদ চোখে পড়ে, তা কাঠামোয় নয়, অলংকরণে। আমার জানা সম্পূর্ণ গানের সুরটিই এখানে রাখলাম।

সবচেয়ে গোলমেলে হলো সরলাদেবীর 'অতীত গৌরব বাহিনী মমবাণী' গানটি। এই গানের প্রথম স্বরলিপি প্রকাশ হয় শতগানে, ১৩০৭ সালে। স্বরলিপিকার সরলাদেবী। সঙ্গীত প্রকাশিকায় একই গানের স্বরলিপি পাওয়া যায় (৬।১৩১৩)—যেখানে সুরের কাঠামো এক

থাকলেও কোথাও কোথাও সামান্য সুরভেদ আছে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে যখন সম্মেলক কণ্ঠে গানটি গাওয়া হয় তখন স্বয়ং সরলাদেবী শতগান ধরেই আমাদের গান শিখিয়েছিলেন। এর আগে ১৩৩০ সনে শতগানের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে। সেখানেও সংগীত প্রকাশিকার স্বররূপ মানা হলো না। দীপক চৌধুরী ও আমি যখন সরলাদেবীর গানের স্বরলিপি গীতি-ত্রিংশতীতে ধরে রাখি—সেখানে শতগানকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হয়। ঐতিহাসিক কারণে আমাদের এই বইটিতে শতগানের স্বরলিপিকে প্রকাশ করা হলো।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি লিপিবদ্ধ আছে। স্বয়ং দিলীপ রায় (১) দ্বিজেন্দ্র গীতির স্বরলিপিকার। এখানে গোলমাল হবার আশংকা নেই। তবু রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের গান আমরা যেমন শুনেছিলাম, এখন যেন কিছুটা অন্য সুরে শুনি। বিশেষ করে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি। আমাদের চেনাজানা সুরটি মনোরঞ্জন সেনের স্বরলিপি বই 'রজনীকান্তের গান (১ম খণ্ড)'এ ধরা আছে। শুধু এই সুরটি আমাদের বইটিতে ধরা হলো। রজনীকান্তের অন্য গানের সুরের জন্য শ্রীদিলীপকুমার রায় (২) প্রকাশিত কান্তগীতি-লিপির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে 'তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী' গানটির একটি স্বরলিপি মনোরঞ্জন সেনমহাশয় দিয়ে গেছেন।[৮]

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর একটিমাত্র গান 'নমো বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী' আমরা সরলাদেবী পরিচালিত আসরে গেয়ে এসেছি। সেই গানটি গানের ধারায় ভেসে এসেছে। অন্যদিকে মনোমোহন চক্রবর্তীর দুটি গান 'চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে' ও 'কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি'—আমরা গেয়ে এসেছি। দ্বিতীয় গানের সুরে কোনো সংশয় নেই। কারণ জিতেন্দ্র কুশারী ও সতীশ সামন্ত মহাশয়দ্বয় এই সুরেই গান গেয়েছেন ও শুনেছেন। তবে প্রথম গানের যে সুর আমরা জানতাম, 'সঙ্গীত সংরক্ষণ গ্রন্থমালা (প্রথম খণ্ড)' বইটিতে শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তীর কাছে প্রাপ্ত সুর ও তার স্বরলিপি, প্রায় এক হলেও অলংকরণে ভিন্নতা আছে। তবু এই সুর / স্বরলিপিকে প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়ে এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছি।

বাংলাদেশের মহিলা কবিদের মধ্যে যাঁরা দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী ও কামিনী রায় স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায়-এর যে গান দুটি অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পর্বেও আমরা গান করেছি,—সে গান দুটি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হলো।

রবীন্দ্রনাথের কোনো গান বা স্বরলিপি এই বইটিতে প্রকাশ হলো না। হিন্দুমেলা পর্বের মধ্যে, সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে জাতীয় মহাসভার পত্তন পর্বে,—রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখযোগ্য গান রচনা নেই। কিন্তু তারপর জাতীয় মহাসভার আরম্ভ থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত পর্যায়ে তিনি দেশাত্মবোধক গান রচনা শুরু করলেন ; বোধকরি সে গানের সার্থক চল হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে। দুর্গা প্রতিমাকে ভিত্তি করে যখন বিভিন্ন লেখক নানা গান রচনা করে চলেছেন, ভারতের অতীত গৌরবের কথা গানে যখন রোমন্থন হয়ে চলেছে, সেই সময়ে তিনি একটি গান লেখেন, 'ঐ ভুবন মন মোহিনী'। এই গানটিকে পরবর্তীকালের অনেক গানের বীজ বলে ধরতে পারি। আবার সত্যাগ্রহ ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্বে যখন সহিংস ও অহিংস আন্দোলনের জন্য পথ তৈরি হলো, তখন দেশাত্মবোধক গান খুব কমই রচিত হয়েছে। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। 'জনগণমন অধিনায়ক' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান দুটি এ পর্বে লেখেন রবীন্দ্রনাথ। আর কাজি লেখেন, 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানটি,—যে গান পরে সে আমলে নিষিদ্ধ হলো। রবীন্দ্রনাথের গান বাদ দিয়ে দেশাত্মবোধক গানের সংকলন সম্পূর্ণ হয় না। তাই তাঁর গান সংকলনে না দিয়েও, সেই গান ও স্বরলিপির নির্দেশ সূচী দেওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথের গান বাছাইয়ের সময় শ্রদ্ধেয় সতীশ সামন্ত মহাশয়ের চিন্তা ও ইচ্ছাকে

এখানে মর্যাদা দিলাম।

সে যুগে অনেক গানের স্বরলিপির মাথায় ত্রিতাল বা একতাল লেখা থাকলেও, সমাজে অথবা সম্মেলক গানে সে সব গান গাওয়া হতো কাহারবা বা দাদরায়। দিলীপকুমার রায় (১) তাঁর দ্বিজেন্দ্রগীতি স্বরলিপিতে প্রচলিত একতাল ছন্দকে ত্রিমাত্রিক দাদরা ছন্দে রূপান্তরিত করেছেন। সরলাদেবীও সম্মেলক গানের সময় কাহারবা বা দাদরায় গান পরিবেশন করাতেন। মনে হয়, সে যুগে শতাধিক গায়ক গায়িকাদের পক্ষে -যাদের খুব কমসংখ্যক জনেরই সংগীতে দীক্ষা ছিল,—এই কাহারবা বা দাদরা তালই সহজ ছিল।

আরো দেখেছি, সরলাদেবী একককণ্ঠে বন্দেমাতরম অথবা নিজের রচনা গান যখন গাইতেন, তখন অনেক সময় শতগানে প্রকাশিত স্বরলিপি-অতিরিক্ত কিছু অলংকরণ দিতেন। সম্মেলক গানের সময় এ জাতীয় অলংকরণ শেখানিনি। তিনি সঙ্গীত প্রকাশিকায় প্রকাশিত স্বরলিপির সাহায্যে আমাদের গান শেখান নি। তা-ছাড়া সংগীত প্রকাশিকার স্বরলিপি ১৯২০-২১ সালে সহজলভ্যও ছিল না। সংগীত প্রকাশিকায় স্বরলিপি সাধারণত সমাজেই প্রচলিত ছিল; শতগান বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি বই এর মতো বিচিত্র গামী ছিল না।—তবু পুরনো দিনের গানের সুরের জন্য সংগীত প্রকাশিকা বা আনন্দ সংগীত পত্রিকার স্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। তবে সেখানে সুরের সঠিক রূপ ধরা আছে কি না সে সংশয় আমার আছে।[১]

পরিশেষে যে ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুর কানে নিয়ে আমি স্বদেশী যুগে পা ফেলেছিলাম, সেই ছড়া ক'টি এই সংকলনে দেওয়া হলো। এই ছড়া গাইবার একটি প্রচলিত সুর আছে। তারও একটি স্বররূপ দেবার চেষ্টা হলো।

অসুস্থ শরীর নিয়ে এই কাজটি করে চলেছি। জানি না, শেষ করে উঠতে পারব কি না। তবু দীর্ঘজীবনের অগণন গুরুদের এই বই মারফত আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবার প্রায়াসী হলাম। নীহারবিন্দু সেন

[অনুলেখক : সাধন দাশগুপ্ত]

টিকা—

(১) নীহারবিন্দু সেন বন্দেমাতরম্ গানের যে সুর কৈশোরে শুনেছিলেন, তা বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের সুর। এই সুরটি সংগীত প্রকাশিকায় (ফাল্গুন ১৩১৩) প্রকাশিত হয়েছিল ; এখানে স্বরলিপিকারের নাম নেই। এই সুরটি সংকলনে দেওয়া হলো।

(২) নীহারবিন্দু সেন-কে 'মহাজন' সম্পর্কে কিরণশশি দে মহাশয় যে কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ দে মহাশয় প্রণীত 'রবীন্দ্র সংগীতে প্রামান্য সুর প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বিধৃত আছে।

(৩) পাশ্চাত্য স্বরলিপির একটি প্রকারভেদ রেকর্ড-রেডিও জগতে প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। এটিকে বলা হয় শর্ট হ্যান্ড নোটেশন। শোনা যায় দেবকণ্ঠ বাগচি মহাশয় এটির স্রষ্ঠা। তবে দুর্গা সেন থেকে বিমলভূষণ প্রমুখ অনেকেই এই স্বরলিপির প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। কাজী নজরুল এই স্বরলিপি খুব ভালভাবে জানতেন। এই পদ্ধতিতে প্রথম যুগে তিনি তাঁর গানের স্বরলিপিও করে থাকতেন। সে স্বরলিপির আকার মাত্রিক অনুবাদ জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪২-৪৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বরলিপি-কারের নাম সর্বত্র ছিল না। নীহারবিন্দুর অনুমান স্বরলিপিকার স্বয়ং নলিনীকান্ত সরকার। তবে এসম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভারতবর্ষে প্রকাশিত নজরুলের গানের স্বরলিপি ক'টি তাঁর গানের আদি স্বররূপ প্রকাশ করে গেছে।

(৪) 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির ইন্দিরাদেবী কৃত একটি স্বরলিপি সংগীত প্রকাশিকায় (আষাঢ়, ১৩১৫) প্রকাশিত। এখানে সুর ও তাল যথাক্রমে খাম্বাজ-একতাল। প্রচলিত সুর তাল হলো আলাহিলা-বিলাবল/দাদরা। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটির যে সুরতাল সংগীত প্রকাশিকায় (শ্রাবণ, ১৩১৫) দেখা যায় সেখানে প্রচলিত মিশ্র কেদারা/দাদরা সুরতালের পরিবর্তে দেখা যায় বেহাগ-খাম্বাজ/একতাল। প্রসঙ্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুগান সংগীত প্রকাশিকা ও আনন্দ সংগীত

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ;—স্বরলিপিকার জ্ঞানপ্রিয় মিত্র। বর্তমানের সুরের থেকে ঐসুরের প্রভেদ দেখা যায়।

(৫) বিপ্লবী জিতেন্দ্রকুশারী মহাশয়ের জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে, মৃত্যু ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে পড়ার সময় তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাসাবাটিতে থাকতেন। অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র সরলকুমার মিত্রের একান্ত সুহৃদ ছিলেন তিনি। যুগান্তর সমিতির সভ্য, সুগায়ক জিতেন্দ্র কুশারী মহাশয়ের আত্মজীবনী 'পাথেয় সন্ধানে' বরিশাল সেবা সমিতি থেকে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি বরিশাল থেকে নীহারবিন্দুর পৈত্রিক বাড়ি মুন্সিগঞ্জে প্রায়ই আসতেন।

(৬) সরলাদেবী একক কণ্ঠে যখন বন্দেমাতরম্ গাইতেন, সেখানে কিছু অতিরিক্ত অলংকরণ থাকতো, যার উল্লেখ নীহারবিন্দু পরে করেছেন। সংগীত প্রকাশিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) সরলাদেবী কৃত বন্দেমাতরম্ গানের যে স্বরলিপি দেখা যায় তা শতগান থেকে সামান্য আলাদা। হয়তো বা এই সুর সরলাদেবীর এককগানের সুর। এই সুর যেন স্বরবিতান ৪৬-এ প্রকাশিত সুরের আদি-রূপ। ঐতিহাসিক কারণে এই স্বরলিপিটি প্রকাশ করা হলো।

(৭) সংগীত প্রকাশিকায় (ভাদ্র ১৩১৫), 'নির্মল সলিলে বহিছে সদা' গানটির যে স্বরলিপি পাওয়া যায়, সেখানে স্বররূপ এক থাকলেও তাল সুরফাঁকতাল। অর্থাৎ ৪।৪।২ বিভাজনের পরিবর্তে ৪।২।৪ বিভাজন।

(৮) 'তব চরণ নিম্নে' গানটির একটি স্বরলিপি আনন্দ সংগীত পত্রিকায় (জৈষ্ঠ ১৩২৬, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কৃত) পাওয়া যায়। এই স্বরলিপি মোটামুটি মনোরঞ্জন সেন মহাশয়ের স্বরলিপির সঙ্গে মিল টানে। 'বলো বলো বলো সবে' গানটির একটি স্বরলিপি সংগীত সংঘের ছাত্রী অরুন্ধতী সরকার আনন্দ সংগীত পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩১৩) প্রকাশ করেছেন। কাকলির সুরের থেকে এখানে সামান্য প্রভেদ দেখা যায়।

(৯) সংগীত প্রকাশিকা ও আনন্দ সংগীত পত্রিকার বিভিন্ন কপি প্রখ্যাত সেতারী বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। নীহারবিন্দুর সঙ্গে তিনিও দেশাত্মবোধক গানের ধারার পরিকল্পনায় উৎসাহী ছিলেন।

ভাষ্য

একটা পরাধীন জাতির আত্মচেতনা যখন উদ্বুদ্ধ হয়—জাতীয় জীবনের নানা দিক দিয়ে তার প্রকাশ স্ফুরিত হয়। বাংলার তথা ভারতের এই নূতন জীবনের অভ্যুদয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে—বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। আমরা যে আজ স্বাধীন হয়েছি—সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রস্তুতি পর্ব। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকা কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা অশিক্ষিত জাতিকে নূতন পথ দেখাতে যাঁরা এসেছিলেন, এই বাংলাদেশে তাঁরা সবাই জন্মেছিলেন এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় প্রগতির পথে এগিয়ে দিতে, রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে এইসব মনীষীদের নিঃস্বার্থ অবদান অবিস্মরণীয়। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে একে একে বহু মনীষী জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে নানাভাবে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা সবাই আমাদের প্রণম্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাতির জীবনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয়নি। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। সাহিত্য কিংবা সঙ্গীত কোনো ক্ষেত্রেই তার কোনো নজির নেই। রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল সমাজ-সংস্কারকের ও ধর্মীয় বিপ্লবীর। তাঁর পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের প্রত্যেকের ভূমিকাই ছিল তাই। এ ছাড়া শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও এঁদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু দেশাত্মবোধ বলতে আমরা যা বুঝি তার চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় ঐ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষভাগে. সিপাহী বিদ্রোহের সময়, অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। তারপূর্বে ইতিহাসের পাতায় আমাদের পুরাতন ঐতিহ্য ও নানা বীরত্বের কাহিনীই কেবলমাত্র বিভিন্ন রচনায় বিধৃত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে হিন্দুমেলার যুগ থেকে। সম্ভবত এই সময় থেকেই বাংলাদেশে স্বাধীনতার জন্য সুপ্ত চৈতন্যের প্রথম উন্মেষ সাধিত হয়।

বলা যায়, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা ভাষায় একটিও দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়নি। অবশ্য এর পর থেকে বাংলাদেশে অসংখ্য কবি ও গীতিকার মিলে দেশাত্মবোধক গানের ভিতর দিয়ে তাঁদের মনের বিচিত্র অনুভূতিকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কোথাও বোধহয় তার তুলনা নেই। পরাধীনতার বেদনা ও অপমান তাঁদের মনকে যেভাবে ক্লিষ্ট করেছে—এই গানগুলির ভিতর দিয়েই তার প্রকাশ। আমাদের এই বাংলার কত সোনার টুকরো ছেলে তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মবলি দেবার জন্য দিশেহারা হয়ে ছুটে গিয়েছে। এই সব গানগুলিকে কেবলমাত্র কাব্য হিসেবে বিচার করলে ভুল করা হবে। এই গানগুলিই ছিল আমাদের সাধনার মন্ত্র, আমাদের সংগ্রামের অস্ত্র।

রচনার দিক থেকে কালক্রমিক উপস্থাপন হয়তো রস-সৃষ্টিতে একটু ব্যাঘাত ঘটাবে। কিন্তু এর ঐতিহাসিক ও শিক্ষাগত মূল্য অনুধাবনযোগ্য।

বাংলার দেশাত্মবোধক গানের বিরাট ভাণ্ডারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে জাতীয় মহাসভার পত্তন পর্যন্ত, বিশেষ করে হিন্দুমেলার যুগে রচিত গানগুলি, (২) জাতীয় মহাসভার আরম্ভ থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত; (৩) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে ভিত্তি করে রচিত দেশাত্মবোধক গানের বিচিত্র সংকলন, এবং (৪) পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গান।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "ভারত-সংগীত" কবিতাটির অংশবিশেষ সুরারোপিত হয়ে প্রথম দেশাত্ম-বোধক সংগীত হিসেবে প্রচারিত হয়।

কবিতাটি রচিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। এই গানে সুর দিয়েছিলেন বিখ্যাত গুণী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গানে বিলিতি সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। কবি হেমচন্দ্র ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে।

১। বাজরে শিঙা (গান)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এবং তার মৃত্যু হয় ১৮৮৭ সালে। তিনি কবি হেমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে বড় হলেও তাঁর সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হয় দেরিতে। নিম্নে উল্লিখিত গানটি রঙ্গলাল রচনা করেন হেমচন্দ্রের ভারত সংগীতের পরে।

২। স্বাধীনতা হীনতায় (আবৃত্তি)

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর রচিত নিম্ন উল্লিখিত গানটি এক সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেক সুরকারই তাঁর এই সুর গ্রহণ করে সংগীত রচনা করেছেন।

৩। কতকাল পরে (গান)

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ সালে, মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে ১৮৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বিধৃত তাঁর "বন্দেমাতরম্" মাতৃবন্দনাটি সুরারোপিত হয়ে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। এই মন্ত্র উচ্চারণে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দেশের কত ছেলেমেয়ে যে শহীদ হয়েছে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা সহজ নয়। বলা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই গানটিতে সুর দিয়েছিলেন; তবে এর প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবীর দেওয়া সুরটিই সেকালে প্রচলিত ছিল।

৪। বন্দেমাতরম্ (গান)

ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর রচিত নিম্নে উল্লিখিত গানটির সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বলে মনে করা হয়। শতগানেও সে প্রমাণ আছে।

৫। মিলে সবে ভারত সন্তান (গান)

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁর রচিত "না জাগিলে সব ভারত ললনা" গানটিও এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল। গানটির সুর গোবিন্দচন্দ্রের "কতকাল পরে" গানটির অনুকরণে রচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বঙ্গ-সংস্কৃতির একজন বিরাট উদ্যোগী পুরুষ। কি সাহিত্যে, কি সংগীতে, কি অভিনয়ে, তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। দেশের যে কোন মহৎ প্রচেষ্টায় তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। হিন্দুমেলার বিরাট পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। তাঁর রচিত সংগীত "চলরে চল সবে ভারত সন্তান" গানটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশবাসীর মনে প্রচুর উন্মাদনার সৃষ্টি করতো। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ে তপস্যায় রত ছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬। চলরে চল সবে ভারত সন্তান (গান)

১৮৮৫ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার প্রথম পত্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন নবীন যুবক। অগ্রজদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কংগ্রেসের একজন উৎসাহী সভ্য হলেন। তার পূর্বেই তিনি কবি ও গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রথম যখন কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়—রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গানটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন তৎকালীন কংগ্রেসের নীতি হল, ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করে কিছু সুবিধা আদায় করা। এই ভিক্ষা প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হল না। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন

সেকালে বিশেষ বিশেষ সভাসমিতিতে রবি ঠাকুরের উদ্বোধনী গান একটি আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। তেমনি কংগ্রেসের একটি ঘরোয়া বৈঠকে যখন প্রারম্ভিক গান গাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হলো—রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন না। কিন্তু বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে না গিয়েও পারলেন না। যাবার আগে একটি গান রচনা করে নিয়ে গেলেন এবং গানটি গেয়েই তিনি উঠে চলে এলেন। সেই গানের পর, কংগ্রেস সংগঠনের রূপ অনেক বদলে গেল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ সময়ের

মধ্যে তিনি দেশাত্মবোধক গানের এক অমূল্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। তবু সেই বিশেষ গানটির মূল্য অপরিসীম।

৭। আমায় বোল না গাহিতে (গান)

এই সময় থেকে একদিকে যেমন কংগ্রেস সংগঠনের রূপ বদলে যেতে থাকে, অপরদিকে জনসাধারণের মনেও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠে। আমাদের সাহিত্য, সংগীতে, নাট্য রচনায় ও অভিনয়ে দেশের প্রতি মমত্ববোধ যেন উৎসারিত হয়ে উঠতে লাগল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল, রাজনারায়ণ বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাগণ কংগ্রেসের হাল ধরলেন। লাল-পাল-বালের ত্রিমুখী অভিযানে তখন সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্বেলিত। পাঞ্জাবের লাল অর্থাৎ লালা লাজপত রায়, বাংলার পাল অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র পাল এবং মহারাষ্ট্রের বাল অর্থাৎ বালগঙ্গাধর টিলক, এদের নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েছে। ঠিক এই সময়ে বাংলার বুকে কুঠারঘাত করতে চাইলেন কার্জন সাহেব। চাইলেন বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে। গর্জে উঠলো বাংলার মানুষ। শুরু হয়ে গেল ইংরেজ তাড়াবার নানা পরিকল্পনা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বরিশাল শহর ছিল পীঠস্থান। বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত তখন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ইতিহাস রচনা করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ভিত্তি করে বরিশালে তাঁর কর্মতৎপরতা ও দেশাত্মবোধক চেতনাকে দেশের লোকের মনে জাগিয়ে তোলার বিচিত্র কল্পনাগুলি আজ কাহিনীর মতো শোনাবে। তিনি ছিলেন একাধারে দেশনেতা, ধর্মগুরু, কবি ও সাহিত্যিক।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে তাঁরই আমন্ত্রণে সেবার বরিশালে জাতীয় মহাসভার প্রাদেশিক সম্মিলনীর অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। বাঙলার সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিগণ এসে সমবেত হয়েছেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, রাজনারায়ণ বসু কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ প্রভৃতি দেশনেতাগণ এসেছেন মূল অধিবেশনে যোগ দিতে। রবীন্দ্রনাথ আসবেন ত্রিপুরা থেকে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে। উৎসাহ উদ্দীপনায় বরিশাল শহর সরগরম। হঠাৎ ছোটলাট ফুলার সাহেবের নির্দেশে বরিশালের তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করলেন। এ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ সেই আদেশ অমান্য করে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন "বন্দেমাতরম্"। সেদিন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সার্জেন্টদের যে নির্মম অত্যাচার চলেছিল বরিশালের জনসাধারণের উপর তার তুলনা মেলা ভার। শুনেছি কিশোর যুবা চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা মার সহ্য করতে না পেরে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মুখে তাঁর "বন্দেমাতরম" ধ্বনি সোচ্চার ছিল।

অপমানিত হলেন অশ্বিনীকুমার প্রমুখ নেতারা। সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে গ্রেপ্তার করা হলো। সুরেনবাবুকে যখন গ্রেপ্তার করে ঘোড়ার গাড়ি করে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে তাঁর স্বরচিত গান গাইতে গাইতে চললেন—

"মাগো যায় যেন জীবন চলে,
জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে" ..

অত্যাচারের হাত থেকে তিনিও নিষ্কৃতি পাননি।

এই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন—জন্মেছিলেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে ১৯০৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বরিশালের ঘটনার মাত্র এক বৎসর পর। অনেকে বলেন তাঁর মৃত্যু শ্বেতাঙ্গ পুলিশের অত্যাচারেরই ফল।

৮। মাগো যায় যেন জীবন চলে (গান)

দেশের লোকের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারের বিচিত্র পরিকল্পনার একটি নিদর্শন হলো—গত ১৯৭৯ সালের পূজা সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত পাঁচটি "ঘুমপানি ছড়া"। তার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত ছড়াগুলি সংকলন করেছেন আমার দিদি কুসুমকণা সেন।

যেমনই পরিকল্পনা—তেমনই ছড়ার রচনাশৈলী। প্রাজ্ঞজনের দৃঢ় বিশ্বাস এই ছড়াগুলি সব অশ্বিনী কুমারের রচনা। এবং এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করে শিশুদের ঘুম পাড়ানোর প্রয়োজন এখনও রয়েছে।

অশ্বিনীকুমারের আর একটি পরিকল্পনার কথা বলছি। মুকুন্দদাসেব নাম বোধহয় অনেকে শুনেছেন। এই মুকুন্দদাস প্রথম জীবনে ছিলেন ভবঘুরে। মুকুন্দদাস অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে, দেশাত্মবোধক গান গেয়ে দেশের লোককে মাতিয়ে তোলার জন্য চারণ কবির কাজে নিয়োজিত করলেন। তাঁর জন্য অশ্বিনীকুমার ও বরিশালের অন্যতম কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনেক গান রচনা করে দিলেন। মুকুন্দদাস নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করেছেন। পরে তিনি ভ্রাম্যমান যাত্রার দল সংগঠিত করে সামাজিক, দেশাত্মবোধক রূপক নাট্য অভিনয় করে বেড়াতেন। অশ্বিনীকুমারের জন্ম ১৮৫৬ সালে এবং মৃত্যু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে।

৯। শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ (গান)

অশ্বিনীকুমারেরই সমসাময়িক অপর একজন বিস্মৃত-প্রায় দেশাত্মবোধক সংগীত রচয়িতার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাস। এই গ্রাম্য কবি যেমন ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক, তেমন অকুতোভয় ও স্পষ্ট বক্তা। গোবিন্দ দাস জন্মেছিলেন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ও তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। নিম্নের বিখ্যাত গানটি তাঁর রচনা।

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয় (আবৃত্তি)

বরিশালের ঘটনায় সমস্ত দেশে আগুন জ্বলে উঠেছে। দেশাত্মবোধক সংগীত রচনার যেন বান ডেকে গেল। "বন্দেমাতরম" নিষিদ্ধ হবার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন অখ্যাত কবি নিচের গানটি লিখেছিলেন। এই কবির নাম কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য। তাঁর বিষয়ে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১০। শাসন সংযত কণ্ঠ জননী (গান)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ এত বিচিত্র ও উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেছেন, যে, কেবলমাত্র দেশাত্মবোধক গান রচনা করেই তিনি বিশ্বকবি হতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে একটি গানের কথা উল্লেখ্য।

একবার বিপিনচন্দ্র পাল, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতাগণ পরিকল্পনা করলেন যে, সেবার দুর্গোৎসবের সময় মা দুর্গার প্রতিমাকে ভারতমাতার প্রতীক হিসেবে রূপদান করে প্রতি ঘরে ঘরে সেই প্রতিমার অর্চনা করা হবে। আর প্রত্যেক মণ্ডপে সেই উপযোগী একটি গান গাওয়া হবে। নেতারা সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন গানটি রচনা করে দিতে। রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। প্রথমত, আমি একেশ্বরবাদী, প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস করি না। রচনায় আমার অন্তরের সমর্থন থাকবে না—আর তার জন্য গানে উপযুক্ত আবেগ সঞ্চারিত হবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুদের নয়। বহুজাতির ও ধর্মের সমন্বয়ে যে দেশ গঠিত—সেই দেশকে দুর্গা প্রতিমার প্রতীক বলে কি করে কল্পনা করি?

কিন্তু নেতারা নানা যুক্তি দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিকে খণ্ডিত করে গানটি লিখে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন এই গানটি।

১১। ঐ ভুবন মনমোহিনী। (গান)

বাংলাদেশের মহিলা কবিদের মধ্যে যাঁরা দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন।—তাঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, সরলা দেবী চৌধুরাণী স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন চলছে তখন শারদীয়া পূজাকে ভিত্তি করে "বীরাষ্টমী" উৎসব প্রবর্তন করেন সরলাদেবী। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, কুচকাওয়াজ প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। অষ্টমী পূজার দিন এই ব্রত প্রতি বাঙালির ঘরে ঘরে পালিত হতো। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছেলে মেয়েদের মনে সাহস সঞ্চার করা ও চিত্তকে শৌর্য বীর্যের ভাবে অনুপ্রাণিত করা। এই বীরাষ্টমী উৎসবে সমবেত কণ্ঠে গাইবার জন্য তিনি রচনা করেছিলেন "অতীত গৌরব বাহিনী" গানটি। মা দুর্গাকে ভারত-

জননী কল্পনা করে এই মহিয়সী মহিলা আর একটি গান রচনা করেছিলেন—"বন্দি তোমায় ভারত-জননী / বিদ্যা-মুকুটধারিণী"। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে গাইবার জন্য তিনি দুটি গান রচনা করেছিলেন। গান দুটি হলো "জয় যুগ আলোকময়" ও "মন্ত্র-স্তব্ধ-জড়-কণ্ঠ রুদ্ধ তেত্রিশ কোটি আজি হও প্রবুদ্ধ"। সরলাদেবী জন্মেছিলেন ১৮৭২ সালে ও তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৫ সালে।

১২। অতীত গৌরব বাহিনী (গান)

জয় যুগ আলোকময় (গান)

কত অজ্ঞাত কবি যে আমাদের দেশাত্মবোধক আন্দোলনের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীত রচনা করে দেশের লোকের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছেন তার নিরূপণ করা কঠিন। সেই সব হারিয়ে যাওয়া কবিদের স্মরণ করছি ও প্রণাম নিবেদন করছি। এঁদের মধ্যে একজন অজ্ঞাত কবির একটি গানের পটভূমি অত্যন্ত করুণ। মাণিকতলা বোমার মামলার আসামীরা তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী। তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু এবং আরো অনেকেই ছিলেন। শোনা গেল তাঁদের গোপন আস্তানার যে খবর ফাঁস করে দিয়েছে সেই কুখ্যাত নরেন গোঁসাই এসেছেন জেল হাসপাতালে। তক্ষুনি পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী কাঁঠালের মধ্যে পুরে একটি রিভলবার চালান করলেন জেলের অভ্যন্তরে। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু অসুখের ভান করে গেলেন জেল হাসপাতালে এবং প্রথম সুযোগেই নরেন গোঁসাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দিলেন। অসম সাহসিক দুটি যুবকের এই দুর্জয় কাহিনীর কথা শুনে সমস্ত বাঙলাদেশ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। পরিণামে যা হবার তাই হলো—কানাইলালের ফাঁসি। তাঁর ফাঁসির দিন কোনো গৃহস্থের ঘরে উনন ধরেনি। সবাই অরন্ধন পালন করে উপবাসী রইলেন। সেদিন বাঙালির অশ্রুজলে বন্যা ডেকে গিয়েছিল। শহীদ কানাইলালের মরদেহ যখন প্রজ্জ্বলিত চিতায় শায়িত—চারটি ছেলে চিতার সামনে দাঁড়িয়ে এক অজ্ঞাত কবির রচিত নিচের গানটি পরিবেশন করেছিল—

১৩। হে অমর নবসন্ন্যাসী (গান)

কিছুদিন পর সত্যেন বসুরও ফাঁসি হয়। কিন্তু কানাইলালের মৃত্যুতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র বাঙালির মনে—এরপর আবার সত্যেনের মরদেহ জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে সাহস পাননি ব্রিটিশ সরকার।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ভিত্তি করে আরো বহু খ্যাত ও অখ্যাত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচয়িতা আমাদের আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম সর্বজন পরিচিত। এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ সালে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৩ সালে। তাঁর এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে বিভিন্ন রচনার ভিতর দিয়ে দেশকে তিনি অনেক কিছু সম্পদ দিয়ে গেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান এবং নাট্য রচনা এক সময়ে জাতির মনে তীব্র আলোড়ন জাগিয়েছিল। তাঁর গানগুলি তখন লোকের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হতো।

১৪। ধনধান্যে পুষ্পেভরা (গান)

এরপরই নাম করতে হয় কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের। ইনি জন্মেছিলের ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১৯১০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। এরমধ্যে আবার দীর্ঘদিন তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং রসিক ছিলেন। বিভিন্ন পর্যায়ের গান তিনি অনেক লিখেছিলেন, তারমধ্যে নিচেরটি অন্যতম।

১৫। আমরা নেহাত গরীব (গান)

অতুলপ্রসাদ সেনের গান বর্তমান যুগেও শিল্পীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। অতুলপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীত রচনার ভিতর দিয়েই মানুষের মনে তাঁর আসন বিছিয়ে বসেছেন। তিনি যে কটি দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন, সবকটিই বেশ জনপ্রিয়। কবি জন্মেছিলেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সমগ্র রচনা ব্রাহ্মসমাজকে দান করে গেছেন। বহুপরিচিত স্বদেশ পর্যায়ে তাঁর রচিত অন্যতম গান—

১৬। উঠ গো ভারতলক্ষ্মী (গান)

বাঙলাদেশের অপূর্বরূপ বর্ণনা করে আমাদের দেশের একটি তরুণ কবি যে গানটি রচনা করেছিলেন, সেই গানের রচয়িতা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মেছিলেন ১৮৮২ সালে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগেই মাত্র ৪০ বছর বয়সে ১৯২২ সালে তিনি চলে যান। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটি গান—

১৭। কোন দেশেতে তরুলতা (গান)

স্বদেশী যুগে আর একজন সংগীত রচয়িতার গান সে যুগের স্বেচ্ছাসেবকদের শোভাযাত্রার সময় খুব বেশী গাওয়া হতো। গানটির রচনায় এবং সুরে একটা বলিষ্ঠ রূপ আছে। রচয়িতা আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিত। তিনি বহুদিন সমাজে আচার্যের কাজ করেছেন এবং দেশাত্মবোধ গান ছাড়াও তিনি বহু ধর্ম সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গানগুলির বিষয়বস্তু এবং কাব্য সৌন্দর্য গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ ও সুন্দর। এই কবির জন্ম ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৯১৮ সালে। তাঁর সেই গান—

১৮। কাঁপায়ে মেদিনী (গান)

স্বদেশী যুগে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যবর্তী কয়েকটি বৎসরকে আমি নব-প্রস্তুতির যুগ বলি। এই সময়ের মধ্যে আমাদের নেতাদের ও জনসাধারণের দৃষ্টি-ভঙ্গীরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেশের অনেক শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি মুখ ফেরান। কিন্তু সাধারণভাবে স্বাধীনতার জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠলো। অহিংস ও সহিংস দুইটি আন্দোলনের জন্যই পথ তৈরি হতে লাগলো এই সময়ে। প্রকাশ্যে অহিংস ও গোপন পথে সহিংস। এই সময়ের মধ্যে দেশাত্মবোধক গান খুব কমই রচিত হলো। একমাত্র বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের লেখনী কখনই স্তব্ধ হয়নি। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের গানগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে—কিন্তু স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনা চলেছে তাঁর সারা জীবন ধরে। এই সময়েই তিনি রচনা করেন আমাদের বর্তমান জাতীয় বন্দনা গীতি "জনগণমন অধিনায়ক" গান ও "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটি।

অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নূতন কবি ও গীতরচয়িতা বহু গান রচনা করেন। হরিদাস হালদার নামক এক স্বল্প পরিচিত বিপ্লবী কবির নিচের গানটিতে দেশপ্রেমের নিবিড় অনুভূতি গভীরভাবে ফুটে উঠেছে—

১৯। স্বদেশের ধূলি (গান)

প্রস্তুতিপর্ব থেকে কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু তাঁর লেখনী অস্ত্র নিয়ে খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি কখনই তাঁর কবিতায়, গানে বা অন্যান্য রচনায় ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত করতে ছাড়েননি। তাঁর অনেক বই বাজেয়াপ্ত ও অনেক গান প্রকাশ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তার মধ্যে একটি উল্লেখ করে এই প্রবন্ধের ইতি টানছি—

২০। কারার ঐ লৌহকপাট (গান)

নীহারবিন্দু সেন

[এটিই নীহারবিন্দু পরিচালিত শেষ অনুষ্ঠানের ভাষ্য রূপ]

স্বরলিপি

ক্রম তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	রচয়িতার নাম		গান	স্বরলিপিকার	উৎস
১	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)		বন্দেমাতরম্	সরলা দেবী নীহারবিন্দু সেন	শতগান/গীতিত্রিংশতী
২	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)		স্বাধীনতা হীনতায়	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় নীহার বিন্দু	গীতসূত্রসার
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)		বাজরে শিঙ্গা বাজ এইরবে	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় নীহারবিন্দু	গীতসূত্রসার/সংগীত প্রকাশিকা বৈশাখ ১৩১৪
৪	গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৬)	i)	কতকাল পরে বল ভারতরে	সরলাদেবী নীহারবিন্দু	শতগান
		ii)	নির্মল সলিলে বহিছে সদা	সরলা দেবী নীহারবিন্দু	ঐ
৫	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)		মলিন মুখ চন্দ্রমা	সরলা দেবী নীহারবিন্দু	ঐ
৬	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)		মিলে সবে ভারত সন্তান	সরলা দেবী নীহারবিন্দু	শতগান/সংগীত প্রকাশিকা পৌষ ১৩১১
৭	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪- ?)		না জাগিলে সব ভারত ললনা	'কতকাল পরে ভারতরে' সুরের অনুরূপ	
৮	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)		চল্‌রে চল্ সবে	সরলা দেবী নীহারবিন্দু	শতগান/সংগীত প্রকাশিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪
৯	স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২)		কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে	সরলা দেবী নীহারবিন্দু	শতগান
১০	গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৭)		স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে	আবৃত্তির উপযুক্ত	
১১	অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)		শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ	নীহারবিন্দু সেন	নীহারবিন্দু সেন
১২	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭)		মাগো যায় যেন জীবন	নীহারবিন্দু সেন	নীহারবিন্দু/সংগীত প্রকাশিকা চৈত্র ১৩১৩
১৩	কামিনীকুমার ভট্টাচার্য (?)		শাসন সংযত কণ্ঠ জননী	ঐ	নীহারবিন্দু সেন

১৪	মনোমোহন চক্রবর্তী (১৮৬২-১৯১৮)	i) চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে	প্রফুল্ল দাস	সংগীত সংরক্ষণ গ্রন্থমালা
		ii) কাঁপায়ে মেদিনী	নীহারবিন্দু সেন	নীহারবিন্দু সেন
১৫	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	i) বঙ্গ আমার জননী আমার	দীলিপকুমার রায় (১)	দ্বিজেন্দ্রগীতি
		ii) ধন্যধান্যে পুষ্পেভরা	ঐ	ঐ
		iii) যেদিন সুনীল জলধি হইতে	ঐ	ঐ
১৬	কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)	শুনে যা আমার মধুর স্বপন	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	হারমোনিয়াম শিক্ষা
১৭	রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)	i) মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়	মনোরঞ্জন সেন	রজনীকান্তের গান (১ম খণ্ড)
		ii) আমরা নেহাত গরীব	দীলিপকুমার রায় (২)	কান্ত গীতলিপি
		iii) তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী	ঐ	ঐ
১৮	অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)	i) বল বল বল সবে	সাহানা দেবী	কাকলি-৫
		ii) উঠগো ভারত লক্ষ্মী	সরলা দেবী সাহানা দেবী	শতগান/কাকলি-৫
		iii) হও ধরমেতে ধীর	সাহানা দেবী	কাকলি-৫
১৯	সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)	i) অতীত গৌরব বাহিনী	সরলা দেবী নীহারবিন্দু	শতগান/গীতিত্রিংশতী সংগীত প্রকাশিকা ৬।১৩১৩
		ii) বন্দি তোমায় ভারত জননী	সরলা দেবী	শতগান/গীতি ত্রিংশতী
		iii) মন্ত্রস্তব্ধ জড় কণ্ঠ রুদ্ধ	নীহারবিন্দু	গীতি ত্রিংশতী
		iv) জয়যুগ আলোকময়	ঐ	ঐ
২০	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯)	নমো বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	গান
২১	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)	কোন দেশেতে তরুলতা	নীহারবিন্দু সেন	নীহারবিন্দু সেন
২২	হরিদাস হালদার	স্বদেশের ধূলি	ঐ	ঐ
২৩	অজ্ঞাত	হে অমর নব সন্ন্যাসী	ঐ	ঐ
২৪	কাজিনজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	i) কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজি অনিরুদ্ধ ইসলাম	'কারার ঐ লৌহ কপাট'
		ii) ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল	অজ্ঞাত	নীহারবিন্দু সেন বিমলভূষণ
		iii) গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী	জগৎ ঘটক	সুরলিপি

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুর : রবীন্দ্রনাথ ও সরলাদেবী দেশ/কাওয়ালি, মধ্যলয়

বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

I র্সা -া র্সা -া I -া -া ণর্স র্রর্সা | নধা পা পা ধপা I মপা মগা গরা -া |
ব ন্ দে ০ ০ ০ ০০ ০● ০০ ০ মা ০০ ০০ ত০ র ম্

I -া -া -া -া I মা রা মা -া | গমা পা মপা ধা I -পধা -ণা -ধণা র্সা |
০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০

I ণর্সা র্রা র্রা র্সা I র্সর্রর্স ণা ধপা মা | পা -া -া -া I র্সা -া -া -া |
●০ ০ ০ ত র০০ ০ ০০ ০ ম্ ০ ০ ০ ব ০ ০ ন্

I না র্সর্রর্সা ণা ণধা I পা ধপা -মপা -মগা | গরা -া -া -া II
দে ০০০ ০ ০০ মা ০০ ০০ ত০ ব০ ০ ০ ম্

II রা মা মা -া | -া গা রা গা I রসা ন্া সা সা | সা সা -া -া I রা রা মা মা |
সু জ লা ০ ০ ম্ সু ফ লা০ ০ ম্ ০ ০ ০ ০ ০ ম ল য জ

I গমপা -া -া ধপা I মা গপা -া -া | -া -া -া -া I মা -া পা -া | না -া -া -া I
শী ● ০ ০০ ত লা ম্ ০ ০ ০ ০ ০ শ স্ স ০ শ্যা ০ ০ ০

I ধনর্সা -া -া না | র্সা -া -া -া I র্সা -া -া না | র্রা -া -া র্সা I
০ ০ ০ ম লা ম্ ০ ● মা ০ ০ ০ ০ ০ ● ত

I সরর্সা ণা ধপা মা | পা -া -া -া I র্সা -া -া -া | র্সর্রর্সা ণা ধপা মা I
র০০ ০ ●● ● ম্ ০ ০ ০ ব ন্ ০ ০ দে০০ ০ ০০ ০

I র্রা গা মা গা | গরা -া -া -া II
মা ● ● ত র ম্ ০ ●

II মা -া পা -া | না -া ধনা র্সর্রা I র্রা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা -া I না -া না না |
শু ভ্ র ● জ্যো ৎ স্না ●● পু ল কি ত যা মি নিং ০ ফু ল্ ল কু

পা।

I র্সা র্সা র্সা র্সা I পা না র্সা র্সা | নর্সরা র্সা র্রা -া I { র্সা ণা ণা ধা | ণা -া ধা ণা I
স্ মি ত ০ দ্রু ম দ ল শো০০ ভি নিং ০ সু হা ০ সি নী ০ ০ ম্

I ধা ণা র্সা র্রা | র্সা ণধা পা মা } I পা না র্সা -া | গা মা পা র্সা I
সু ম ধু র ভা ষি নীং ০ সু খ দাং ০ ব র দা ম্

I র্সা ণা র্রা র্সা | র্সর্রর্সা ণা ধপমা পা I র্সা -া -া -া | ণর্সা র্রর্সা ণধা পা I
মা ০ ০ ত র০০ ০ ০০০ ম্ ব ০ ০ ন্ দে০ ০০ ০০ ০

I রা গা মা গা | গরা -া -া -া II
মা ০ ০ ত রম্ ০ ০ ০

I মা রা মা -া | গমা -পা -মপা ধা I পধা ণা ধণা র্সা | ণর্সা র্রা -া র্সা I
মা ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ত

I র্সর্রর্সা ণা ধপা মা | পা -া -া -া I র্সা -া -া -া | মা র্সর্রর্সা ণা ণধা I
র০০ ০ ০০ ০ ম্ ০ ০ ০ ব ন্ ০ ০ দে ০০০ ০ ০০

I প পধা মা গা | গরা -া -া -া II
মা ০০ ০ ত র ম্ ০ ০

উৎস : শতগান (ক্রমিকসংখ্যা ৩৯)—স্বরলিপিকার—সরলাদেবী
গীতিত্রিংশতী—নীহাররবিন্দু সেন।
[প্রচলিত রাবীন্দ্রিক সুর, স্বরলিপি—ইন্দিরাদেবী, স্বরবিতান, ৪৬]

২। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় | পারসিক/ভরতঙ্গা তাল

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।[১]
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।
কোটীকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়[২]
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়।
ওই শোনো ওই শোনো ভেরির আওয়াজ হে ভেরির আওয়াজ।[১]
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে সমর সমাজ।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে বাহুবল তার।[২]
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে দেশের উদ্ধার।

ম্া | ম্া রে রে | রে সা সা | সা ণ্া ণ্া | ণ্া ধ্া প্া | প্ ম্া ম্া | ম্া প্াধ্া | রে সা রে | ণ্া — ম্া I
স্ব া — -ধী ন — তা হী — ন তায়, কে ০ বাঁ চি তে চায়্ হে কে বাঁ চি তে চায়্ — দা
ও ই শো নো ও ই শো নো ভে ০ রি র আও আজ্ হে ভে রি র আও আজ্ — চ

I ম্া রে রে | রে সা সা I সা ণ্া ণ্া | ণ্া ধ্া প্া I প্া ম্া ম্া | ম্া প্া ধ্া I সা ণ্া ণ্া | ণ্া — ম্া I
স ০ ত্ব শৃ ং খ ল ০ ব ল কে ০ প রি বে পায়্ হে কে প রি বে পায়্ — কো
ল, চ ল ০ চ প ০ স বে স ০ ম ব স মাজ্ হে স ম র স মাজ্ — সা

I ম্া জ্ঞ্া ম্া | ম্া রে রে I রে সা রসা | ণা — ণা I ধ্া সা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা সা মজ্ঞা | রে — ম্া I
টী ০ কল্ প ০ দা স ০ থা০ কা ন র কে ব প্রাণ্ হে ন র কে র০ প্রায়্ — দি
র্থ ০ ক জী ০ ব ন ০ আ র বা হু ব ল তার হে বা হু ব ল০ তার্ — আ

I ম্া জ্ঞ্া ম্া | ম্া রে রে I রে সা রসা | ণা — ধ্প্া I প্া ম্া ম্া | ম্া প্া ধ্া I সা ণা সা | ণ্া — — II
নে ০ কে র ০ স্বা ধী ০ ন০ তা — স্বর্ গ সু খ তায়্ হে স্বর্ গ সু খ তায়্ ০ — —
স্ত ০ না শে যে ই ০ ক০ বে — দে০ শে র উদ্ ধার্ হে দে শে র উদ্ ধার্

উৎস/গীতসূত্রসার (২য় ভাগ)
[গীতসূত্রসারে যে স্বরলিপি প্রকাশিত সেখানে শুদ্ধস্বরে দেখবার জন্য 'ণ' খরজে লিপিবদ্ধ করা।]
এই গানটি গাইবার সময় গান্ধার বা মধ্যমকে ষড়্জ করে ধরা দরকার।

৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুর : কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইমনবেলাবলী, ঢিমে তেতালা।

বাজরে শিঙা বাজ এই রবে সবাই স্বাধীন বিপুলভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।
আরব্য মিশর পারস্য তুরকী, তাতার তিব্বত অন্য কব কি
চীন জাপান অসভ্য আফগান, তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।
এখন জাগিয়া উঠরে সবে, এখন সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর সম দ্বিগুণ প্রভাবে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে।
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
করি দৃঢ় পণ এ মহিমণ্ডলে উড়াও আপনার মহিমা ধ্বজা।

II সা -া -া গা | পা -া পা -া | না -া -া পা | র্সা -া র্সা -া I ধা া না া | র্সা া র্গা -া |
বা ০ জ্ রে শি ০ ঙা ০ বা ০ জ্ এই র ০ বে ০ স ০ বা ই স্বা ০ ধী ন

র্রা র্রা র্সা র্সা | না -া পা -া I র্রা -া র্সা া | না -া ধা ধা | পা হ্মা ধা পা | মা পা গা — I
এ বি পু ল ভ ০ বে ০ স ০ বা ই জা ০ গ্র ত মা নে র গৌ র ০ বে ০

রা । গা রা | গা । গা । | গা -া রা রা | সা -া -া -া II
ভা ০ ব ত শু ০ ধু ই ঘু ০ মা গে র ০ ০ য়্

I গা -া পা পা | পা হ্মা ধা ধা | না । ধা ধা | পা পা র্সা -া I
আ ০ র ব্য মি ০ শ র্ পা ০ র স্য তু র কী ০

I না -া পা পা | ধা -া পা পা | হ্মা । ধা ধা | পা মা গা -া I
তা ০ তা ব তি ব্ ব ত্ অ ন্ ন ০ ক ব কি ০

I রা -া -া গা | মা -া ধা -ধা | ধা না -া না | ধা -া পা -া I
চী ০ ০ ন্ জা ০ পা ন অ স ০ ভ্য আ ফ্ গা ন্

I পা র্সা -া -া | না । ধা । | মা ধা । । | পা -া গা -া I
তা রা ০ ও স্বা ০ ধী ন তা রা ০ ও প্র ০ ধা ন্

I গা -া মা মা | হ্মা মা পা । | পা ধা না না | র্সা -া -া -া I
দা ০ স ত্ব ক বে ছে ০ ক রে হে য় জ্ঞা ০ ০ ন

I পা -া রা রা | গা -া মা -া | গা -া রা রা | সা -া -া -া II
ভা ০ ব ত্ শু ০ ধু ই ঘু ০ মা য়ে ব ০ ০ য়

I পা ধা -া পা | র্সা র্সা র্সা -া | ধা না -া র্সা | না -া র্গা -া I
এ খ ০ নো জা গি যা ০ উ ঠ ০ রে স ০ বে ০

I র্গা র্গা -া র্রা | র্গা -া র্মা র্মা | র্গা র্গা -া না | র্রা -া র্সা -া I
এ খ ০ নো সৌ ০ ভা গ্য উ দ ০ য় হ ০ বে ০

I পা পা পা হ্মা | ধা ধা পা -া | না না -া ধা | পা -া র্সা -া I
র বি ক র স ম দ্বি ০ গু ণ ০ প্র ভা ০ বে ০

I ধা না র্সা র্রা | র্গা র্মা র্পা র্মা | র্গা র্গা -া র্রা | র্সা -া -া -া I
ভা র তে র মু খ উ জ্ জ্ব ল ০ ক রে ০ ০ ০

I গা গা পা -া | ধা -া না -া | র্সা র্সা র্সা না | র্রা -া র্সা -া I
এ ক বা র শু ০ ধু ০ জা তি ভে দ ভু ০ লে ০

I র্সা -া ধা ধা | না -া পা পা | পা হ্মা ধা পা | মা পা গা -া I
ক্ষ ০ ত্রি য় ব্রা ০ হ্ম ন্ বৈ শ্য শূ দ্র মি ০ লে ০

I পা পা র্সা র্সা | না র্সা র্গা -া | র্গা র্মা র্গা র্রা | র্গা -া পা -া I
ক রি দৃ ঢ় প ন এ ০ ম হি ম ন্ ড ০ লে ০

I র্সা র্সা র্গা -া | র্রা র্রা র্মা -া | র্গা র্গা পা -া | -া র্গা র্সা -া II
উ ড়া ও ০ আ প না র্ ম হি মা ০ ০ ধ্ব জা ০

উৎস –গীতসূত্রসার (২য় ভাগ) এবং সঙ্গীত প্রকাশিকা/বৈশাখ ১৩১৪
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

['মিশর পারস্য' ও 'অসভ্য আফগান' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে গাওয়া হয় "মিশর কোরিয়া" ও পারস্য আফগান'।]

['গৌরবে' 'কবকি' এবং শূদ্র মিলে' অংশে 'মা' স্থানে ক্ষা দেখানো আছে
সঙ্গীত প্রকাশিকায়—যা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত স্বরলিপি থেকে এক বিচ্যুতি।]

(৪) i) গোবিন্দচন্দ্র রায় সুর ঃ প্রচলিত পিলু বারোয়াঁ | যৎ

নির্মল সলিলে বহিছে সদা, তটশালিনি সুন্দরি যমুনে ও। ১
কত কত সুন্দর নগরী, তীরে রাজিছে, তট যুগ ভূষি ও,
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি, অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও | ২
যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি, দেখিলে কত শত ঘটনা ও,
তব জল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা, পরকাশিল লয় পাইল ও | ৩
কলকল ভাষে বহিয়ে কাহিনী, কহিছ সবে কি পুরাতন ও,
স্মরণে আসি, মরম পরশ কথা, ভূত সে ভারত গাথা ও | ৪
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা, গরজিল কোন দিন সমরে ও,
আজি সব নীরব, রে যমুনে তব, গত যত বৈভব কালে ও | ৫

I রা মা মা মা | মা মা মা -া | মা গা I গা রা -া সরগা | রা সা সা ণা্ | ণ্া ণ্া I
নি র্ ম ল স লি লে ০ ব হি ছ স দা ০০০ ০ ০ ০ ০ ত ট

I ণা্ ধ্ণ্সা সা সা | সা -া সা সা | সা রা I রা সগা পা -া | মপা ধপা মগা রসা | সা রা II
শা ০০০ লি নি সু ন্ দ রি য মু নে ০ ও ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

I মা মা মা মা | মা গমপা পা পা | পা ধা I পা মা পা র্সা | র্সা -া -া র্সা | র্সা ধা I
ক ত ক ত সু ন্ দ র ন গ রী ০ তী ০ রে ০ ০ ০ ০ ০
যু গ যু গ বা ০ হী ০ প্র বা হ ০ তো মা রি ০ ০ ০ ০ ০
ক ল ক ল ভা ০ ষে ০ ব হি য়ে ০ কা হি নী ০ ০ ০ ০ ০
ত ব জ ল ক ল্ লো ল স হ ক ০ ত সে না ০ ০ ০ ০ ০

I ণা -া ণা ণা | ধা ণা ধা পা | মা পা I পধ পধ পা ধা | পা পা পা পা | -া -া I
রা ০ জি ছে ত ট যু গ ভূ ০ ষি ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০
দে ০ খি লে ক ত শ ত ঘ ট না ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০
ক ০ হি ছ স বে কি পু রা ত ন ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০
গ র জি ল কো ন দি ন স ম রে ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা মা মা | মা -া মা মা | মা গা I গা গা রা রা | রা রগা রা সা | ণ্া ণ্া I
প ডি জ ল নী ০ লে ০ ধ ব ল সৌ ০ ধ ছ বি ০ ০ অ ন্ন
ত ব জ ল বু দ্ বু দ স হ ক ত ০ রা জা ০ ০ ০ প র
স্ম র ণে ০ আ ০ সি ০ স ব ম প ০ র শে ০ ০ ০ ক থা
আ জি স ব নী ০ ব ০ ব ০ রে য মু নে ত ব ০ ০ গ ত

I ণ্া ধ্ণ্সা সা সা | সা সা সা রা | রা পা I পা পা ০ ০ | মপা ধপা মগা রসা | সা রা II
কা রি ছে ন ভ ০ অ ন্ জ ন ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
কা শি ল ল য় ০ পা ০ ই ল ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
ভু ত সে ভা র ০ ত ০ গা থা ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
য ত ব ই ভ ০ ব ০ কা লে ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

উৎস—শতগান (ক্রমিক সংখ্যা ৪৬)

(৪) ii) গোবিন্দচন্দ্র রায় সুর : প্রচলিত লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

কতকাল পরে, বল ভারত রে ! দুখ সাগর সাঁতরি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে !
নিজ বাস ভূমে পরবাসী হলে, পর দাস খতে সমুদায় দিলে !
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে, বহ লৌহ বিনির্মিত হার বুকে !
পর ভাষণ আসন আনরে, পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে !
পর বেশ নিলে, পরদেশ গেলে, তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস বলে !
তব নির্ভর নিত্য, পরের করে, অশনে বসনে গমনের তরে !
পর দাসমালা নগরে নগরে, তুমি যে তোমরে তুমি সে তোমরে !

I রা গা সা -রা | সা মা গা -া I রা গা মা -া | পা পা পা ধপা I
ক ত কা ০ ল প রে ০ ব ল ভা ০ র ত রে ০
I মা গা মা -া | পা পা পা ধা I র্সা ণ ধা -া | পা মা গা -া II
দু খ সা ০ গ র সাঁ ০ ত রি পা ০ র হ বে ০

II মা গা মা -া | মা ধা ধা ণধা I পা ধা ধণ র্সা | ণা ধা পা -া I
অ ব সা ০ দ হি মে ০০ ডু বি য়ে ০ ডু বি য়ে ০
নি জ বা ০ স ভূ মে ০০ প র বা ০ সী হ লে ০
প র হা ০ তে দি যে ০০ ধ ন র ত্ ন সু খে ০
প র ভা ০ ষ ণ আ ০০ স ন আ ০ ন ন রে ০
প র বে ০ শ নি লে ০০ প র দে ০ শ গে লে ০
ত ব নি র্ ভ র নি ০০ ত্য প রে ০ র ক রে ০
প র দী ০ প মা লা ০০ ন গ রে ০ ন গ রে ০

I মা গা মা -া | পা পা পা ধা I র্সা ণা ধা -া | পা মা গা মগা I
ও কি শে ০ ষ নি বে ০ শ র সা ০ ত ল বে ০০
প র দা ০ স খ তে ০ স মু দা ০ য় দি লে ০০
ব হু সৌ ০ হৃ বি সি র্ মে ত হা ০ ব বু কে ০০
প র প ০ ন্যে ভ বা ০ ত নু আ ০ প ন রে ০০
ত বু ঠাঁ ০ হ না হি ০ নি লে দা ০ স ব লে ০০
অ শ নে ০ ব স নে ০ গ ম নে ০ র ত রে ০০
তু মি যে ০ তি মি বে ০ তু মি সে ০ তি মি বে ০০

উৎস—শতগান (ক্রমিক সংখ্যা-৪৭)

৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — সুর ঐ — নটবেহাগ/ ঝাঁপতাল মধ্যলয়

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।

II রা গা | মা পা পা | ধপা -মপা | মা গা -রা I
ম লি ন মু খ চ০ ০ন্ দ্র মা ০

I সা -া | রা গা মা | পা -া | মা গা রসন্া I
ভা ০ র ত তো মা ০ রি ০ ০০০

I সা -া | মা গা মা | পা -া | না ধা না I
রা ০ ত্রি ০ দি বা ০ ঝ রি ছে

I র্সা -া | নর্সা -র্রা র্সা | ণা -ধা | পা -মা -গমা I
লো ০ চ০ ০ ন বা ০ রি ০ ০০

II { না -া | না না না | র্সা -া | র্সা না র্সা I
চ ন্ দ্র জি নি কা ন্ তি নি র

I র্রা র্রা | -র্মা র্রা র্সা | -র্রা -র্সা | -ণা ধা পা } I
খি য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা পা | মা গা মা | রা -া | রা -া -া I
ভা সি তা ম আ ন ন্ দে ০ ০

I সা না | র্সা -নর্সর্রা র্সা | ণা ধা | পা ধপা মা I
আ জি এ ০০০ ম লি ন মু ০০ খ

I মা পা | মপা ধা পা | মা গা | রগরা -সন্‌া -সা II
কে ম নে০ ০ নে হা ০ রি০০ ০০

উৎস -শতগান (ক্রমিক সংখ্যা-৪৯)

৬। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর ঃ রবীন্দ্রনাথ খাম্বাজ/ছয়মাত্রিক—একতাল/দাদরা

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান ॥
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি কতমণি রত্নের নিধান।

হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয় গাও ভারতের জয়।
কী ভয় কী ভয় —গাও ভারতের জয় ॥

রূপবতী সাধ্বীসতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী পতিব্রতা
অতুলন ভারত ললনা ॥
হোক ভারতের জয় ···

কেন ডরো ভিরু করো সাহস আশ্রয়
যতোধর্মস্ততো জয়।

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় ॥
হোক ভারতের জয় ···

বিলম্বিত লয়

II { ণ -া -ধর্ণর্সা | ধা -া মা | মা -া পধা | পমা গরা গা I
মি ০ ০০০ লে ০ স বে ০ ০০ ০০ ০০ ০

I মা -া মা | পা -ধপা মা | পা -া -া | -া -া -া I
ভা ০ র ত ০০ সন্ তা ০ ০ ০ ০ ন্

I মা মা গা | -া -া গা | গমা -পমা -গবা | গরা -সন্া সা } I
এ ক তা ০ ন ম ন০ ০০ ০০ প্রা০ ০০ ণ্

I সা -মা -া | গমগা -রগা মা | ণা -া -ধণা | পধা ণর্সা র্রর্সা I
গা ০ ০ ০০০ ০ও ভা র ০ ০০ ০০ ০০ ০০

I না -া -া | র্সা -া -া | র্না -া -া | র্সা -া ধা I
তে ০ ০ র ০ ০ য ০ ০ শো ০ ০

I ধণা -র্সণা -ধপা | পা -া পা | পা -া -ধপা | মগা -রা -গা I
গা০ ০০ ০০ ন্ ০ স বে ০ ০০ ০০ ০ ০

মা -া মা | পা -ধপা মা | পা -া -া | -া -া -া I
ভা ০ র ত ০০ সন্ তা ০ ০ ০ ০ ন্

মধ্যালয়—একতাল

I { সা া সা | গা -া গা | মা -া মা | পা -া পা I
ভা ০ র ত ০ ভূ মি ০ র তু ল্ ল

I ণ -া ধা | পমা -গরা গা | মা -া -া | -া -া -া I র্সা -া -া | র্সা ণা ধা |
আ ০ ছে কো০ ০০ ন্ স্থা ০ ০ ০ ০ ন্ কো ০ ন্ অ দ্ রি

I ণা -া -া | ণা ধা পা I ধা -া পা | মগা রা গা | মা -া -া | -া -া -া } I
অ ভ্ র ভে ০ দী হি ০ মাদ্ রি০ ০ স মা ০ ০ ০ ০ ন্

I মা -া মা | ধা -া ণা | র্সা -া না | র্সা -া র্সা I র্গা -া র্গা | র্মা -া র্গা |
ক ০ ল ব ০ তী ব ০ সু ম ০ তী স্রো ০ তস্ স ০ তী

I র্রা -া র্সা | ণা ধা ধা I মা -া মা | পা -া ধা | পা -া মা | পা -া পা I
পু ন্ ন ব ০ তী শ ০ ত থ ০ নি ক ০ ত ম ০ ণি

I গা সা সা | গা -া গা | মা -া -া | -া -া -া | র্গা -া র্গা | র্গা -া র্গা I
র ত্ নে র ০ নি ধা ০ ০ ০ ০ ন্ শ ০ ত থ ০ নি

I র্গা -র্মা র্রা | র্সা -া র্সণা I ধা ণা পা | মগা -রা গা | মা -া -া | -া মা -া I
ক ০ ত ম ০ ণি০ র ত্ নে র০ ০ নি ধা ০ ০ ন্ হো ক্

দ্রুতলয়

II মা -া -া | পা -া -ধপা I মা -া -া | গা রা -গা I মা -া -া | -া -া -া I
ভা ০ ০ র ০ ০০ তে ০ ০ র ০ ০ জ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | সা -া -া I মা -া মা | মা -া মা I মা -া -া | মা -া -া I
০ ০ য়্ জ ০ য়্ ভা ০ র তে ০ র জ ০ য়্ গা ০ ও

I পা -া পা | পা -া পা I পা -া -া | পা -া -া I ধা -া ধা | ধা -া ধা I
ভা ০ র তে ০ র জ ০ য়্ হো ০ ক্ ভা ০ র তে ০ র

I ধা -া -া | -া -া না I না -া -া | -া -া না I র্সা -া -া | র্সা -া -া I
জ ০ ০ ০ য়্ কী ভ ০ ০ ০ য়্ কী ভ ০ য়্ গা ০ ও

I ধা -া -া | পা -া -া I মা -া -া | গা রা গা I
ভা ০ ০ র ০ ০ তে ০ ০ র ০ ০

I মা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -া II
জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

বিলম্বিত লয়—একতাল

II মা মা মা | ণধা -পধা -ণসা | না র্সা র্রর্সা | না র্সা -া I গা মা পা | ধা ধা র্সণা |
রূ প ব তী০ ০০ ০০ সাধ্ ধী ০০ স তী ০ ভা র ত ল ল না০

I ধা -া পা | পা -মগা -রগা I মা মা পা | -া ধা পা | মা মা পা | -া -া -া I
কো ০ থা দি বে০ ০০ তা দে র ০ ০ ০ তু ল না ০ ০ ০

I গা মা ণা | -ধা -পধা -ণর্সা | না না সর্রা | না র্সা -া I ণা র্রা র্সা | র্রা -া -া |
শব্ মিষ্ ঠা ০ ০০ ০০ সা বি ত্রী০ সী তা ০ দ ম য়ন্! তী ০ ০

I ণা র্সা র্রর্সা | ণা ধা -া I -া -া -া | -া -া -া | পা র্সা না | র্সা -া -া I
প তি ০০ ব্র তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ তু ল না ০ ০

I না -া -া | র্সা র্সা র্সা | না সর্বা -সণা | ধা -া -া I   ভারতের জয় ইত্যাদি II
ভা ০ ০ ব ত ল ল না০ ০০ হো ০ ক্

বিলম্বিত লয় — একতাল

II র্সা -া ণা | ধা পা মা | সা -া -া | -া ণা ধা I পা মা গা | বগা -মা -া |
কে ০ ন ড রো ভী ক ০ ০ ০ ক রো সা হ স আ০ ০ ০

I মা -া -া | -া -া সা | গা -া -া | মা -া -া | পা -া ধা | না -া -া I
শ্র ০ ০ ০ য্ য তো ০ ০ ধ ০ ব্ ম স্ ত তো ০ ০

I ধনা -র্সবা -র্সনা | র্সা -া -া | -া -া -া | -া -া -া I গা মা ণা | ধা -পধা -ণর্সা |
০০ ০০ ০০ জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব্ ছিন ন ভি ০ ০০নন

I না র্সা র্বসা | না র্সা | I ণা -া বা | র্সা ধা -া | ণা র্সা র্বসা | ণা ধা -া I
হী ন ০০ ব ল ০ ঐ ক বে তে পা ০ হ বে ০০ ব ল ০

I -া -া -া | ধা পা মা | গা মা ণধা | -পধা -ণর্সা না I র্সা -া -া | -া -া -া |
০ ০ ০ মা য়ে র মু খ উ০ ০০ ০জ্ জ ল ০ ০ ০ ০ ০

I র্গা -র্গা -া | র্মা -া র্পা I র্মা -া -া | -া -া -া | -া -া -া | মা -া -া |
হ ০ ই বে ০ নিশ্ চ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য হো ০ ক্

'ভারতের জয়' ইত্যাদি II II

উৎস—শতগান (ক্রমিক সংখ্যা-৫৫)   সঙ্গীত প্রকাশিকা, পৌষ/১৩১১

[সঙ্গীত প্রকাশিকায় যে স্বরলিপি প্রদর্শিত সেখানে লয়ের প্রভেদ দেখানো। এছাড়া দুটি সুরে প্রভেদ নেই]

(৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর   সুর : প্রচলিত   শঙ্করা, কাওয়ালি/ত্রিতাল

চল্‌রে চল্ সবে ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে সাধ্‌রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ ॥১
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন,
উঠ, জাগো, সবে বল,—মাতঃ তব পদে সঁপিনু পরাণ ॥২
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান ॥৩

দেশ দেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান

নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান ॥৪

লোক রঞ্জন লোক গঞ্জন না করি দৃকপাত

যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান ॥৫

দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান,

এক পথে, এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান ॥৬

II র্সা -া -া র্সা | না র্সা ধা না | পা না ধা র্সা | না -া -া -া I

চ ০ ল্ রে চ ল্ স বে ভা র ত সন্ তা ০ ০ ন্

I পা -া হ্মা পা | গা -া পা -া | গা গা রা -া | সা -া -া -া I

মা ০ ০ তৃ ভূ ০ মি ০ ক রে আ ০ হ্বা ০ ০ ন

I সা -া গা গা | সা -া গা -া | পা । সা সা | গা -া পা ধা I

বাঁ ০ ০ ধ দ র্ পে ০ পো উ ক্ ষ গ র্ বে ০

I র্সা -া -া র্সা | র্রা র্সা র্সা র্সা | না না ধা না | ধপা -া ধা -া I

সা ০ ধ্ বে সা ধ্ স বে দে শে র কল্ ল্যা ০ ০ ণ

II র্সা -া -া র্গা | র্রা -া র্মা -া | র্গা -া -া র্রা | র্সা -া নধা না I

পু ০ ত্ ব ভি ন ন ০ মা ০ ত্ তৃ দৈ ন্ ন ০

দে ০ শ দে শা ন তে ০ য ০ ও রে আ ন্ তে ০

দ ০ ০ লা দ ০ লি ০ স ০ ০ ব ভু ০ ।ল ০

I পা -া -া না | ধা -া সা -া | না -া -া -া | -া -া -া -া I

কে ০ ০ ক রে ০ মো ০ চ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

ন ০ ০ ব ন ০ ব ০ জ্ঞা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

হি ০ ন্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I গা -া পা -া | হ্মা -া ধা -া | পা -া না -া | ধা -া র্সা -া I

উ ০ ঠ ০ জা ০ গো ০ স ০ বে ০ ব ০ ল ০

ন ০ ব ০ ভা ০ বে ০ ন ০ বো ৎ সা ০ হে ০

এ ০ ক ০ প ০ থে ০ এ ০ ক ০ সা ০ থে ০

I না -া র্রা -া | -া -া -া -া | র্গা র্রা র্সা র্সা | না ধা পা ধা I

মা ০ তো ০ ০ ০ ০ ০ ত ব প দে সঁ পি স্থ প

মা ০ তো ০ ০ ০ ০ ০ উ ঠা ও রে ন ব ত র

চ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ উ ড়া ই য়ে এ ক তা নি

I র্সা -া -া -া | না -সা ধা না | পা না ধা র্সা | না -া -া -া I
রা ০ ০ ণ্ স ০ বে ০ ভা র ত সন্ তা ০ ০ ন্
তা ০ ০ ন্ স ০ বে ০ ভা র ত সন্ তা ০ ০ ন্
শা ০ ০ ন্ স ০ বে ভা র ত সন্ তা ০ ০ ন্

I পা -া হ্মা পা | গা । -পা -া | গা গা রা -া | সা -া -া -া II
মা ০ ০ তৃ ভূ ০ মি ০ ক রে আ ০ হ্ব ০ ০ ন

II সা -া -া সা | গা । গা -া | মা -া -া রা | গা -া -া -া I
এ ০ ০ ক ত নে একে ০ ক ০ ০ ব্ র ০ ০ প্
লো ০ ০ ক ব ন জ ন লো ০ ০ ক গ ন্ জ ন্

I গা -া -া মা | পা -া মা -া | গা -া -া -া | -া -া -া -া I
এ ০ ০ ক ম ০ ন প্রে জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্
না ০ ০ ক বি ০ চ্ ছে পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত্

I পা -া -া হ্মা | পা -া হ্মা -া | পা -া হ্মা -া | পা -া ধা -া I
শি ০ ক্ খা দা ক্ খা ০ লো ০ ক্ খ মো ক্ খ ০
যা ০ ০ হা শু ০ ভ ০ যা ০ ০ হা ধ্রু ০ ব ০

I পা -া -া -া | পা মা গা রা | গা রা সা ন্ | সা -া -া -া I
এ ০ ০ ক এ ক হ্ বে গা ও স বে গা ০ ০ ন্
ধ্যা ০ ০ য় তা হা তে জা ব ন ক র দা ০ ০ ন্

উৎস : শতগান (ক্রমিক সংখ্যা-৫১) / সঙ্গীত প্রকাশিকা (২/১৩১৪

(৯) স্বর্ণকুমারী দেবী সুর : গুজরাটিভজন একতাল

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে কি পুলকে প্রাণ ছায়া।
ফুটিল এ নাকি অন্ধ নয়ন সমুখে নেহারি কায়।[১]
আপনার মায়ে পেয়েছি দেখিতে চিনিয়াছি ভাই বোন।
কেন তবে দূরে দাঁড়ায়ে আজি মহোৎসব-সম্মিলন।[২]
আজিকার দিনে ভোল আত্মপর, থেকোনা আপনা লয়ে,
অনাথ জনের জুড়াও যাতনা প্রেমের অমৃত দিয়ে।[৩]
শত হৃদয়ের দলরাশি মিলে একটি পরাণ হোক,
এক হয়ে যাক শত হৃদয়ের হরষ বিষাদ শোক।[৪]

শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহরে মিলন গান,
অসীম আকাশে উথুলি উঠুক বিমল মধুর তান।[৫]
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেম গান
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী তৃষিত পাইবে প্রাণ।[৬]

I গা গা গা | গরা গা স। | গা গা গা | রা সা ন্‌া I সা সা রা | গা গা মগা |
কি আ লো কং জ্যো তি আঁ ধা র মা ঝা রে কি ০ পু ল কে ০

I রা রপা পা | মা মা গা I সা সা রা | পা পা পা | পন্ধা ধা পা | মা মা পমা I
প্রা ০০ ণ্‌ ছা য়্‌ ০ ফু টি ল এ না কি অং ন্‌ ধ ন য় নং

I গা মা গা | রগা সা রা | সরা গা রা | সা সা সা II
স ০ মু খেং নে ০ হাং ০ রি কা য়্‌ ০

পা দা পা
I {মা মা মা | মা মা গমপা | পা পা পা | পা পা পা I পা দা দা | র্সা র্সা র্রর্সা |
আ প না র মা য়ে০০ পে য়ে ছি দে খি তে চি ০ নি য়া ছি ০

I না র্সা না | দা দা পা } I মা গা মা | দা দা দা | পা দা দা | পা মা মপা I
ভা ০ ই বো ন্‌ ০ কে ন ত বে দূ বে দাঁ ডা য়ে আ ০ জিং

I মপা মগা গঋা | সা মা ঋা | মা মপা মগা | মা মা মা II
মং ০০ হোং স ব ০ স ম্মি ০০ ল ন ০

[৩, ৫ কলির সুর ১মের অনুরূপ ও ২, ৪, ৬ কলির সুর ২য়ের অনুরূপ]
[এই সুরে রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—এাকে অন্ধকার এ ভারতভূমি]
উৎস—শতগান (ক্রমিক সংখ্যা ৫০)

(১১) অশ্বিনীকুমার দত্ত সুর : অজ্ঞাত কাহারবা

শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি মাভৈঃ মাভৈঃ
(আমি) অভয় তো হয়ে গেছি ভয় আর কই।
শোক বিষাদ দুঃখ দৈন্য পাপ ও তাপের যত সৈন্য
কারেও না করি গণ্য বৈকুণ্ঠেতে রই।
ও পদ থাকিলে বুকে হাজার শত্রু আসুক রুখে
ছাই পড়বে তাদের মুখে হব বিশ্বজয়ী।

বিপদ পাহাড়ের মতো আসুক না আসবে কত
ঐ পদে হবে হত ব্রহ্মকবচ ওই।

সা রা II {গা গা গা গা | গা -া গা গা I পক্ষা ধপা -া মা | গা -া গা -া I
শু নি মা ভৈঃ ॰ মা ভৈঃ ॰ ধ্ব নি মা ॰ ভৈঃ ॰ মা ভৈঃ ॰ আ মি

মপা পা -া -পা | ক্ষা পা ধা পা I গা -মা পা -মা | গা -া সা রা} II
অ॰ ভ য়্ তো হ য়ে গে ছি ভ য়্ আ ব্ ক ই "শু নি"

-া -া II গাঃ গাঃ গা ক্ষা | পাঃ ধাঃ ধা ধা I পা পা ক্ষা পা |
॰ শো ক বি ষাদ্ দুক্ খ দৈন্ ন পা প তা পের
ও প দ্ থা কি লে বু কে হা জার্ শ ক্র
বি প দ্ পা হা ড়ের ম তো আ সু ক্ না

গধা পা মা গা I পা পা ক্ষা পা | গধা পা মা গা I
য ত সৈন্ ন কা রে ও না ক রি গন্ ন
আ সুক্ ক খে ছাই ॰ পড়্ বে তা দের্ মু খে
আস্ বে ক ত এ ॰ প দে হ বে হ ত

গা মা পা মা | গা গা সা রা I
বৈ কুন্ ঠে তে র ই "শু নি"
হ ব বিশ্ শ জ য়ী "শু নি"
ব্রম্ ভ ক বচ্ ও ই "শু নি"

উৎস—নীহারবিন্দু সেন

(১২) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ   সুর : অজ্ঞাত   বাউলাঙ্গ/লোফা

মাগো, যায় যেন জীবন চলে।
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে॥
যখন মুদে নয়ন করব শয়ন শমনের সেই শেষ জালে।
তখন সবই আমার হবে আঁধার স্থান দিও মা ঐ কোলে॥
আমার মান অপমান সবই সমান দলুক না চরণতলে।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন মানুষ হব কোন্ কালে॥
লাল টুপি আর কালো কোর্তা জুজুর ভয় কি আর চলে?
আমার মায়ের সেবায় রইব রত পাশব বলে দিক জেলে॥

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে ॥
আমি ধন্য হব, মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে ॥
যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি, তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়, সে মায়ের নাম স্মরিলে ॥
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে সুখ হবে না ভূতলে।
সে তো অধম যে হয় সইতে রাজি, উত্তমে চায় মুখ তুলে ॥

গা গা II গা -া মা | পা মা -া I গা -া রা | সা (-া -া)} I সা সা I
মা গো যা য় যে ন জী ০ ব ন্ চ লে ০ ০ শু ধু

I সা রা -া | সা ন্‌া -া I সা রা গরা | সা ন্‌া -া I সা -া গা | গা গা -া I
জ গ ৎ মা ঝে ০ তো মা ০ র কা জে ০ ব ন্ দে মা ত ০

I গা -া মা | পা মা গা II
র ম্ ব লে "আমার"

পা পা II {মা পা -া | না না -া I র্সা -া র্সা | না ধা -না I র্সা -া -র্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I
য খন্ মৃ দে ০ ন য় ন্ ক র্ ব শ য় ন্ শ ম ০ নের সে ০ই

না -া না | র্সা -া র্রর্সা I -না র্সা -া | -া (পা পা)} I
শে ষ জা লে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ (যখন)

পা ধা I {র্সা র্সা -া | র্সা নর্সা র্রা I র্সা ণর্সা ণা | ধা পা -া} I
ত খন্ সব্ ই ০ আ মা০ র্ হ বে০ ০ আঁ ধা র্

I মা -া পা | মা গা -া I গা -া মা | পা মা গা I গা -া মা | পা মা -া I
স্থা ন্ দি ও মা ০ ও ই কো লে আ মার যায় ০ যা বে জী ০

I গা -া রা | সা পা পা I {মা -া পা | না না -া I র্সা -া র্সা | না ধা না I
ব ন্ চ লে আ মার্ মা ন্ অ প মা ন্ স ব ই স মা ন্

I র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I না না -া | র্সা -া র্রর্সা I না র্সা -া | -া (পা পা)} I
দ লু ক্ না চ ০০ র ৎ ত লে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ মার

পা ধা I র্সা -া র্সা | র্সা নর্সা র্রা I র্সা ণর্সা ণা | ধা পা -া I মা পা -া | মা গা -া I
য দি স ই তে পা রি০ ০ মা য়ে০ র পী ড় ন্ মা মু ষ্ হ ব ০

I গা গা মা | পা মা গা I গা -া মা পা মা -া I গা -া রা | সা -া -া I
কো ন্ কা লে আ মার্ যা য় যা বে জী ৹ ব ন্ চ লে ৹ ৹

II {মা -া পা | না না -া I র্সা র্সা -া | না ধা না I র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I
লা ল টু পি আ র্ কা লো ৹ কো র্ তা জু জু র্ ভ য় কি৹

I না -া না | র্সা (-া র্রর্সা I না র্সা -া | -া -া -া)} I পা ধা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা II
আ র্ চ লে ৹ ৹৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ আ মার্ মা য়ে র্ সে বা য়

I নর্সা -া -ণা | ধা পা -া I মা পা -া | মা গা -া | গা -া মা | পা মা গা I
র৹ ই ব র ত ৹ পা শ ব্ ব লে ৹ দি ক জে লে আ মার

I গা -া মা | পা মা -া I গা -া রা | সা পা পা I
যা য় যা বে জী ৹ ব ন্ চ লে "আ মায়"

II { (মা -া পা | না না -া I র্সা র্সা -া | না ধা না I র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I
বে ত্ মে রে কি ৹ মা ৹ ভো লা বি ৹ আ মি ৹ কি মা ৹র

I না -া না | র্সা (-া র্রর্সা I না র্সা -া | -া পা পা) } I পা ধা I র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সর্রা I
সে ই ছে লে ৹ ৹৹ ৹ ৹ ৹ ৹ আ মায় দে খে র ক্ তা র ক্ তি৹

I র্রর্সা -া ণা | ধা -া পা I মা -া পা | মা গা -া I গা -া মা | পা মা গা I
বা ড বে শ ক্ তি কে ৹ পা লা বে ৹ মা ৹ দে লে আ মার্

I গা -া মা | পা মা -া I গা -া রা | সা পা পা I { মা -া পা | না না -া I
যা য় যা বে জী ৹ ব ন্ চ লে আ মি ধ ন্ ন হ ব ৹

I র্সা র্সা -া | না ধা না I র্সা -া র্গা | র্রা র্সা র্রা I না -া না | র্সা (-া র্রর্সা I
মা য়ে র জ ন ন লা ন্ ছ না দি ৹ স ৹ হি লে ৹ ৹৹

I না র্সা -া | -া পা পা) } I পা ধা I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্রা I র্সা ণর্সা ণা | ধা পা -া I
৹ ৹ ৹ ৹ "আ মি" ও দের্ বে ৹ ত্রা ঘা তে ৹ কা রা৹ ৹ গা রে ৹

I মা পা ধপা | মা গা গা I গা -া মা | পা মা গা I গা -া মা | পা মা -া |
ফাঁ সি ৹৹ কা ঠে ৹ ঝু ৹ লি লে আ মার্ যা য় যা বে জী ৹

I গা -া রা | সা পা পা I { মা পা -া | না না -া I র্সা -া র্সা | না ধা না I
ব ন্ চ লে যে মার কো লে ৹ না চি ৹ শ স্ সে বাঁ চি ৹

I র্সা -া র্গা | র্রা র্সা র্রা I না -া না | র্সা (-া র্রর্সা I না র্সা -া | -া পা পা) } I
তৃ ষ্ না জু ড়া ই যা র জ লে ৹ ৹৹ ৹ ৹ ৹ ৹ যে মার

I পা ধা I র্সা -া -া | র্সা -া র্বা I র্সা -া ণা | ধা পা -া I মা -া পা | মা গা -া I
বল লা ন্ ছ নার্ ভ য়্ কা র্ কো থা র য়্ সে ० মা য়ের্ না ম্

I গা -া মা | পা মা গা I গা গা মা | পা মা না I গা -া রা | সা -া -া II
স্ম ० রি লে আ মার যা য্ যা বে জী ० ব ন্ চ লে ० ०

II { মা পা -া | না -া -া I র্সা -া -া | না ধা না I র্সা -া র্গা | র্রা র্সা র্রর্সা I
বি শা ० র দ্ কয়্ বি না ० ক ষ্ টে স্ খ্ হ বে না ००

I না -া না | র্সা (-া -া) } I পা ধা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা I নর্সা -া ণা |
ভূ ० ত লে ० ० সে তো অ ধ ম্ যে হ য় স० ই তে

I ধা পা পা I মা -া পা | মা গা -া I গা -া মা | পা মা গা I
রা জী ० উ ত্ ত মে চা য্ মু খ তু লে আ মার

I গা -া মা | পা মা -া I গা -া রা | সা -া -া II
যা য়্ যা বে জী ० ব ন্ চ লে ० ०

উৎস/নীহারবিন্দু সেন ও সঙ্গীত প্রকাশিকা, চৈত্র/১৩১৩

(১৩) কামিনী কুমার ভট্টাচার্য সুর-অজ্ঞাত তাল-তেওরা

শাসন সংযত কণ্ঠ জননী গাহিতে পারিনা গান।
তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ ॥
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার কোটি পদাঘাত কোটি অবিচার
তবু হাসিমুখে বলি বারবার "সুখী কেবা আর মোদের সমান ॥১
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর
তবু আশেপাশে শত গুপ্তচর প্রতি পদে লয় মোদের সন্ধান ॥২
শোষণে শূন্য কমলা ভাণ্ডার গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার
যে বলে একথা অপরাধ তার হায়, এ কি কঠোর বিধান ॥৩
না জানি জননী কতদিন আর নীরবে সহিব হেন অত্যাচার
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার স্বাধীন ভারতে বিজয় নিশান ? ॥৪

II পর্সা র্সা র্সা | সনা র্সা | র্ঋা সনা I ধা -া না | ধা -া | পা পা I
শা স ন সং ० য ত ক ন্ ঠ জ ० ন নী

I রা গা রা | গা -া | মা মা I গা -া রা | সা -া | সা -া I
গা হি তে পা ॰ রি না গা ॰ ॰ ॰ ন তা ই

I সা রা রগা | গা -া | গা গা I পা -া -া | পরা -া | রা রা I
ম র ম বে ॰ দ না লু কা ই ম ॰ র মে

I রা গা পা | ধা -া | নধা না I র্র্সা র্সা -া | -া -া | -া -া II
আঁ ধা রে ঢা ॰ কি ॰ মা প্রা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ণ

-া -া II পা ধা পা | পর্সা -া | র্সা র্সা I র্র্সা র্সা র্সনা | র্র্সা -া | র্সা -া I
॰ ॰ স হি প্র তি॰ ॰ দি ন্ কো টি অ॰ ত্যা॰ ॰ চা র্
বি না অ প॰ ॰ রা ধে অস্ ত্র হী ন্ ॰ ক র্
শো ষ নে শূ॰ ন্ ন ॰ ক ম লা ভা ন্ ভা র্
না জা নি জ ॰ ন নী ক ত দি ন ॰ আ র্

I সা র্রা র্রা | র্রা র্সা | সর্গা গা I র্রা র্সা র্সনা | ধনা -া | ধপা পা I
কো টি প দা ॰ ঘা ত্ কো টি অ॰ বি ॰ চা॰ র্
অন্ না ভা বে ॰ অ তি শীর্ ন ক॰ লে ॰ ব॰ র্
গৃ হে গৃ হে ॰ মর্ ম ভে দী হা॰ হা ॰ কা র্
নী র বে স ॰ হি ব হে ন অত্ তা ॰ চা র্

I পা ধা পা | ধা -া | ধা ধা I ধর্সা র্সা নধা | ধনা -া | ধপা পা I
ত বু হা সি ॰ মু খে ব লি বা॰ র॰ ॰ বা॰ র্
ত বু আ শে ॰ পা শে শ ত গুপ্ ত॰ ॰ চ॰ র্
যে ব লে এ ॰ ক থা অ প রা ধ॰ ॰ তা॰ র্
উ ঠি বে কি ॰ ক ভু বা জি য়ে আ ॰ বা॰ র্

I রা গা রা | গা -া | মা -া I গা গা রা | না রা | সা -া II
সু খী কে বা ॰ আ র্ মো দে র্ স ॰ মা ন্
প্র তি প দে ॰ ল য়্ মো দে র্ স ন্ ধা ন্
হা ॰ য়্ এ ॰ কি ॰ ক ঠো র্ বি ॰ ধা ন্
স্বা ধী ন্ ভা ॰ র তে বি জ য়্ নি ॰ শা ন্ II II

উৎস: নীহারবিন্দু

(১৪) (i) মনোমোহন চক্রবর্তী   সুর-অজ্ঞাত   খাম্বাজ/দাদরা

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই,
জীবন আহবে চল্‌।   চল্‌ চল্‌ চল্‌।
বাজবে সেথা রণভেরী আসবে প্রাণে বল।
চল্‌ চল্‌ চল্‌।
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কী আছে,
লাগুক জীবন দেশের কাজে
জীবন দিলে জীবন পাবে, হউক জনম সফল
ছেড়ে দিয়ে সুখ দূরে রেখে মান,
বীর সাজে সবে হও আগুয়ান,
বীরদাপে কাঁপবে ধরা, জলধিও টলমল ॥

II {ধা -া -া | ধা -া -া I ধর্সা -া ণা | ধা পা -া I
চ ল্‌ রে চ ল্‌ রে চ॰ ল্‌ রে ও ভা ই

I পা ধা পা | মা গা গা I মা -া -া | -া -া -া I
জী ব ন্‌ আ হ্‌ বে চ ॰ ॰ ॰ ॰ ল্‌

I (মর্সা -া ণধা | ণা -া ধপা I পধা -া -া | -া মপা -ধা} II
চ॰ ॰ ॰ল্‌ চ ॰ ॰ল্‌ চ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ল্‌

I সা -া -া | গা -া -া I মা -া -া | পা -া -া I
বা জ্‌ বে সে থা ॰ র্‌ ণ ॰ ভে রী ॰

I মা -া -া | মর্সা -া ণা I ধা -া -া | -া -া -া I
আ স্‌ বে প্রা॰ ॰ ণে ব ॰ ॰ ॰ ॰ ল্‌

I মর্সা -া ণধা | ধণা -া ধপা I পধা -া -া | -া মপা ধা II
চ ॰ ॰ল্‌ চ ॰ ॰ল্‌ চ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ল্‌

II {মা মা মা | ধা ধা ণা I র্সা -া না | র্সনা র্সা -া I
বেঁ চে থে কে ভা ই সু ॰ খ্‌ কি আ ছে ॰
ছে ড়ে দি য়ে সু খ দূ ॰ রে রে খে মা ন্‌

I পর্সা র্সা র্সান | র্সা -া নর্রা I র্সা -া ধর্সা | র্সা ণা ধা} I
লা॰ গু ক্ জী ব ॰ন্ দে শে ॰ব্ কা জে ॰
বী॰ র সা জে স বে॰ হ ও আ॰ গু য়া ন্

I ধা ণা ধা | পা -া । I পা ধা পা | মা গা -া I
জী ব ন্ দি লে ॰ জী ব ন্ পা রে ॰
বী র দা পে ॰ ॰ কাঁ প্ বে ধ রা ॰

I মা -া -া | মর্সা র্সা ণা I ধা -া -া | -া -া -া I
হউ ক্ জ ন॰ ম্ স ফ ॰ ॰ ॰ ॰ ল্
জ ল ধি ও॰ ট ল্ ম ॰ ॰ ॰ ॰ ল্

I মর্সা -া ণধা | ধণা -া ধপা I পধা -া -া | -া মপা -ধা I
চ॰ ॰ ॰ল্ চ ॰ ॰ল্ চ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ল্

উৎস/নীহারবিন্দু সেন ও সংগীত সংরক্ষণ গ্রন্থমালা (১ম খণ্ড)

(১৪) (ii) মনোমোহন চক্রবর্তী

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ
জীবন রণে জীবন দানে সবারে করহে আগুয়ান ॥
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি
প্রাণে বাঁধিতে হবে প্রাণ।
আলস্য জড়তা নিরাশ বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ ॥
তরুণ তপনে মধুর কিরণে
সদা কি হাসিবে প্রাণ ?
সুখের কোলে ভাবেতে গ'লে
কে রবে কে রবে শয়ান !
সাধিতে বীরের কাজ পর হে বীরের সাজ
করে ধর সাহস কৃপাণ।
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান ॥

II ধা পা ধা পা | মা গা মা মা I রা রা মা মা | রা -া সা -া I
কাঁ পা য়ে মে দি • নী • ক র জ য় ধ্ব • নি •

II
I সা রা মা মা | মা পা ধা পা I মা -া -া -া -া -া -া -া I
জা গি য়া উ ঠু ক্ মৃ ত প্রা • • • • • • ন্

I ধা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা ধা I ধা র্সা র্সা র্রা র্রা -া র্রা -া I
জী • ব ন র • ণে • জী • ব ন দা • নে •

I র্সা র্রা র্সা ণা | ধা পা পা ধা I ণা -া -া -া -া -া -া র্সা I
স বা রে ক র হে আ গু য়া • • • • • ন্

I ধা ণা ধা পা | মা রা মা পা I ধা -া -া -া -া -া -া -া II
স বা রে ক র হে আ গু য়া • • • • • • ন্

II {ধা পা ধা পা মা মা মা মা I রা রা মা মা রা রা সা -া I
হা তে হা তে ধ রি ধ রি দাঁ ড়া ই ব সা রি সা রি
ত রু ণ ত • প নে • ম ধু র কি র • ণে •
সা ধি তে বী রে র কা জ্ প র হে বী রে র্ সা জ্

I সা রা মা মা মা পা ধা পা I মা -া -া -া | -া -া -া -া} I
প্রা • ণে বাঁ ধি তে হ বে প্রা • • • • • • ণ্
স দা • কি হা • সি বে প্রা • • • • • • ণ্
ক রে ধ র সা হ স রু পা • • • • • • ণ্

I ধা ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সধা ধা I ধা ধর্সা র্সা র্সরা | রা -া -রা -া II
আ ল স্ স জ ড় তা• • নি •রা • শ• বা র তা •
সু খে • র কো • লে• • ভা বে• • তে• গ • লে •
জী • ব ন ব্র • ত• • সা ধ• অ বি• র • ত •

I র্সা র্রা র্সা ণা | ধা -া পা ধা I ণা -া -া -া | -া -া -া র্সা I
দূ • রে ক রি • বে প্র য়া • • • • • • ণ্
কে র বে কে র • বে শ য়া • • • • • • ন্
এ • ন হে বি রা মে র স্থা • • • • • • ন্

I	ধা	ণা	ধা	পা	|	মা	রা	মা	পা	I	ধা	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	II
	দূ	•	রে	ক		রি	০	বে	প্র		ম্া	০	০	০		০	০	০	ণ্	
	কে	র	বে	কে		র	০	বে	শ		যা	০	০	০		০	০	০	ন্	
	এ	•	ন	হে		রি	রা	মে	র		স্থা	০	০	০		০	০	০	ন্	

উৎস—নীহারবিন্দু সেন

(১৫) i) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়   সুর ঃ গীতিকার   আলহিয়াবিলাবল/ত্রিমাত্রিক

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমাব, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষবেশ।
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'।[১]

(কোরাস) কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে উচ্চে 'আমাব দেশ'।

উদিল যেখানে বুদ্ধআত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার
আজও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর
অশোক যাহার কীর্তি ছাইলো গান্ধার হ'তে জলধি শেষ
তুই কিনা মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।[২]

(কোরাস) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি

একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়।
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ
তার কিনা এই ধুলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ।[৩]

(কোরাস) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি

উদিল যেখানে মুরজ মন্ত্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডিদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তো না সেই ধন্য দেশ
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্ত লেশ।[৪]

(কোরাস) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি

যদিও মা তোর দিব্য আলোক ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহিতো মেষ
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

(কোরাস) কিসের দুঃখ—ইত্যাদি

I সা সা সা | রা গা -া I রগা মা মা | মা মা -া I পা -া পা | পা পা পমা I ধা ধা -া | ধা -া -া I
ব ং গ আ মা র্ জং ন নী আ মা র্ ধা ০ ত্রী আ মা র্ং আ মা র দে ০ শ্
উ দি ল যে খা নে বু' দ্ ধ অ ৎ তা মু ক্ তো ক রি তেং মো ক্ খ দ্বা ০ র্
এ ক দা যা হা র বিং জ য় সে না নী হে লা য়্ ল ং কাং ক রি ল জ ০ য়্
উ ঠি ল যে খা নে মুং র জ ম ন্ ত্রে নি মা ই ক ন্ ঠেং ম ধু র তা ০ ন্
য দি ও মা তো র্ দিং ব্ ব আ লো কে ঘে রে আ ছে আ জ্ং আঁ ধা র ঘো ০ র্

I ধা ধা র্সা | র্সা র্সা পা I পা -া পা | পা পা -া I মা মা মা | গা গা মা I রগা পমা মা | মা -া -া I
কে ন গো মা তো র্ শু ষ্ ক ন য় ন্ কে ন গো মা তো র্ রুং ক্ খ কে ০ শ্
আ জি ও জু ডি য়া অ র্ ধ জ গ ৎ ভ ক্ তি প্র ণ ত চং র ণে যাঁ ০ র্
এ ক দা যা হা র অ র্ ণ ব পো ৎ ভ্র মি ল ভা র ত সাং গ র ম ০ য়্
ন্যা য়ে র বি ধা ন্ দি ল র ঘু ম ণি চ ন্ ডি দা স ও গাং হি ল গা ০ ন্
কে টে যা বে মে ঘ্ ন বী ন গ রি মা ভা তি বে আ বা র্ লং লা টে তো ০ র্

I মা মা মা | পা পা -া I ধা ধা -া | ধা ধা -া I ণা ণা ণা | ধা ণা ধা I পা ধা পা | র্সা -া -া I
কে ন গো মা তো র্ ধু লা য় আ স ন কে ন গো মা তো র্ ম লি ন বে ০ শ
অ শো ক্ যা হা র্ কী র্ তি ছা ই ল গা ন্ ধা র্ হো তে জ ল ধি শে ০ ষ্
স ন্ তা ন যা র্ তি ব্ ব ত চী ন্ জা পা নে গ ঠি ল উ প নি বে ০ শ্
যু দ্ ধ ক রি ল প্র তা পা দি ত্ ত তু ই তো না সে ই ধ ন্ ন দে ০ শ্
আ ম রা ঘু চা ব মা তো র্ কা লি মা মা নু ষ্ আ ম রা ন হি ত মে ০ ষ্

I র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্সা I ণা -া ণা | ধা ধা -া I মা -া মা | পা ধা ধা I পণা ণা -া | ণা -া -া II
স প্ ত কো ০ টি স ন্ তা ন যা র্ ডা ০ কে উ চ্ চে আ মা র্ দে ০ শ্
তু ই কি না মা গো তা দে র জ ন নী তু ই কি না মা গো তা দে র্ দে ০ শ্
তা র্ কি না এ ই ধু লা য়্ আ স ন্ তা র কি না এ ই ছি ন্ ন বে ০ শ্
ধ ন্ ন আ ম রা য দি এ শি রা য়্ থা ০ কে তা দে র্ র ক্ ত লে ০ শ্
দে ০ বী আ মা র্ সা ধ না আ মা র্ স্ব র্ গ আ মা র্ আ মা র্ দে ০ শ

(কোরাস) দ্রুতলয়

II { ণা ণা -া | ণা -া পা I ধা ধা -া | ধা -া মা I পা পা -া | পা -া গা I মা মা -া | রা -া -া |
কি সে র্ দুঃ খ কি সে র্ দৈ ন্ ন কি সে র লজ্ জা কি সে র ক্লে ০ শ্

I সা -া সা | রা -া বা I গা গা গা | মা -া মা I পা -া পা | ধা ধা ণা I পণা ণা -া | ণা -া -া } II
স প্ ত কো ০ টি মি লি ত ক ন্ ঠে ডা ০ কে য খ ন্ আ মা র্ দে ০ শ্

উৎস—দ্বিজেন্দ্রগীতি

(১৫) ii) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | মিশ্র কেদার/দাদরা

ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদেব এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ' স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
(কোরাস) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশেব রানী সে যে আমার জন্মভূমি ।—
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা কোথায় উজল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে।
তার পাখিব ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে।
(কোবাস) এমন দেশটি·· ইত্যাদি

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহাব দেশে
(কোরাস) এমন দেশটি···ইত্যাদি

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
(কোরাস) এমন দেশটি···ইত্যাদি

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।
(কোরাস) এমন দেশটি···ইত্যাদি।

I সা সা -া | মা -া মা I মা -া মা | মা মা -া I মা মা গপা | পা পা -া I পা পা -া | পন্ধা ধপা -া I
ধ ন ॰ ধা ন্ ন পু ষ্ প ভ রা ॰ আ মা ॰॰ দেব্ এ ই ব সু ন ধ॰ রা •
চ ন্ দ্র সূ র্ জ গ্র হ ॰ তা রা ॰ কো থা য়্॰ উ জ ল্ এ ম ন্ ধা॰ রা •
এ ত ॰ স্নি গ্ ধ ন দী ॰ কা হা র্ কো থা য়্॰ এ ম ন্ ধূ ম্ র পা হা ড়
পু ষ্ পে পু ষ্ পে ভ রা ॰ শা খী ॰ কু ন্ জে॰ কু ন্ জে গা হে ॰ পা খি •
ভা য়ে র্ মা য়ে র্ এ ত ॰ স্নে হ ॰ কো থা য়্॰ গে ॰ লে পা বে ॰ কে হ •

I মগা মা -া | ধা ধা -া I র্সণা ণা -া | ধা পমা গা I মা মা -া | ধা পধা র্সণা I ণা ধা -া | -া ধা ধা I
তা॰ হা র মা ঝে ॰ আ ছে ॰ দেশ্ এ॰ ক স ক ল দে শে॰ র সে রা ॰ ॰ ও সে
কো থা য়্ এ ম ন্ খে লে ॰ ত ড়ি॰ ত্ এ ম ন্ কা লো॰ • মে ঘে ॰ ॰ তা র
কো থা য়্ এ ম ন্ হ রি ত্ ক্ষে ত্॰ ত্র আ কা শ্ ত লে॰ ॰ মে শে ॰ ॰ এ মন্
গু ন্ জ রি য়া ॰ আ সে ॰ অ লি॰ ॰ পু ন্ জে পু ন্॰ জে ধে য়ে ॰ ॰ তা রা
ও মা ॰ তো মা র চ র ণ্ দু টি ॰ ব ক খে আ মা॰ র ধ রি ॰ ॰ আ মার্

I র্সা -া র্সা | ণা ণধা পা I ধা পধা পা | মা গা -া I সা গসা গা | মা পা ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I
স্ব প্ ন দি য়ে॰ ॰ তে ॰ রি সে দে শ্ স্মৃ তি॰ ॰ দি য়ে ॰ ঘে॰ রা ॰ ॰ ॰ ॰
পা খি র ডা কে॰ ॰ ঘু মি য়ে উ ঠি ॰ পা খি॰ র্ ডা কে ॰ জে॰ গে ॰ ॰ ॰ ॰
ধা নে র্ উ প॰ র্ ঢে উ খে লে যা য়্ বা তা॰ স্ কা হা র্ দে॰ শে ॰ ॰ ॰ •
ফু লে র উ প॰ র ঘু মি যে প ড়ে ॰ ফু লে॰ র্ ম ধু ॰ খে॰ য়ে ॰ ॰ ॰ •
এ ই দে শে তে ॰ জ ন্ ম যে ন ॰ এ ই॰ দে শে তে ॰ ম॰ রি • ॰ • ॰
(কোরাস)

II র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্রা র্সা -া | ণা ধা ণা I পধা পা -া | ধা পধা র্সণা I ণা ণা -া | -া ণা ণা I
এ ম ন্ দে শ্ টি কো থা ও খুঁ জে ॰ পা॰ বে ॰ না কো॰ ॰ তু মি ॰ ॰ ও সে

I র্রা র্সা -া | ণা ধা -া I পধা পা -া | মা গা -া I সা গা -া | গা -র্রা র্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সর্রা র্সা I
স ক ল্ দে শে র্ রা॰ ণী ॰ সে যে ॰ আ মা র্ জ ন্ ম ভূ মি ॰ ॰ সে॰ যে

I ণা ধা ণা | পধা র্সণা ণা I রা রা -া | -া রা গা I সা গা -া | মা ধা পা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ॰ ন্ ম ভূ মি ॰ ॰ সে যে আ মা র্ জ ন্ ম ভূ॰ মি ॰ ॰ ॰ ॰

উৎস—দ্বিজেন্দ্রগীতি

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে 'জয় মা জননী ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !'
—(কোরাস)—ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল 'জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !'

সদ্য-স্নান-সিক্ত বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকব-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেবিয়া নৃত্য করিছে তপন তাবকা চন্দ্র,
মন্ত্র মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্ত্র।
—(কোবাস)—'ধন্য হইল ধবণী তোমার'—ইত্যাদি···

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষব দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
—(কোরাস)—'ধন্য হইল ধরণী তোমার'···ইত্যাদি···

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে চুম্বি তোমার চরণপ্রান্ত।
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিয়া প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।
—(কোরাস)—'ধন্য হইল ধরণী তোমার'···ইত্যাদি···

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি, তোমার সন্তান তরে কতনা বেদনা কত না হর্ষ !
জগৎপালিনি। জগত্তারিণি। জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
—(কোরাস)—'ধন্য হইল ধরণী তোমার—ইত্যাদি···

I সা ধ্া সরগা | গা গা গা I গা গা গা | গা গা গা I রা গা হ্মা | হ্মা হ্মা হ্মা I হ্মা হ্মা পগা | পা -া -া I

যে দি ন্০০ সু নী ল্ জ ল ধি হ ই তে উ ঠি লে জ ন নী ভা র ত০ ব র্ ষ

স দ্ দ্০০ স্না ০ ন সি ক্ ত ব স না চি কু র সি ন্ ধু শী ক র০ লি প্ ত

শী র্ ষে০০ শু ০ ভ্র তু ষা র কি রী ট সা গ র উ র্ মি ঘে রি য়া০ জ ং ঘা

উ প রে০০ প ব ন প্র ব ল স্ব ন নে শূ ন্ নে গ র জি অ বি ০০ শ্রা ন্ ত

জ ন নি ০ তো মা র বো ক খে শা ন তি ক ন্ ঠে তো মা র অ ভ য় উ ক্ তি

I পা পা পা | ধা ধা ধা I ধা ধা ধা | নধা পা গা I রা গা না | না না র্সনা I ধা না র্রা | র্সা -া র্সা I

উ ঠি ল বি শ্ শে সে কি ক ল০ র ব সে কি মা ভ ক্ তি০ সে কি মা হ র্ ষ

ল লা টে গ রি মা বি ম ল হা০ স্ সে অ ম ল ক ম ল০ আ ন ন দী প্ ত

বো ক খে দু লি ছে মু ক্ তা র০ হা র প ন্ চ সি ন্ ধু০ য মু না গ ং গা

লু টা যে প ড়ি ছে পি ক ক ল০ র ব চু ম্ বি তো মা র০ চ র ণ প্রা ন্ ত

হ স্ তে তো মা র বি ত র অ০ ন ন চ র ণ তো মা র০ বি ত র মু ক্ তি

I পা ধা পা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা | র্সনা র্রর্সা -া I র্সা র্নর্সর্রা র্রা | র্রা র্রা র্রর্গা I সা র্রা র্সর্রর্গা | গা -া র্গা I

সে দি ন তো মা র প্র ভা য় ধ০ রা র্ প্র ভা০০ ত হ ই ল০ গ ভী র০০ রা ৎ ত্রি

উ প রে গ গ ন ঘে রি য়া নৃ০ ত্ ত ক রি০০ ছে ত প ন০ তা র কা০০ চ ন্ দ্র

ক থ ন মা তু মি ভী ষ ণ দী০ প্ ত ত ০০প্ ত ম রু র০ উ ষ র০০ দ্ শ্ শে

উ প রে জ ল দ হা নি যা ব০ জ্ র ক রি০০ যা প্র ল য়০ স লি ল০০ বৃ ষ্ টি

জ ন নী তো মা র স ন তা ন০ ত রে ক ত০০ না বে দ না০ ক ত না০০ হ র্ ষ

I র্গা র্পা র্পা | র্রা র্রা র্রা I র্সা র্সা র্সা | ধা ধা ধপা I পা ধা না | না না নর্সা I ধা না র্রা | র্সা -া র্সা I

ব ন্ দি ল স বে জ য মা জ ন নী০ জ গ ত্ তা রি নি০ জ গ দ্ ধা ত্ ত্রি

ম ন্ ত্র মু গ্ ধ চ র ণে ফে নি ল০ জ ল ধি গ র জে০ জ ল দ ম ন্ দ্র

হা সি য়া ক থ ন শ্যা ম ল শ স্ সে০ ছ ড়া য়ে প ড়ি ছে০ নি খি ল বি শ্ শে

চ র ণে তো মা র কু ন্ জ কা ন ন০ কু সু ম গ ন্ ধ০ ক রি ছে সৃ ষ্ টি

জ গ ৎ তা রি ণি জ গ জ্ জ ন নি০ জ গ ন মো হি নি০ ভা র ত ব র্ ষ

(কোরাস)

I সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা I না না নর্সা | ধা ধা -া I পা হ্মা পা | না ধা পধা I হ্মা পধা পা | গা -া গা I

ধ ন্ ন হ ই ল০ ধ র ণী০ তো মা র চ র ণ ক ম ল০ ক রি০ য়া স্প র্ শ

II

I র্গা র্গা র্গা | র্রা -া র্রা I র্সা র্সা ধা | র্রা র্সা র্সা I গা গা রা | গা পমা মা I গরা গা রনা | রা -া সা II

গা ই ল জ য়্ মা জ গ ন্ মো হি নী জ গ জ্ জ ন নী ভা০ র ত০ র্ ব ষ

উৎস : দ্বিজেন্দ্রগীতি

(১৬) কামিনী রায় সুর : অজ্ঞাত একতাল

শুনে যা আমাব মধুর স্বপন শুনে যা আমার আশার কথা।
নয়নের জল রয়েছে নয়নে প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।[১]
নিবিড় নীরব আঁধারে এলে, ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কী মোহন বলে ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।[২]
শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে, পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্মদা কাবেরী পঞ্চনদ কূলে একই কথা।[৩]
দেখিনু যতেক ভারত সন্তান, একতায় বন্দী, জ্ঞানে গরিয়ান,
আসিছে যেন গো তেজ মূর্তিমান অতীত সুদিনে আসিত যথা।[৪]
ভারত রমণী সাজাইছে ডালি, বীর শিশুকূল দেয় করতালি,
যত কূলবালা গাঁথি জয়মালা গাইছে উল্লাসে বিজয়গাথা।[৫]

II {সা সা সা | মা মা -া | মা পাঃ গাঃ | মধা পাঃ মাঃ I
শু নে যা আ মা ব্ ম ধু র্ স্ব প ন্

I মা গা গা | ধা পা ক্ষাপা | মা গা মা | রা সা -া I
শু নে যা আ মা ০র্ আ শা র্ ক থা ০

I পা পা ধা | -র্সা -র্সা -া | র্সর্রা র্সা নঃধঃ | ধনা ধা পা I
ন য় নে র্ জ ল্ র যে ছে০ ন য় নে

I ম গা -া | গা মধা পঃধপঃ | মা গা গমা | বা সা -া} II
প্রা ণে র ত বু ও০০ ঘু চে ছে০ ব্য থা ০

II {সা সা সা | মা মা -া | মা মা মা | -া মা মা I
নি বি ড নী র ব আঁ ধা বে র্ এ লে

I মা পা পা | পমা মা গা | মা পা পা | -া পা পা I
ভা সি তে ভা০ সি তে ন য় নে র্ জ লে

I পা ধা ধা | ধা ধা -ণধা | পা ধা পা | পা পা পমা I
কি জা নি ক খ ০ন্ কী মো হ ন ব লে০

I মা গা গা | গা মধা পা | মা গা গমা | রা সা -া} I
ঘু মা য়ে ক্ষ নে ক প ডি নু০ হে থা ০

I পা ধা পা | ধর্সা র্সা র্সা | র্সর্রা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা I
শু নি নু জা° হ্ বী য মু না র্ তী রে

I র্সা র্রা র্সা | র্রা রর্গা র্গা | র্রা র্সা নঃধঃ | ধনা ধা পা I
পু ণ্য দে ব স্তু তি উ ঠি ছে • ছে ধী রে

I র্সা না র্সা | র্সর্গা র্রা র্রা | র্সা না নর্সা | ধা পা পা I
কৃষ্ না গো দা° ব রী নর্ ম দা° কা বে রী

I মা গা গা | গা মধা পা | মা -গা গমা | রা সা -া II
পন্ চ ন দ কূ লে এ ক্ ই° ক থা •

II { সা সা সা | সমা মা -া | মা মা মা | মা মা -া I
দে খি নু য তে ক ভা র ত সন্ তা ন্

I মা পা পা | পঃমঃ মা গা | মা পা পা | পা পা -া I
এ ক তা °য় ব লী জ্ঞা নে গ রী যা ন্

I পা ধা ধা | ধা ধা ণধা | পা ধা পা | পা পাঃ মাঃ I
আ সি ছে যে ন গো° তে জ মূর্ তি মা ন্

I মা গা গা | গা মধা পা | মা গা গমা | রা সা -া } I
অ তী ত সু দি নে আ সি ত° য থা °

I { পা ধা পা | ধর্সা র্সা র্সা ! র্সর্রা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা I
ভা র ত র° ম ণী সা জা ই ছে ডা লি

I র্সা র্রা র্রা | র্রা র্রর্গা র্গা | র্রা র্সা নঃধঃ | ধনা ধা পা } I
বী র শি শু কূ ল দে য় ক° র তা লি

I র্সা না র্সা | সর্গা র্রা র্সা | র্সা না নর্সা | ধা পা পা I
মি লি য ত° বা লা গাঁ থি জ° য় মা লা

I মা -গা -গা | গা মধা পা | মা গা গমা | রা সা -া I II
গা ই ছে উল্ লা সে বি জ য়° গা থা •

উৎস : হারমোনিয়াম শিক্ষা
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স

স্বরলিপিকার : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের—তার বেশি আর সাধ্য নাই॥
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ পরের দোরে ভিক্ষে চাই॥
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই।
তবু তাই বেচে কাঁচ সাবান মোজা কিনে করলি ঘর বোঝাই॥
আয়রে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই—
'পরের জিনিস কিনবো না যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।'

II { ন্‌া সা -া | গা -া | গা মা I পা পা পা | না ধা | না -া I
॥
মা য়ে র্‌ দে ০ ও য়া মো টা ০ কা ০ প ড়্‌

I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্র্সা -া I না -ধা না | পা -া | -া -া I
মা থা য়্‌ তু ০ লে০ ০ নে ০ রে ভা ০

I পা -া ধা | র্সণা -ণা | ণধা -পা I পা ধা পা | মা -া I গা গা I
দী ন দুখ্‌ খি ০ নী ০ মা ০ যে তো ০ দে র্‌

I গা রা গা | গমা পধা | পা মা I মগা রা গা | সা -া | -া -া } I
তা র্‌ বে শি০ ০০ আ র্‌ সা ধ্‌ ধ না ০ ই ০

II পা পা -া | না ধা | না -া I র্সা -া র্সা | র্সা -না | র্র্সা -া I
মো টা ০ সু ০ তো র্‌ স ং গে মা ০ য়ে র্‌

I { র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা | র্র্সা -না I না র্সা র্সা | র্সা র্সা | (র্সা র্সা)} I পা পা I
অ পা র্‌ স্নে ০ হ০ ০ দে খ্‌ তে পা ই ০ ০ আম্‌ রা

I পা -া ধা | র্সা ণা | ণা ধা I পা ধা পা | মা -া | মগা -া I
এ ম্‌ নি পা ০ ষা ণ্‌ তা ই ফে লে ০ ও ই

I গা রা গা | রগা মপা | মা -া I গা রা মগা | সা -া | -া -া II
প রে র্‌ দো০ ০০ রে ০ ভি খ্‌ খে চা ০ ই ০

II { মা পা পা | না ধা | না -া I র্সা র্সা -া | র্সা -না | র্রা র্সা I
দু খ্ খী মা ॰ য়ে র্ ঘ রে ॰ তো ॰ দে র্
আ য়্ রে আ ম্ রা ॰ মা য়ে র্ না ॰ মে ॰

I র্সা র্সা র্গা | র্রা -া | র্সা র্রা I র্সনা না না | নর্সা -া | (র্সা র্সা) } I পা পা I
স বা র্ প্র ॰ চু র্ অ॰ ন ন না ই ও ই ত বু
এ ই প্র তি ॰ জ্ঞা ॰ ক॰ র্ ব তা ॰ ই ॰

I পা -া পা | পধা -া | ণা ধা I পা মা পা | মা -া | গা -া I
তা ই বে চে॰ ॰ কাঁ চ্ সা বা ন মো ॰ জা ॰
প রে র্ জি॰ ॰ নি স্ কি ন্ বো না ॰ য দি

I রা রা গা | মা ধা | পা -া I মা গা রা | গা -া | সা -া II
কি নে ॰ ক র্ লি ॰ ঘ র্ ॰ বো ॰ ঝা ই
মা য়ে র্ ঘ ॰ রে র্ জি নি স্ পা ॰ ই ॰

উৎস/রজনীকান্তের গান (মনোরঞ্জন সেন) ও নীহারবিন্দু সেন

(১৭) (ii) রজনীকান্ত সেন   সুর : রজনীকান্ত সেন

আমরা নেহাৎ গরিব আমরা নেহাৎ ছোটো,
তবু আজি সাতকোটি ভাই, জেগে ওঠো।
জুড়েদে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান, বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান ;
আমরা মোটা খাব ভাইরে পরবো মোটা
তবু মাখবো না ল্যাভেণ্ডার, চাইনে 'অটো' ॥
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে, আমরা রবো কি উপোসি ঘরে শুয়ে ?
হারাস নে ভাইরে আর এমন সুদিন
তোমরা মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো ॥
ঘরের দিয়ে আমরা পরের মেঙে, কিনবোনা ঠুনকো কাঁচ, যায় যে ভেঙে।
থাকলে গরিব হয়ে ভাইরে গরিব চালে—
তাতে হবে নাকো মান খাটো ॥

সা রা -া II রা -গা গা | -া গা -া I গা -া -া | গা গা -রা I গা -পা পা | -া পা জ্ঞা I
আম্ রা ॰ নে ॰ হা ত্ গ ॰ রি ॰ ব্ আম্ রা ॰ নে ॰ হা ত্ ছো ॰

I ধপা -া -া | মা গা -া I গা -মা মা | -া মা -া I মা -া মা | -া গা -া I
টো• • • ত বু • আ • জি • সা ত্‌ কো • টি • ভা ই
II

I গা -পা পা | -মা মা -গা I গা -া -া | সা রা -া I রা -গা গা | -া গা -া I গা -া -া | -া -া -া I
জে • গে • ও • ঠৌ • • আম্‌ রা • নে • হা ত্‌ গ • রি • • • • ব্‌

I { রা -া রা | -া রা -া I গা -া গা | -া হ্মা -া I পা -া পা | -ধা ধা -দা I নধা -া -া | -া -া -া I
জু • ড়ে • দে • ঘ • রে বৃ তাঁ ত্‌ সা • জা • দো • কা• • • • • ন্‌

I পা -া পা | -া হ্মা -া I পা -া পা | -হ্মা পা -া I গা -া গা | -পা মা -া I গা -া -া I
বি • দে • শে • না • যা য্‌ ভা ই গো • লা • বি • ধা • •

I (-া -া -া) } I গা গা রা I
• • ন্‌ "আম্‌ রা" •

I { গা -া গা | -র্সা র্সা -া I না -া -া | না না ধা I না র্রা র্সা | -া না -া I
মো • টা • খা • ব • • ভাই রে • প রৃ বো • মো •

I ধা -া -া | (গা গা রা) } I পা পা হ্মা I
টা • • আম্‌ রা • ত বু •

I { পা -পা পা | -া হ্মা -া I পা -া পা | -হ্মা পা -া I গা -া গা |
মা থ্‌ বো • না • ল্যা • ভে ন্‌ ভা র্‌ চা ই নে

I -পা মা -া I গা -া -া | (গা গা পা) } I সা রা -া II
• অ • টৌ • • ত বু • "আম্‌ রা" •

II { রা -া রা | -া রা -া I রা -গা গা | -া গা হ্মা I পা -া পা I
নি • য়ে • যা স্‌ মা • য়ে র্‌ দু ধ প • রে

I -ধা ধা -দা I নধা -া -া | পা পা হ্মা I
• দু • য়ে• • • আম্‌ রা •

I পা -া পা | -া হ্মা -া I পা -া পা | হ্মা পা ধা I পা -গা গা | -পা মা -া I গা -া -া | -া -া -া } I
র • ব • কি • উ • পো • সি • ঘ • রে • শু • য়ে • • • • •

I গা -া গা | -র্সা র্সা -া I না -া না | -ধা না -া I না-র্রা র্সা | -া না -া I ধা -া -া | -া -া -া } I
হা • রা স্‌ নে • ভা ই রে • আ র্‌ এ • ম ন্‌ সু • দি • • • • • ন্‌

I { পা -া পা | -া হ্মা -া I পা -া পা | -হ্মা পা -ধা I পা -গা গা |
মা • য়ে র্ পা • য়ে র্ কা • ছে • এ • সে

I -পা মা -া I গা -া -া | (গা গা পা) } I সা রা -া II
• জো • টো • • তোম্ রা • "আম্ রা" •

II { রা -া রা | গা গা -া I গা -া গা | -া গা হ্মা I পা -া পা | -ধা ধা -দা I নধা -া -া | -া -া -া I
ঘ • রে র দি • য়ে • আ ম্ রা • প • রে র্ মে • ভে• • • • • •

I পা -া পা | -া হ্মা -া I পা -া পা | -হ্মা -পা ধা I পা গা গা |
কি ন্ বো • না • ঠু ন্ কো • কাঁ চ্ যা য়্ যে

I -পা মা -া I গা -া -া | (-া -া -া) } I গা গা রা I
• ভে • ঙে • • • • • থাক্ লে •

I গা র্সা র্সা | -া র্সা -া I না -া -া | না না ধা I না -র্রা র্সা |
গ • রি ব্ হ • য়ে • • ভাই রে • গ • রি

I -া না -া I ধা -া -া | (গা গা -রা) } I -া -া -া I
ব্ চা • লে • • থাক্ লে • • • •

I { পা -া পা | -া হ্মা -া I পা -া হ্মা | পা পা ধা I পা -গা -া
তা • তে • হ • বে • • না কো • মা • •

I -পা মা -া I গা -া -া | (-া -া -পা) } I সা রা -া II
ন্ থা • টো • • • • • "আম্ রা" •

উৎস : কান্তগীতলিপি

তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত মণি-রঞ্জিত-নভো নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত কুশল দরশা ॥
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত হরষে সাগর-পদ-পরশে,
কূলে কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা ॥
ফিরে দিশি মলয়মন্দ, কুসুমগন্ধ বহিয়া,
আর্য গরিমা কীর্তি কাহিনী মুগ্ধজগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা কণ্ঠে বিজয় মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য হরষা ॥
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্বগগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি' ডাকিছে সুপ্তি-মগনে,
নিদ্রালস নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে
জাগাও বিশ্ব পুলক পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা ॥

সা সা II { সপা পা পমা | মা -া মজ্ঞা | জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞরা মজ্ঞা জ্ঞা I
ত ব চ র ণ৹ নি ম্ নে৹ উ ৎ স ব৹ ম য়ী

I জ্ঞঋা -া সা | সঋা ঋমা মা | জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | -া (সা সা) } I -া -া I
শ্যা৹ ৹ ম ধ৹ র৹ ণী স৹৹ র সা ৹ ত ব ৹ ৹

I ণ্‌া -া ণ্‌া | সা -া রা | জ্ঞা জ্ঞমা মা | মা মপা মপমা I
ঊ র্ ধ্বে চা ৹ হ অ গ৹ ণি ত ম৹ ণি৹৹

I মজ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞমা | জ্ঞা -া জ্ঞা | -ঋা ঋা সা I
র ন্ জি ত৹ ন ভো৹ নী ৹ লা ন্ চ লা

I সা দা দা | দা দা দপা | পা -ণা দা | -পা মা মা I
সৌ ম্ য্য ম ধু র৹ দি ব্ ব্যা ঙ্ গ না

I পা ণা ণদা | দপা পমা মপমা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা সা I
শা ন্ ত৹ কু৹ শ৹ ল৹৹ দ র৹ শা৹ ৹ ৹ ৹

I স্না -া ঋ | সঋা ঋমা মা | জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | -া সা মা II

শ্যা ॰ ম ধ॰ র॰ ণী স॰॰ র সা ॰ "ত ব"

-া -া II { দা -মা মা | দা -া দণা | ণা ণর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I

॰ ॰ দূ ॰ রে হে ॰ র॰ চ ॰ন্ দ্র কি র ণ

I র্সা -র্ঋা র্ঋা | -া র্ঋা র্সর্ঋা | র্সণা -র্সা র্সা | -া -া -া I

উ দ্ ভা ॰ সি ত॰ গ॰ ঙ্ গা ॰ ॰ ॰

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্মা | র্জ্ঞা -া র্রর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্ঋর্সা র্সণা I

নৃ ত্ ত্য পু॰ ল ক॰॰ গী ॰ তি॰ মু খ॰ র॰

I ণা ণা ণদা | দা দপা পণা | দণদা -া পা | -া -া -া } I

ক লু ষ॰ হ র॰ ত॰ র॰॰ ঙ্ গা ॰ ॰ ॰

I { সা -া দা | দা -া দপা | মপা পমা মা | -া -া -া I

ধা ॰ য়্ ম ত্ ত॰ হ॰ র॰ ষে ॰ ॰ ॰

I জ্ঞা -মা মা | মা পমা পমা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা -সা } I

সা ॰ গ র প॰ দ॰ প র॰ শে॰ ॰ ॰ ॰

I সা সা সা | সদা দা দপা | পা পণা দা | -পা মা মা I

কূ লে কূ লে ক রি॰ প রি॰ বে ॰ শ ন

I পা -ণা ণদা | দপা পমা মপমা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা সা I

ম ঙ্ গ॰ ল॰ ম॰ য়॰॰ ব র॰ ষা॰ ॰ ॰ ॰

I সা -া ঋা | সঋা ঋমা মা | জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | -া সা সা II

শ্যা ॰ ম ধ॰ র॰ ণী স॰॰ র সা ॰ "ত ব"

-া -া II { দা দমা দা | দা দা দণা | ণা ণর্সা র্সা | র্সা -া র্সা I

॰ ॰ ফি রে॰ দি শি দ্বি শি॰ ম ল॰ য় ম ন্ দ

I র্সা র্সর্ঋা র্ঋা | র্ঋা -র্ঋর্সা র্সর্ঋা | র্সণা ণর্সা র্সা | -া -া -া I

কু সু॰ ম গ ॰ন্ ধ॰ ব॰ হি॰ য়া॰ ॰ ॰ ॰

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্মা | র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্ঋা | র্ঋা র্ঋর্সা র্সা I

আ বৃ য গ॰ রি মা॰॰ কী র্ তি॰ কা হি॰ নী

I ণা -া ণদা | দা দপা পণা | ণদা দপা পা | -া -া -া } I

মৃ গ্ ধ॰ জ গ॰ তে॰ ক॰ হি॰ য়া ॰ ॰ ॰

I { সা -দা দা | দা দঃ পঃ | মপা পমা মা | -া -া -া I
হা ০ সি ছে দি গ্ বা০ লি০ কা ০ ০ ০

I জ্ঞা -জ্ঞমা মা | মা মপা মা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা সা } I
ক ০ণ্ ঠে বি জ০ য মা লি০ কা০ ০ ০ ০

I সা সা সা | -দা দা দপা | পা -ণা দা | পা -মা মা I
ন ব জী ০ ব ন০ পু ষ্ প ব্ ষ্ টি

I পা -পণা দা | পা -মা মপমা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা সা I
ক রি০ ছে পু ণ্ ণ০০ হ র০ ষা০ ০ ০ ০

I সা -া ঋা | সঋা ঋমা মা | জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | -া সা সা I
শ্যা ০ ম ধ০ ব০ নী স০০ র সা ০ "ত ব"

-া -া II { দা -া -মা | দা -া দণা | ণা -র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
০ ০ ও ০ ই হে ০ ব০ স্নি গ্ ধ স বি তা

I র্সা র্সঋা ঋা | ঋা র্সা র্সঋা | র্সণা ণর্সা র্সা | -া -া -া I
উ দি০ ছে পূ র্ ব০ গ০ গ০ নে ০ ০ ০

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | -র্রা র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞর্মা | জ্ঞা র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা | ঋা ঋর্সা র্সা I
কা ন্ তো জ্ জ্ব ল০০ কি র ণ০ বি ত০ রি

I ণা ণা ণা | দা -পা পণা | ণদা দপা পা | -া -া -া } I
ডা কি ছে সু প্ তি০ ম০ গ০ নে ০ ০ ০

I { সা -দা দা | -া দা দপা | মপা পমা মা | -া -া -া I
নি ০ দ্রা ০ ল স০ ন০ য়০ নে ০ ০ ০

I জ্ঞা জ্ঞমা মা | মা মপা মপমা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা সা } I
এ খ০ নো ব বে০ কি০০ শ য়০ নে০ ০ ০ ০

I সা সা দা | দা -া দপা | পা পণা দা | পা পমা মা I
জা গা ও বি শ্ শ০ পু ল০ ক প র০ শে

I পা -ণা ণদা | দপা পমা মপমা | জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা | -া ঋা সা I
বো ক্ খে০ ত০ রু০ ণ০০ ভ র০ সা০ ০ ০ ০

I সা -া ঋা | সঋা ঋমা মা | জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা | -া সা সা II II
শ্যা ০ ম ধ০ র০ নী স০০ র সা ০ "ত ব"

উৎস : কান্ত গীতলিপি

(১৮) (i) অতুলপ্রসাদ সেন　　সুর ঃ অতুলপ্রসাদ সেন　　মিশ্র/দাদরা-একতালা

বলো বলো বলো সবে　　শত বীণা-বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ সভার　　শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে　　কর্মে মহান হবে,
নবদিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে ॥

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,　　ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী ;
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,　　এখনো অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন　　প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন
কহিছে গৌরব কাহিনী ॥

বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী　　সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতী　　আমরা তাঁদের সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান　　পতি পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ
আমরা তাঁদেরই সন্ততি ॥

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা　　অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা
নানক-নিমাই করেছিল ভাই　　সকল ভারত নন্দনে।
ভুলি ধর্ম দ্বেষ জাতি অভিমান　　ত্রিশ কোটি দেহ হবে একপ্রাণ
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে ॥

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে　　ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে　　জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প ধন বাণিজ্য　　আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য
আসিবে আবার আসিবে ॥

এসো হে কৃষক কুটির নিবাসী　　এসো অনার্য গিরিবনবাসী
এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী　　মিলো হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত এসো হে শিক্ষিত　　পরহিত ব্রতে হইয়া দীক্ষিত
মিলো হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান　　এসো হে পারসী-বৌদ্ধ-খ্রীস্টিয়ান,
মিলো হে মায়ের চরণে ॥

(দ্রুতলয়)

II ধা ধা ধা | ণা র্সা ণা I ণা ধা -া | -া -া -া I মধা ধা ধা | ধা ধা ণা I ধা পা -া | -া -া -া I
ব লো ব লো ব লো স বে • • • • শ০ ত বী ণা বে ণু র বে • • • •

I ᵍপা পা -া | পা ধা -া I পা মা গা | গা -া -া I সা -া সা | রা গা পা I পা মা -া | -া -া -া I
ভা র ত্ আ বা র্ জ গ ত স ভা য়্ শ্রে ষ্ ঠ আ স ন ল বে ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা | র্সা র্রা -া I র্সা ণা -া | -া -া -া I ণা -া ণা | ণা র্রা -া I র্সা ধা -া | -া -া -া I
ধ র্ মে ম হা ন্ হ বে ০ ০ ০ ০ ক র্ মে ম হা ন্ হ বে ০ ০ ০ ০

I ᵐধা ধা ধা | ধা ণা ধা I পা পা পা | পা ধা -া I সা সা বা | গা মা পা I ধা মা -া | -া -া -া II
ন ব দি ন ম ণি উ দি বে আ বা র্ পু রা ত ন এ পূ র বে ০ ০ ০ ০

(বিলম্বিত লয়)

II মা মা ণা | ধা ধা -না | না না না | না র্সা র্সা I না না না | -া র্সা -া | না র্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
আজ্ ও গি রি রা জ্ র য়ে ছে প্র হ রী ঘি রি তি ন্ দি ক না চিং ছে ল হ রী

I পা ধা পা | মা গপা মগরগা | মা মা পা | পা পধা ধপা I
যা য়্ নি শু কা০ য়ে০০০ গং গা গো দা ব০ রী

I গা গা মা | পা ধা ধা | পধণর্সা -া ণা | ধা -া -া I
এ খ নো অ মৃ ত বা০০০ ০ হি নী ০ ০

I র্সা র্সা র্গা | -া র্গা র্গা | র্গা র্গর্মা র্রা | র্রর্গর্রা ᵍনা র্সা I
প্র তি প্রা ন্ ত র প্র তি০ গু হা০০ ব ন

I না না না | র্সা র্সা র্সা | না র্সর্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
প্র তি জ ন প দ তীর্ থ০০ অ গ ণ ণ

I পা পপধা পা | মা গবা গা | গা -া গা | মা -া -া II
ক হি০০ ছে গৌ র০ ব কা ০ হি নী ০ ০

II মা মা ণা | ধা ধা না | না না না | না র্সা র্সা I
বি দু ষী মৈ ত্রে য়ী খ না লী লী ব তী

I না না না | না র্সা র্সা | না র্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
স তী ০ সা বি ত্রী সী তা০ অ রুন্ ধ তী

I পা ধা পা | মা গপা মগরগা | মা মপা পা | পা পধা পা I
ব হু বী র বা০ লা০০০ বী রেন্ দ্র প্র সূ০ তী

I গা গা মা | পা ধা ধা | পধণর্সা -া ণা | ধা -া -া I
আ ম রা তাঁ দে রি স০০০ ন্ ত তি ০ ০

I র্সা র্সর্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গর্মা র্রা | র্রর্গর্রা র্সনা -র্সা I
অ ন॰ লে দ হি য়া রা থে॰ যা রা॰॰ মা ন্

I না না না | র্সা র্সা র্সা | না র্সর্সর্রা র্সা | ণা ধা -া I
প তি পু ত্র ত রে স্থ থে॰॰॰ ত্য জে প্রা ণ্

I পা পপধা পা | মা গরা গা | গা -া গা | মা -া -া II
আ ম॰॰ রা তাঁ দে॰ রি স ন্ ত তি ॰ ॰

II মা মা ণা | ধা ধা না | না না না | না র্সা র্সা I
ভো লে নি ভা র ত ভো লে নি সে ক থা

I না না না | -া র্সা র্সা | না র্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
অ হিং সা র্ বা ণী উ ঠে॰ ছি ল হে থা

I পা ধা পা | মা গপা -মগরগা | মা মা পা | পা পধ্মা -ধপা I
না ন ক নি মা॰ ॰॰॰ই ক রে ছি ল ভা॰ ই

I গা গা মা | পা ধা ধা | পধণর্সা -া ণা | ধা -া -া I
স ক ল ভা র ত ন॰॰॰ ন্ দ নে ॰ ॰

I র্সা র্সা র্গা | র্গা র্গা -া | র্গা র্গর্মা র্রা | র্রর্গর্রা র্সনা র্সা I
ভু লি ধর্ ম দ্বে ষ্ জা তি॰ অ ভি॰॰ মা ন্

I না -া না | র্সা র্সা র্সা | না র্সর্সর্রা র্সা | ণা ধা -া I
ত্রি শ কো টি দে হ হ্ বে॰॰ এ ক্ প্রা ণ্

I পা পপধা পা | মা গরা গা | গা -া গা | মা -া -া II
এ ॰॰ক্ জা তি প্রে॰ ম ব ন্ ধ নে ॰ ॰

II মা মা ণা | ধা ধা না | না না না | না র্সা র্সা I
মো দে র্ এ দে শ্ না হি র বে পি ছে

I না না না | না র্সা র্সা | না র্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
ঋ ষি রা জ কু ল জ ন্॰ মে নি মি ছে

I পা ধা পা | মা গপা মগরগা | মা মা পা | পা পধ্মা ধপা I
দু দি নে র্ ত॰ রে॰॰॰ হী ন তা ব হি॰ ছে

I গা গা মা | পা ধা -া | পধণর্সা -া ণা | ধা -া -া I
জা গি বে আ বা র্ জা॰॰॰ ॰ গি বে ॰ ॰

I র্সা র্গা র্গা | র্গা -া র্গা | র্গা র্গর্মা র্রা | র্রর্গর্রা র্সনা র্সা I
আ সি বে শি ল্ প ধ নং বা নিং• জ্ জ

I না না না | র্সা -া র্সা | না র্সর্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
আ সি বে বি দ্ দা বি নং• য় বী র্ য

I পা পপধা পা | মা গরা গা | গা -া গা | মা -া -া II
আ সি-• বে আ বাং র আ • সি বে • •

II মা মা ণা | ধা ধা না | না না না | না র্সা র্সা I
এ সো হে কৃ ষ ক্ কু টী র নি বা সী

I না না না | না র্সা র্সা | না র্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
এ সো হে অ নার্ য গি রিং ব ন বা সী

I পা ধা পা | মা গপা মগরগা | মা মা পা | পা পহ্মা ধপা I
এ সো হে সং সাং রী••• এ সো হে সন্ নাং সী

I গা গা মা | পা ধা ধা | পধণর্সা -া ণা | ধা -া -া I
মি ল হে মা য়ে র চ••• • র ণে • •

I র্সা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গর্মা র্রা | র্রর্গর্রা র্সনা র্সা I
এ সো অ ব ন ত এ সোং হে শিংক্ খি ত

I না না না | র্সা র্সা র্সা | না র্সর্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
প র হি ত ব্র তে হ ইং• য়া দীক্ খি ত

I পা পপধা পা | মা গবা গা | গা -া গা | মা -া -া I
মি লং• হে মা য়েং র চ • র ণে • •

I র্সা র্গা র্গা | র্গা -া র্গা | র্গা র্গর্মা র্রা | র্রর্গর্রা র্সনা র্সা I
এ সো হে হি ন্ দু এ সোং মু সং ল্ মা ন্

I না না না | র্সা র্সা র্সা | না র্সর্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
এ সো হে পা র সী বৌ ••দ্ ধ খৃস্ টি য়ান্

I পা পপধা পা | মা গরা গা | গা -া গা | মা -া -া II
মি লং• হে মা য়েং র চ • র ণে • •

উৎস: কাকলি (৪)

(১৮) (ii) অতুলপ্রসাদ সেন স্বর: অতুলপ্রসাদ সেন মিশ্র/ত্রিতাল (স্বর: ইংরাজি)

উঠগো ভারতলক্ষ্মী উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা
ছাড়োগো ছাড়ো শোকশয্যা করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক ধনধান্যে।
—জননী গো, লহো তুলি বক্ষে সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো॥
কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে
তোমার অভয় পদ স্পর্শে নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
—জননী গো লহ তুমি বক্ষে···ইত্যাদি ··
ভারত শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিলকূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ পুঞ্জে তপঃ তুঞ্জে
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।
—জননী গো লহ তুলি বক্ষে···ইত্যাদি···

I সা	গা	গা	গা	| গা	পা	পা	পা	| মা	গা	রা	-া	| -া	-া	রা	গা I
উ	০	ঠ	গো	ভা	০	র	ত	ল	ক্	ষী	০	০	০	উ	ঠ
কা	ন্	ডা	রি	না	০	হি	ক	ক	ম	লা	০	০	০	দু	খ
ভা	র	ত	শ্ম	শা	ন	ক	র	পূ	র্	ণ	০	০	০	পু	ন

I মা	-া	মা	মা	| গা	গা	রা	সা	| রা	-া	সা	-া	| -া	-া	-া	-া I
আ	০	দি	জ	গ	ত	জ	ন	পূ	জ্	জা	০	০	০	০	০
লা	ন্	ছি	ত	ভা	০	র	ত	ব	র্	ষে	০	০	০	০	০
কো	০	কি	ল	কূ	০	জি	ত	কু	ন্	জে	০	০	০	০	০

I পা	-া	পা	পা	| -া	ধা	পা	ধা	| পা	-মা	মা	-া	| -া	-া	সা	রা I
দু	ক্	খ	দৈ	ন্	ন	স	ব	না	০	শি	০	০	০	ক	র
শ	ং	কি	ত	মো	রা	স	ব	যা	০	ত্রী	০	০	০	:কা	ল
দ্বে	০	ষ	হি	ং	সা	ক	রি	চূ	র্	ণ	০	০	০	ক	র

I গা -া গা গা | রা -া রা ন্‌া | বা সা -া | -া -া -া I
দ ০ রি ত ভা ০ র ত ল জ্ জা ০ ০ ০ ০ ০
সা ০ গ র ক ম্ প ন দ ব্ শে ০ ০ ০ ০ ০
পূ ০ রি ত প্রে ম অ লি গু ন জে ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া গা গা | গা গা বা গা | মা -া মা -া | -া -া গা মা I
ছা ০ ডো গো ছা ডো শো ক শ য্ যা ০ ০ ০ ক ব
তো মা র অ ভ য প দ স্প র্ শে ০ ০ ০ ন ব
দ ০ রি ত ক র পা প পু ন্ জে ০ ০ ০ ত প

I পা -া পা -া | -া -া মা পা | ধা ধা পা ধা | না না ধা না I
স জ্ জা ০ ০ ০ পু ন ক ম ল ক ন ক ধ ন
হ র্ ষে ০ ০ ০ পু ন চ লি বে ত ব র্ণা শু ভ
তু ন্ জে ০ ০ ০ পু ন বি ম ল ক ব ভা র ত

I র্সা -া র্সা -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া I
ধা ন্ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
ল ক্ খ্যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
পু ন্ ণে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দ্রুতলয়

I গা া সা -া | গা -া -া রা | সা -রা গা মা | গা -া রা -া I
জ ০ ন ০ নী ০ ০ গো ল হ তু লি বো ক্ খে ০

I রা মা মা মা | মা -া -া গা | রা গা মা পা | মা -া গা -া I
সা ন্ ত ন বা ০ ০ স্ দে হ তু লি চো ক্ খে ০

I গা -পা পা -া | পা -া পা পা | ধা পা মা গা | রা -া -া -া I
কাঁ ০ দি ০ ছে ০ ত ব চ র ণ ত লে ০ ০ ০

I রা গা মা রা | গা সা রা গা | গরা -া -া ন্‌া | সা -া -া -া II
ত্রি ং শ তি কো টি ন র না ০ ০ রী গো ০ ০ ০

উৎস: শতগান (ক্রমিক সংখ্যা ৫২)
কাকলি (৫ম খণ্ড)

হও ধরমেতে ধীর   হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান   হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়॥
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ   হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন   ওই দেখো প্রভাত উদয়।
ওই দেখ প্রভাত উদয়॥
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,   বিবিধেব মাঝে দেখো মিলন মহান :
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান   জগজন মানিবে বিস্ময়।
জগজন মানিবে বিস্ময়॥
ন্যায় বিবর্জিত যাদের করে   বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে   সত্যের নাহি পরাজয়
সত্যের নাহি পবাজয়॥

সা রা II গা গা গা গা | গা -া গা -া I মা গা মা রা | রা -া গা মা I
হ ও ধ র মে তে ধী র্ হ ও ক র মে তে বী র্ হ ও
॥

I পা -া মা গা | রসা -া রা গা I সা -া -া -া | -া -া না না I
উ ন্ ন ত শি॰ র্ না হি ভ ॰ ॰ ॰ ॰ য়্ ভু লি

I র্সা না ধা -া | ধা -া ধা -া I না ধা পা ক্ষা | পা -া পা পা I
ভে দা ভে দ জ্ঞা ন্ হ ও স বে আ গু য়া ন্ সা থে

I পা ণা ধা পা | মা -া পা ধা I গা -া -া -া | -া -া সা রা II
আ ছে ভ গ বা ন্ হ বে জ ॰ ॰ ॰ ॰ য়্ "হ ও"

-া -া II {না -া না -া | না না না না I না র্সা সধা না | র্সা -া -া -া I
॰ ॰ তে ॰ ত্রি শ্ কো টি মো রা ন হি ক ভু ক্ষী ॰ ॰ ণ্

I র্সা র্সা র্সা র্সা | না -া না নর্সা I ধা না র্সা না | ধপা -া -া -া} I
হ তে পা রি দী ন্ ত বু ন হি মো রা হী॰ ॰ ॰ ন্

I পা ণা ধা ণা | ধা ধা ধা ণা I ধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
ভা ব তে জ ন ম পু ন আ সি বে সু দি • • ন্

I র্সা ণা ধা পা | মা গা বা গা I মা -া -া -া | মা -া মা -া I
ও ই দে খো প্র ভা ত উ দ ◦ ◦ য্ ও ই দে খো

I গা গা রা গা | সা -া সা -রা II
প্র ভা ত উ ় য্ "হ ও"

II { না না না না | না না না -া I না র্সা 'ধা না | সা -া -া -া I
না না ভা ষা না না ম ত্ না না প বি ধা • • ন

I র্সা র্সা র্সা -া | না না না নর্সা I ধা না র্সা না | ধপা -া -া -া } I
বি বি ধে ব্ মা ঝে দে খো মি ল ন ম হা • • • ন

I পা ণা ধা ণা | ধা ধা ধা ণা I ধা সা ণা ধা | পা -া -া -া I
দে খি যা ভা ব তে ম হা জা তে র উং থা ◦ ◦ ন

I র্সা ণা ধা পা | মা গা বা গা I মা -া -া -া | মা মা মা মা I
জ গ জ ন মা নি বে বিস্ ম ◦ ◦ য্ জ গ জ ন

I গা গা বা গা | সা -া সা -বা II
মা নি বে বিস্ ম য্ "হ ও"

II { না -া না না | না -া না না I না সা 'ধা না | সা -া -া -া I
ন্যা ◦ য বি রা ◦ জি ত যা দে র ক বে ◦ ◦ ◦

I র্সা -া র্সা র্সা | না -া না নর্সা I ধা না সা না | ধপা -া -া -া } I
বি ঘ্ ন প রা ◦ জি ত তা দে র শ বে ◦ ◦ ◦

I পা ণা ধা ণা | ধা ধা ধা ণা I ধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
সা ম্ য ◦ ক ভু না হি স্বা র্ থে ভ বে • • ◦

I র্সা না ধা পা | মা গা বা গা I মা -া -া -া | মা -া মা মা I
স ত্ তে র না হ প রা জ ◦ ◦ য্ স ত্ তে র

I গা গা রা গা | সা -া সা রা II II
না হি প রা জ য্ "হ ও"

উৎস: কাকলি (১)

(১৯) (i) সরলাদেবী　　　　স্থর : সরলাদেবী　　　　খাম্বাজ/একতাল (বিকল্পে দাদরা)

বন্দি তোমায় ভারত-জননী বিদ্যামুকুটধারিণি !
বরপুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব-মণি মালিনি !
কোটি সন্তান আঁখি তর্পন হৃদি আনন্দকারিনি !
মরি বিদ্যামুকুটধারিণি !
যুগ যুগান্তে তিমির অন্তে হাস মা কমল-বরিণি !
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী !
নবজীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী !
হাস মা কমল-বরণি !
এসেছে বিদ্যা আসিবে ঋদ্ধি শৌর্যবীর্যশালিনী।
আবার তোমায় দেখিব জননী সুখে দশদিক পালিনী।
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পরকরবালিনি !
শৌর্যবীর্যশালিনি !

[বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতাস্থ সংগীত সমাজ হইতে সম্মান ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হয়। এই সঙ্গীতটি তদুপলক্ষে রচিত]

II { পা -া পা | মপাধা ধা -া | পধা ধণর্সা ণা | ধা পা পা I
ব ন্ দি তো মা য়্ ভা০ র০০ ত জ ন নী

I পা -া ধা | পধপা মগা মা | মগা -া মা | পধণর্সা -ণধা পমা) } I
বি দ্ দা মু০০ কু০ ট ধা ০ রি ণি০০০ ০০ ০০

I র্সা র্সা র্রর্গা | -র্মা র্গা র্রা | র্সা না র্সা | -না র্সা র্সা I
ব র পু০ ৎ ত্রে র ত প অ র্ জি ত

I র্সর্রা -র্সা ণা | ধা পা মা | মগা -া মা | পধণর্সা ণধা পমা I
গৌ ০ র ব ম ণি মা ০ লি নি০০০ ০০ ০০

I পা পা পা | -া ধর্সা র্সা | ণা ধা ধর্সা | -ণধা পা মা I
কো টি স ন্ তা০ ন আঁ খি ত০ ০র্ প ণ

I ধা পা পা | ধা -া পা | ধা পা ধণা | -ধপা ধা -া I
হৃ দি আ ন ন্ দ কা রি ণি ০০ ০ ০

I -া -া -া | -া -া -া | -া -া -া | -া পা পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম রি

I র্সা -া র্সা | র্রর্গা র্মর্পা র্মর্গা | র্রর্সনা -া র্সা | নর্সা -র্রর্সা ণধপমা II
বি দ্ দা মু৽ কু৽ ট৽ ধা৽৽ ৽ রি ণি৽ ৽৽ ৽৽৽৽

II { পা পা পা | পা -া পা | ধা র্সা র্সা | র্রা -া র্রা I
যু গ যু গা ন্ ত তি মি র অ ন তে

I র্সা র্সা র্সা | র্রা র্রা র্গর্রা | র্সা র্রা র্সর্রর্সা | -ণা -ধা -পা I
হা স মা ক ম ল৽ ব ব ণি৽৽ ৽ ৽ ৽

I পা না -া | না না না | র্সা -া না | র্সা র্সা র্সা I
আ শা র আ লো কে ফু ল্ ল হৃ দ যে

I পা র্সা -না | র্সা র্সা নর্সর্রা | র্সা ণা ধা | -া -া -া I
আ বা ব শো ভি ছে৽৽ ধ ব ণী ৽ ৽ ৽

I ধা ধা ধা | ধা ধপা ধা | ণা র্সা ধর্সা | ণধা পা পা I
ন ব জা ব নে৽ র প স বা৽ ব৽ হি যা

I পা ধা পধপা | মা গা মা | মগা মা পধা | -ণর্সা -ণধা -পা I
আ সি ছে৽৽ কা লে র ত ব ণী৽ ৽৽ ৽৽ ৽

I র্সনা র্সা র্সা | র্রর্গা র্মর্পা র্মর্গা | র্রর্সনা র্সা নর্সা | র্রর্সা -ণধা -পমা II
হা৽ সো মা বি৽ ম৽ ল৽ ব র ণি৽ ৽ ৽৽ ৽৽

II { পা পা পা | পা -া পা | ধা র্সা র্সা | র্রা -া র্রা I
এ সে ছে বি দ্ দা আ সি বে ঋ দ্ ধি

I র্সা -া র্সা | র্রা -া র্গর্রা | র্সা র্রা র্রা | র্সণা -ধপা -া } I
শৌ র্ য বী র্ য৽ শা ৽ লি নি৽ ৽৽ ৽

I পা না -া | না না -া | র্সা র্সা না | র্সা র্সা র্সা I
অ বা র্ তো মা য়্ দে খি ব জ ন নি

I পা র্সা না | র্সা র্সা -া | নর্সা র্রা র্সা | ণা -ধা -া I
সু খে দ শ দি ক্ পা৽ ৽ লি নি ৽ ৽

I ধা ধা ধা | ধা ধপা ধা | ণা র্সা ধর্সা | ণধা পা পা I
অ প মা ন ক্ষ৽ ত জু ড়া ই৽ বি৽ মা ত

I পা -া ধা | পধপা মগা মা | মগা -া মা | পধা -ণর্সা -ণধপা I
থ র্ প র৽৽ ক৽ র বা ৽ লি নি৽ ৽৽ ৽৽৽

I	ᐟনা	-র্সা	র্সা	|	র্বর্গা	-র্মর্পা	-র্মর্গা	|	রর্সনা	-র্সা	র্সা	|	নর্সা	-র্রর্সা	-ণধপমা	I
	শৌ	ব্	য		বী০	০র	য০		শা	০	লি		নি০	০০	০০০০	

উৎস : (১) শতগান ক্রমিক সংখ্যা ৪১) স্বরলিপিকার : সরলাদেবী
(২) গীতি ত্রিংশতি ঐ নীহারবিন্দু সেন

(১৯) (॥) সরলাদেবী সুর : সরলাদেবী মিশ্র/কাহারবা

মন্ত্র স্তব্ধ জড় কণ্ঠ রুদ্ধ
তেত্রিশ কোটি আজ হও প্রবুদ্ধ।

পুণ্য স্মৃতি সেই আর্যাবর্ত
গ্রাসে গহন ভীম কাল আবর্ত
বেদ ঘোষ ওঙ্কার ধ্বনিতে
বীর হস্তে টঙ্কার স্বনিতে
কর হে কর পুনঃ দশদিশি ক্ষুব্ধ।

তেজধাম সেই ভারতবর্ষ
নাশে মূঢ়তা বৃথা সংঘর্ষ
ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে ব্রাহ্মণে শূদ্রে
ধনী নির্ধনে মিল বৃহতে ক্ষুদ্রে
মানবী প্রেমে উজ্জ্বল শুদ্ধ।

কারুভূমি সেই হিন্দুস্থান
উপবাসে করে মৃত্যুপ্রয়াণ
বহু মত শরণ বিশাল ক্রোড়
হতমান নিপতিত দাস্যে ঘোর
মুক্ত করহ ছাড় ভাই ভাই যুদ্ধ।

[১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন উপলক্ষে রচিত ও গীত]

I	না	-া	ধা	ধা	|	-পা	পা	পা	পা	I	ক্ষপা	-ধা	পা	-া	|	পক্ষা	-া	গা	গা	I
	ম	ন্	ত্র	স্ত		ব্	ধ	জ	ড		ক০	ন	ঠ	০		রু০	দ	ধ		
I	রা	-া	গা	-রা	|	গা	গা	মা	মা	I	গা	-া	রা	রা	|	সন্া	-রা	সা	-া	I
	তে	০	ত্রি	শ		কো	টি	আ	জ		হ	০	ও	প্র		বু০	দ	ধ	০	
I	র্সা	-া	র্গা	র্রা	|	র্গা	র্গা	র্মা	র্মা	I	র্গর্রা	র্গা	-া	র্রা	|	র্সনা	র্রা	র্সা	-া	I
	তে	০	ত্রি	শ		কো	টি	আ	জ		হ০	ও	০	প্র		বু০	দ্	ধ	০	
I	রা	-া	গা	-রা	|	গা	গা	মা	মা	I	গরা	-গা	রা	রা	|	সন্া	-রা	সা	-া	II
	তে	০	ত্রি	শ		কো	টি	আ	জ		হ০	০	ও	প্র		বু০	দ্	ধ	০	

II	পা	-া	ধা	পা	|	র্সা	র্সা	র্সা	-পা	I	পা	ধা	না	না	|	ধা	নধা	পা	-া	I
	পু	ন্	ন	স্মৃ		০	তি	সে	ই		আ	র্	যা	০		ব	০র্	ত	০	
	তে	০	জ	ধা		০	ম	সে	ই		ভা	০	র	ত		ব	০র্	ষ	০	
	কা	০	রু	ভূ		০	মি	সে	ই		হি	ন্	দু	স্থা		০	০	ন্	০	

II সা -রা গা গা | গা গা মা রা I গা -পা পা পা | হ্মা -পা ধা -না I

গ্রা ০ মে গ ঞ্চ ন ভা ম কা ০ ল অ ব বৃ ত ০

না ০ শে মু ০ ড তা ০ বৃ থা স ং ঘ র্ ষ ০

উ প বা ০ সে ০ ক বে মৃ ত্যু ০ প্র যা ০ ০ ণ্

I পা -া ধা পা | র্সা র্সা র্সা র্সা I -া -া -া -া | -া । -া -া I

পু ন ন স্ম ০ তি সে ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

তে ০ জ ধা ০ ম সে ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বা ০ ক ভূ ০ মি সে ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা ধা পা | র্সা র্সা র্সা -া I র্সা -া -া র্রা | র্সা -র্সা র্সা -া I

রে ০ দ ঘো ০ ষ ও ং কা ব ০ ০ ধ্ব নি তে ০

ক্ষ ০ ত্রি য়ে বৈ শ্ শে ০ ব্রা ম্ ভ নে শূ ০ দ্রে ০

ব হু ম ত শ র ণ ০ বি শা ০ ল ক্রো ০ ০ ড

র্সা র্রা র্রা র্রা | -র্রা র্রা র্রা -া I র্সা -র্রা -র্সর্রর্গা র্গা | র্রা র্রা র্সা -া I

বী ০ র হ স্ ত ট ং কা ০ ০০০ ব স্ব নি তে ০

ধ নী নি র্ ধ নে মি ল র হ তে০০ ০ ক্ষ ০ দ্রে ০

হ ত মা ন্ নি প তি ত দা স সে০০ ০ ঘো ০ র ০

I র্গা র্গা র্গা -া | র্রা র্রা র্সা -া I র্রা র্সা না ধা | পা -া ধা গা I

ক র হে ০ ক র পু ন দ শ দি শি ক্ষ ব ধ ০

মা ০ ন বী প্রে ০ মে ০ উ জ্ জ্ব ল শু দ ধ ০

মু ক্ ত ক র হ ছা ড ভা ই ভা ই যু দ ধ ০

I গা পা পা ধা | ধা না না র্সা I -নধা না ধা ধা | পা -া -া -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রা -া গা -রা | গা গা মা মা I গধা -গা -া ধা | সনা ধা সা -া I

তে ০ ত্রি শ কো টি আ জি হং ০ ও প্র বুং দ ধ ০

I র্সা -া র্গা -র্গর্রা | র্গা র্গা র্মা র্মা I র্রর্গা -র্গা -া র্সা | র্সনা -র্রা র্সা -া I

তে ০ ত্রি ০শ কো টি আ জি হং ০ ও প্র বুং দ্ ধ

I রা -া গা -রা | গা গা মা মা I পা -া ধা ধা | না -া র্সা -া II

তে ০ ত্রি শ্ কো টি আ জি হ ০ ও প্র বু দ্ ধ ০

উৎস : গীতি ত্রিংশতী   স্বরলিপিকার : নীহারবিন্দু সেন

(১৯) (iii) সরলাদেবী   সুর : সরলাদেবী   মিশ্র/তালফেরতা

জয় যুগ আলোকময়,   জয় যুগ আলোকময়,   জয় যুগ আলোকময় !

হলো অন্যায় চ্যুত শাসন
নিষ্ঠুরাচার নাশন
সংস্কার দৃঢ় আসন হলো ক্ষয়,
দিলে বরাভয়—যুগ আলোকময় ॥[১]

হলো অন্ধ তমস ছেদন
অমৃত ভ্রান্তি ভেদন
আত্মার শত ক্লেদন অপনয়,
দিলে বরা ভয়—যুগ আলোকময় ॥[২]
কোরাস—আজি তেজভরিত ইত্যাদি

কোরাস/আজি তেজভরিত ভারত বক্ষ
নির্মল বোধ পুষ্ট পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ গাহে জয়।
জয় যুগ জয় যুগ জয় যুগ আলোকময় ॥

হলো বুদ্ধির মোহ মোচন
যুক্তির অতি রোচন
উন্মেলি শুভ লোচন হে সদয়,
দিলে বরাভয়—যুগ আলোকময় ॥[৩]
কোরাস—আজি তেজভরিত ইত্যাদি

হলো শক্তির পুনঃ বোধন
পৌরুষ ঋণ শোধন
আর্তের প্রাণ মোদন বীরোদয়,
দিলে বরাভয়—যুগ আলোকময় ![৪]
কোরাস—আজি তেজভরিত ইত্যাদি

[ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত এবং পরে ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গীত]

II { না না র্সা র্সা | না -া র্সা র্রা I র্সা -ণা -ধা -পা | ধা পা মা গা I
জ য় যু গ আ ০ লো ক ম ০ ০ য়্ জ য় যু গ

I সা -া গা মা | পা -ধা -না সা I না না র্সা র্সা | না -া র্সা র্রা I
আ ০ লো ক ম ০ ০ য়্ জ য় যু গ আ ০ লো ক

I র্সা -া -া -া | -া -া (-া -া) } II
ম ০ ০ ০ ০ য়্ ০ ০

সা সা II সা -রা গা | গা গা গা I রগা -মা মা | মা -া -া I
হ লো অ ন্ ন্যা য় চ্যু ত শা০ ০ স ন ০ ০
হ লো অ ন্ ধ ত ম স ছে০ ০ দ ন ০ ০
হ লো বু দ্ ধি র মো হ মো০ ০ চ ন ০ ০
হ লো শ ক্ তি র পু ন বো০ ০ ধ ন ০ ০

I গা -মা পা | পা পা পা I মপা -ধা ধা | ধা -া -া I
নি ষ্ ঠু রা চা র্ না॰ ॰ শ ন ॰ ॰
অ মৃ ত ভ্রা ন্ তি ভে॰ ॰ দ ন ॰ ॰
যু ক্ তি র অ তি রো॰ ॰ চ ন ॰ ॰
পৌ ॰ রু ষ ঋ ণ শো॰ ॰ ধ ন ॰ ॰

I পা -া র্সা | ণা ণা ধা I পা -ধা পা | মা গা মা I
সং স্ কা ব দ্ ঢ আ ॰ স ন হ লো
আ ত্ তা র শ ত ক্লে ॰ দ ন অ প
উ ন্ মে লি শু ভ লো ॰ চ ন হে স
আ ব্ তে র প্রা ণ মো ॰ দ ন বী রো

I পা -া -া | -া ধা পা I মগরা গা মা | -া -া -া I
ক্ষ ॰ ॰ য়্ দি লে ব॰॰ রা ভ ॰ ॰ য়্
ন ॰ ॰ য্ দি লে বরাভয় ইত্যাদি স্বর পূর্বের ন্যায়
দ ॰ ॰ য়্ ঐ ঐ ঐ
দ ॰ ॰ য়্ ঐ ঐ ঐ

I পা পা মা | -গা রা গা I সা -া -া | -া মা গা I
যু গ আ ॰ লো ক ম ॰ ॰ য় আ জি

কোরাস (দ্রুতলয়)

II { মা‿ধা ধা | ধা ধা না I না র্সা না | র্সা -া র্সা I
তে ॰ জ ভ রি ত ভা র ত ব ক্ খ

I ধা -া ণা | ধা পা ধা I ণা‿র্সা র্সা | ণা ধা পা } I
নি র্ ম ল বো ধ পু ব্ ট প ক্ খ

I র্সা -া র্গা | র্গা র্গা র্গা I র্গা -া র্মা | র্রা -া র্গর্রা I
মু ক্ ত মা ন ব ল ক্ খ ল ক্ খ॰

I র্সা না র্সা | -া -া -া II
গা হে জ ॰ ॰ য়্

II র্সা ণা ধা ধা | ণা ধা পা পা I ধা ধা পা পা | মা -গা রা গা I
জ য় যু গ জ য় যু গ জ য় যু গ আ ॰ লো ক

I মা -া -া -র্সা | র্সা ণা ধা ধা I ণা ধা পা পা: | ধা ধা পা পা I
ম ০ ০ য়্ জ য যু গ জ য় যু গ জ য় যু গ

I মা -গা বা গা | মা -া -া -া I সা -া গা -া | গা মা পা -া I
আ ০ লো ক ম ০ ০ য়্ আ ০ লো ০ আ ০ লো ০

I সা -া গা -মা | পা -ধা -না -র্সা II
আ ০ লো ক ম ০ ০ য়্

উৎস : গীতি ত্রিংশতী স্বরলিপিকার : নীহারবিন্দু সেন

(১৯) (iii) সরলাদেবী সুর : সরলাদেবী মিশ্র খাম্বাজ/তালফেরতা

অতীত গৌবব বাহিনী মম বাণী গাহ আজি হিন্দুস্থান
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণী গাহ আজি হিন্দুস্থান :
কর বিক্রম বিভব যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নাম গান।
কোরাস—বঙ্গ বিহার অযোধ্যা উৎকল মন্দ্রাজ মবাঠ গুর্জব নেপাল
পঞ্জাব রাজপুতান।
হিন্দু পার্সী জৈন ইসাই শিখ মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।
(হিন্দু)—হব হর জয় হিন্দুস্থান।
(শিখ)—সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান।
(মুসলমান)—আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান।
নমো হিন্দুস্থান।[২]
ভেদরিপুনাশিনী মম বাণী গাহ আজি ঐক্যগান।
মহাবলবিধায়িনী মম বাণী গাহ আজি ঐক্যগান।
মিলাও দুঃখে সৌখ্যে সখ্যে লক্ষ্যে কায়মনপ্রাণ।
কোরাস—বঙ্গ বিহার ইত্যাদি···
(হিন্দু)—হবে মুরারে হিন্দুস্থান।
পার্সী—দাদর হোরমজদ হিন্দুস্থান।
(মুসলমান)—আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান।
নমো হিন্দুস্থান।[২]

সকল জন উৎসাহিনী মম বাণী গাহ আজি নূতন তান।

মহাজাতি সংগঠনী মম বাণী গাহ আজি নূতন তান।

উঠাও কর্মনিশান ধর্মবিষাণ বাজাও চেতায়ে প্রাণ।

কোরাস—বঙ্গ বিহার ইত্যাদি···

হিন্দু—জয় জয় ব্রহ্মন্ হিন্দুস্থান।

ইসাই—জয় জিহোহ্বা হিন্দুস্থান।

মুসলমান—আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান।

নমো হিন্দুস্থান।[৩]

[১৮৯৮ সাল কলকাতায় মিঃ ওয়াচার সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত ও কোরাস অংশে তিনশত ভলন্টিয়ার দ্বারা সমবেত কণ্ঠে গীত]

II { সা সা -া সা | রা -া রা রা | সরা -গা গা গা | রা গা মা -পা I

অ তী ০ ত গৌ ০ র ব বা০ ০ হি নী ম ম বা ০

০ ভে ০ ০ দ ০ রি পু না০ ০ শি নী ম ম বা ০

স ক ০ ল জ ন উ ৎ সা০ ০ হি নী ম ম বা ০

I পধপা মগরা গা -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া | মা মপধা পা -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ০০- হ ০

ণী০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ০০০ হ ০

ণী০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ০০০ হ ০

I মা গমা রা -গরা | সন্া সা -া -া | -া -া -া -া } | [-া -া -া -া] I

আ জি০ হি ০০ নদু স্থা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০ ন্

আ জি০ ঐ ০০ কৃক গা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০ ন্

আ জি০ নূ ত০ ০ন তা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০ ন্

I সা সা -া সা II র্সা -া র্সা -া | র্সা -া র্সা র্সনা | ধা না র্সা র্রা | র্সা -া -া -া I

ম হা ০ স ভা ০ উ ন্ মা ০ দি নী০ ম ম বা ০ ০ ০ ০ ণী

ম হা ০ ব ল ০ বি ০ ধা ০ য়ি নী০ ম ম বা ০ ০ ০ ০ ণী

ম হা ০ জা তি ০ সং ০ গ ০ ঠ নী০ ম ম বা ০ ০ ০ ০ ণী

I -া -া -া -া | -া -া -া -া | গা মা গমা পা | পা পা -া -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ০ হ০ ০ আ জি ০ ০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ০ হ০ ০ আ জি ০ ০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গা ০ হ০ ০ আ জি ০ ০

I মা মপধা পা ধপা | মা গমা রা গরা | সন্‌া সা -া -া | -া -া -া -া I
গা ০০০ হ ০০ আ জি০ হি ০০ নদু স্থা ০ ০ ০ ০ ০ ন্
গা ০০০ হ ০০ আ জি০ ঐ ০০ কৃক গা ০ ০ ০ ০ ০ ন্
গা ০০০ ০ ০০ আ জি০ ন্ তও ০ন তা ০ ০ ০ ০ ০ ন্

I সা সা -া সা | রা -া রা বা | সরা গা গা গা | বা গা মা পা I
অ তী ০ ত গৌ ০ র র বা০ ০ হি নী ম ম বা ০
০ ভে ০ ০ দ ০ রি পু না০ ০ শি নী ম ম বা ০
স ক ০ ল জ ন উ ৎ সা০ ০ হি নী ম ম বা ০

I পধপা মা পা -া | -া -া -া -া | -া -া -া -া | -া -া মা গা I
নী০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক র
নী০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মি লাও
নী০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ উ ঠাও

I মা -া গা মা | ধা ধা ধা -া | পা ধা -া র্সা | র্সা ণা ধা পা I
বি ক্ র ম বি ভ ব ০ য শ ০ স্ সৌ ০ র ভ
দু ক্ খে ০ সৌ ক খে ০ স ক্ খে ০ ল ০ ক্ খে
ক র্ ম ০ নি শা ন্ ০ ধ র্ ম ০ বি ০ ষা ণ্

I না -া না না | না -া ধা না | র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
পূ ০ বি ত সে ই না ম গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্
কা ০ য় ০ ম ০ ন ০ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্
বা ০ জা ও চে ০ তা য়ে প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

কোরাস—দ্রুতলয়

I র্সা -া র্রা র্সা | না -া র্সা না | ধা -া ণা ধা | পা -া ধা পা I
ব ঙ্ গ বি হা ০ র অ যো ধ্ ধ্যা ০ উ ৎ ক ল

I পা -া ধা পা | মা -া পা মা | গা -া মা গা | রা -া গা রা I
ম ন্ দ্রা জ ম ০ রা ঠ গু র্ জ র নে ০ পা ল

I রা -া গা রা | সা -া রা ন্‌া | সা -া -া -া | -া -া -া -া I
প ন্ জা ব রা ০ জ পু তা ০ ০ ন্ ০ ০ ০ ০

I সা -া রা -া | গা -া মা -া | পা -া ধা ধা | পা -া ধা -া I
হি ন্ দু ০ পা র্ সি ০ জৈ ০ ন ই সা ০ ই ০

I না -া -া -া | -া -া পা পা | র্সা -া -া -া | -া -া পা -া II
শি ০ ০ ০ ০ খ্ মু সল্ মা ০ ০ ন্ ০ ০ গা ও

মধ্যলয়

I {পা ধা পা | র্সা ণা ধা I পা ধা পা | র্সা ণা ধা I
স ক ল ক ন্ ঠে স ক ল ভা ০ ষে

মা পা -া | মগা বা গা I মা -া -া | -া -া -া II
ন মো ০ হিং০ ন্ দু স্থা ০ ০ ০ ০ ন্

দ্রুতলয়

I র্সা র্সা র্সা র্সা | সা র্সা ণা -া | ধা -া পা -া | মা -া -া -া II
হ ব হ ব হ র জ য়্ হি ন্ দু ০ স্থা ০ ০ ন্
হ ০ রে ০ মু রা রে ০ হি ন্ দু ০ স্থা ০ ০ ন্
জ য় জ য ব্র ম্ ভ ন্ হি ন্ দু ০ স্থা ০ ০ ন্

I র্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া -া ণা | ধা -া পা -া | মা -া -া মা I
স ৎ শ্রী অ কা ০ ০ ল হি ন্ দু স্থা ০ ০ ন্ আল্
দা দ র্ হো ব ম্ জ দ হি ন্ দু স্থা ০ ০ ন্ আল্
জ ০ য় জি ০ হো হবা ০ হি ন্ দু স্থা ০ ০ ন আল্

I র্সা -া -া র্সা | র্সা -া ণা -া | ধা -া পা -া | মা -া -া মা I
লা ০ ০ হো আ ক্ ব র হি ন্ দু স্থা ০ ০ ন্ ন

মধ্যলয

I সা -া -া -বা | গা -া বা গা | মা -া -া -া | -া -া -া -া II
মো ০ ০ ০ হিং ০ ন দু স্থা ০ ০ ০ ন্ ০ ০ ০

উৎস: শতগান ক্রমিক সংখ্যা ৪০ এবং নীহারবিন্দু

(২০) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী   সুর: গীতিকার   মিশ্র বারোঁয়া/ঢিমা ত্রিতাল

নমো বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী ॥
সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে :
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিনী ॥

তাল তমাল দল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগো, অয়ি কাঙালিনী।
কিসের দুঃখ মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি,
জানো না আপনায় সন্তান শালিনী ॥

II ধা পা -া রা | -া গা মা পা I ধা সা ণা -ধপা | হ্মা -া পা -া II
ন মো ০ ব ঙ্ গ ভূ মি শ্যা ০ মা ঙ্০ গি ০ নী ০

I পা পা না না | র্সা র্সা নর্সা -র্রা I ধা -র্সা ণা ধপা | হ্মা -া পা -া I
যু গে যু গে জন নী০ ০ লো ০ ক পা০ লি ০ নী ০

II র্সা ধা র্সা র্সা | র্রা -া র্রা -া I সা -র্রা -র্মর্গা র্রা | র্বা -া র্রা -া | র্বা র্গা র্মা র্পা |
সু দূ র নী লা ম্ ব র প্রা ০ ০ন ত স ঙ্ গে ০ নী লি মা ০
ডা কো মে ঘ ম ন্ দ্রে ০ সু ষু ০প্ ত স ০ বে ০ চা হ দে খি

I র্পা -া র্পা -র্ধর্পা I র্মা র্পা র্ম গা | র্র -গর্রা র্সা -া | র্সা র্গা র্গা র্গা | র্মা -া -া র্গা I
ত ০ ব ০০ মি শি তে ছে ব ০ঙ গে ০ চু মি প দ ধূ ০ লি ০
সে ০ বা ০০ জ ন নী গ র ০০ বে ০ জা গি বে ০ শ ক্ তি ০

I র্গা র্রা র্গা র্রা | র্সনা ধনর্সা র্সা -া | র্সা না ধপা -া | হ্মা পা ধা -া I
ব হে ন দী শু০ ০০ লি ০ রূ প সী ০ শ্রে য় সী ০
উ ঠি বে ০ ভ০ ০ক্ তি ০ জা নো না ০ আ প না য়্

I ধা -র্সা ণা ধপা | হ্মা -া পা -া II
হি ০ ত কা০ রি ০ নী ০
স ন্ তা ন০ শা লি নী ০

II পা -া না না | না না না না I না র্সা নর্সা র্রা | র্সা -না ধপা -া I
তা ০ ল ত মা ল দ ল নী র বে০ ০ ব ন্ দে ০

I পা র্পা র্পা র্মা | র্গা র্রা র্গা র্রা I র্সা না র্সা না | নর্সা র্রা র্সা -া I
বি হ ঙ্ গ স্ব াত ক রে ল লি ত স্ব ছ◦ ন্ দে ◦

I র্সা র্সা -া ণা | ধা ণা র্সা র্রা I র্সণা -ধা পা ধপা | হ্মা -া পা -া I
আ ন ন দে জা গো অ য়ি কা ঙ্ গা ◦◦ লি ◦ না ◦

I পা ণা -া ধা | ণা ধা ণা র্সা I র্রা র্সা র্রা -া | র্রা -া র্রা -া |
কি সে ◦ র দুখ্ খ মা গো কে ন এ ◦ দৈ ন্ ন ◦

I র্রা র্গা র্মা র্গা | -া র্রা র্গা র্রা I র্সা র্সা -া না | নর্সা র্রা র্সা -া |
শূ ন ন শি ল্ প ত ব বি চূ র্ ণ প◦ ণ্ ণ ◦

I র্সা -া র্মা -া | র্গা -া -া -া I র্গা -া র্রর্গা -র্মা | র্মা -া -া -া |
হা ◦ অ ন্ ন ◦ ◦ ◦ হা ◦ অ◦ ন্ ন ◦ ◦ ◦

I র্গা -া র্রা -া | র্সা -না -র্রা না I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
কাঁ ◦ দে ◦ পু ◦ ৎ ত্র গ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ণ

উৎস : 'গান' স্বরলিপিকার : প্রমথনাথ চৌধুরী

(২১) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সুর : অজ্ঞাত ভৈরবী/ত্রিমাত্রিক

কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই দলতে হয় যে দুর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলারে।
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে।
কোন ভাষা মরমে পশি আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব বাউল সুরের মধুর তান ?
চণ্ডিদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে।

কোন দেশের দুর্দশায় মোরা সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ পিতামহের চরণধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে।

II -া -া সমা | মা মা মা I পা ণদা -পা | জ্ঞরা মজ্ঞা ঋা I সা সা -ঋা | জ্ঞা মা -পমা I
০ ০ কোন্ দে শে তে ত রু০ ০ ল০ তা০ ০ স ক ল্ দে শে ০র্

I জ্ঞা -মা রজ্ঞা | ঋা সা -া I -া -া সা | সা দা দা I পা -া দা | পা মা -া I
চা ই তে০ শ্যা ম ল্ ০ ০ কোন্ দে শে তে চ ল্ তে গে লে ০

I পা -া পদণা | -া দা পা I জ্ঞা -রমা রজ্ঞা | ঋা সা -া II
দ ল্ তে০০ ০ হয় রে দু ০র্ বা০ কো ম ল্

I -া -া সা | সা সা রা I জ্ঞা মা -া | দজ্ঞা মা -পমা I জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I
০ ০ কো থায়্ ফ লে সো না র্ ফ স ০ল্ সো না র্ ক ম ল্

I মজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা | সা -া -া I {-া -া সা | সা দা দা I পা -া দা | পা -া মা I
ফো০ ০০ টে রে ০ ০ ০ ০ সে আ মা দের্ বা ং লা দে ০ শ্

I পা পদা -ণা | দা পা -দপা I জ্ঞরা -মজ্ঞা ঋা | সা -া -া} II
আ মা০ ০ দে রি ০০ বা০ ০ং লা রে ০ ০

II -া -া সা | সা সা রা I জ্ঞা মা -া | পমা মা -া I -া -া জ্ঞা | জ্ঞা রা জ্ঞা I
০ ০ কো থায়্ ডা কে দো য়ে ল্ শ্যা মা ০ ০ ০ ফি ঙে গা ছে

I মজ্ঞা রজ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা -া I -া -া সা | সা দা দা I পা পা -দা | পা মা -া I
গা ০ ছে না চে ০ ০ ০ কো থায়্ জ লে ম রা ল্ চ লে ০

I পা পদা ণা | ণদা পা -া I জ্ঞা মা -জ্ঞা | ঋা সা -া I -া -া মা | মা দা ণা I
ম রা০ ০ লী তা র্ পা ছে ০ পা ছে ০ ০ ০ বা বুই কো থা

I ণ র্সা -া | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া I -া -া র্সণ | ণ র্সা র্সা I ণর্সা র্সর্ঋা ঋর্সা | ণদা -পা -মপা I
বা সা ০ বো০ নে ০ ০ ০ চা তক্ বা রি যা০ ০০ চে রে ০ ০০

I {-া -া সা | সা দা দা I পা -া দা | পা -া মা I পা পদা -ণা | দা পা দপা I
০ ০ সে আ মা দের্ বা ং লা দে ০ শ আ মা০ ০ দে রি ০০

I জ্ঞরা মজ্ঞা ঋা সা -া -া } II
বাং ০ং লা রে ০ ০

II -া -া গা | সা সা রা I জ্ঞা মা -া | দজ্ঞা মা -া I -া -া জ্ঞা | জ্ঞা রা জ্ঞা I
০ ০ কোন্ ভা ষা ম র মে ০ প শি ০ ০ ০ আ কুল্ কো রে

I মজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা | সা -া -া I -া -া সা | সা দা দা I পা -া দা | পা মা -া I
তোং ০০ লে প্রা ০ ০ ০ ণ্ কো থায়্ গে লে শু ন্ তে পা ব ০

I পা পদা -ণা | -া দা পা I জ্ঞা মা -জ্ঞা | ঋা -া সা I -া -া সা | মা দা ণা I
বা উং ০ ল্ সু রের্ ম ধু র গা ০ ন ০ ০ চন্ ডি দা সের্

I র্সা -া -র্সা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া I ণা -া ণা | র্সা র্সা -া I ণর্সা -ঋর্সা র্সা | ণদা -পমা পা I
রা ম্ প্র সা দে র্ ক ন্ ঠ কো থা য বাং ০০ জে রে ০০ ০
সে আমাদের বাংলা দেশ ইত্যাদি II

II -া -া ণা | ণা সা রা I জ্ঞা মা -া | জ্ঞা মা -া I -া -া জ্ঞা | জ্ঞা রা জ্ঞা I
০ ০ কোন দে শের্ দুর দ শা য় মো রা ০ ০ ০ স বার্ অ ধিক

I মজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা | সা -া -া I -া -া সা | সা দা দা I পা ণদা -া | পা মা -া I
পাং ০ই রে দু ০ খ ০ ০ কোন দে শের্ গৌ র বেং র ক থা য্

I পা পদা -ণা | দা পা -া I জ্ঞা মা জ্ঞা | ঋা -া সা I -া -া মা | মা দা ণা I
বে ডেং ০ উ ঠে ০ মো দে র্ বু ০ ক্ ০ ০ মো দের্ পি তৃ

I ণা র্সা -া | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া I -া -া ণা | ণা র্সা র্সা I ণা নর্সা র্ঋর্সা | ণদপা মপা -া I
পি তা ০ মং হে র্ ০ ০ চ রণ্ ধু লি কো থাং ০য়্ রে০০ ০০ ০
সে আমাদের বাংলাদেশ ইত্যাদি II II ৩

উৎস : নীহারবিন্দু সেন

[এই সুর সরলাদেবীর বীরাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে শোনা যায়]

(২২) হরিদাস হালদার　　সুর : অজ্ঞাত　　বেহাগ/ঢিমে একতাল

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি　　রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে　　অনিলে মলয় সদা বহমান ॥
নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,　　বনরাজি কান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য যার সুধার আধার,　　স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান ॥

এ দেহ তোমার তারই মাটি হতে, হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে মাটিতে ভবলীলা যবে হবে অবসান ॥
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান ॥
কংস কারাগারে দৈবকীর মত বক্ষেতে পাষাণ লৌহ শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত পরিচয় তুমি তাহারই সন্তান ॥
প্রকৃত সন্তান জেনো সেইজন নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান ॥

II সা সা সা | ন্‌রা সা ন্‌া | সা সগা গা | গা গা গমা I রা গা গা | মা পা মা |
স্ব দে শে ০র ধূ লি স্ব র্ণ রে ণু ব লিং রে খো রে খো হৃ দে

I গা গঃ রঃ | সন্‌া রসা ন্‌সা I সা সা সা | সপা পা পা | পা ধা পা | ধা পা পধপমা I
ধ্রু ব ০ জ্ঞাং ০০ ০ন্ যা হা র সং লি লে মন্ দা কি নী চ লেং০০

I পা ধা ণা | ধর্সা র্সা ণধপা | পা পমধা পা | মা গা মগরা I
অ নি লে মং ল য়০০ স দাং ব হ মা ০০ন্

I রা গা গা | মা পা মা | গা গঃ -রঃ | সন্‌া রসা ন্‌সা I
রে খে রে খো হৃ দে ধ্রু ব ০ জ্ঞাং ০০ ০ন্

II { মা পা পা | পনা না নর্সা | পর্সা র্সা র্সা | র্সা সর্রা -সনর্সা I পর্সা র্সা র্সা | র্সা নর্রা র্সা |
নন্ দ ন কা ন নেং কি বা শো ভা ছাং ০০র্ বং ন রা জি কান্ তি

I না নধপা পা | ধনর্সা সনা না } I পর্সা র্সা র্সা | র্সা নর্সরর্সা -নধপা | পা পা পা | পা পা পধা I
অ তুং০ ল তাং০ হা র্ ফ ল শস্ স যাং০০ ০০র্ সু ধা র আ ধা র্

I ণা পর্রা র্সা | ণা ধা পা | মা গধা পা | মা গমা -রা I রা গা গা | মা পা মা |
স্বর্ গং হ তে সে যে ম হাং গ রী য়াং ন্ রে খো রে খো হৃ দে

I গা গঃ রঃ | সন্‌া -রসা -ন্‌সা II
ধ্রু ব ০ জ্ঞাং ০০ ০ন্

II { সা সা সা | সপা পা -া | পা পা পা | পা পা পধপমা I পা ধা ণা | ধর্সা র্সা ণধা |
এ দে হ তো মা র্ তা রি মা টি হো তেং০০ হো য়ে ছে সৃং জি তং

I পা মধা পা | মা গা মগরা I গমা মা মা | মা মা মা | মা গধা পা | মা গা মগরা I
পো ষিং ত তা হা তেং০০ মা টি হো য়ে পু ন মি শিং বে মা টি তেং০

I রা গা গা | মা গপা মা | গা গা গরা | রা সন্‌া -রসা ন্‌সা } II
তবলী লা যং বে হ বে অং ব সাং ••• ন্

I মা পা পা | পনা না র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সনা র্রর্সা I পর্সা র্সা র্সা | র্সা নর্রা র্সা |
পি তা ম হং দে র্ অস্ থি মজ্ জা যং তং ধূং লি রূ পে তাং হে

I না না ধপা | ধনর্সর্রা র্সা না I পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা ধর্সণধপা | পা পা পা | পা পা পধা I
আ ছে যেং মিং•• শ্রি ত এ ই মা টি হো তেং•••• হ বে যে উং থি তং

I ণা ণর্রা র্সা | ণা ধা পা | পা মধা পা | মা গা -মগরা I
ভা বিং কা লে ত ব ভ বিষ্ য সন্ তা ••ন্

I রা গা গা | মা পা মা | গা গঃ -রঃ | সন্‌া -রসা -ন্‌সা II
রে খো রে খো হৃ দে ধ্রু ব • জ্ঞাং •• •ন্

II { সা সা সপা | পা পা পা | পা পা পা | পা পা পধপমা I
কং স কাং রা গা রে দৈ ব কী র ম তোং•••

I পা ধা ণা | র্সা ণর্সণা ধপা | পা মধা পা | মা গা মগরা I
ব ক্ষে তে পা ষাং•• •ণ লৌ হং শৃং খ লি তং••

I গমা মা মা | মা মা মা | মা গধা পা | মা গা মগরা I
মা তৃ ভূ মি ত ব র য়েং ছে প তি তং••

I রা গা গা | মা গধা পা | মা গা মগা | রা সা -া } I
প রি চ য়্ তুং মি তা হা রিং সন্ তা ন্

I মা পা পা | পনা না নর্সা | র্সা র্সা -র্সা | -া র্সনা -র্রর্সা I
প্র কৃ ত সন্ তা নং জে নো সে ই জং নং

I পর্সা র্সা র্সা | র্সা নর্রা র্সা | না না ধপা | ধনর্সর্রা র্সা না I
নিং জ দে হ প্রাং ণ দি য়ে বিং সং••র্ জ ন্

I পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্রর্সণা ধপা | মপা পা পা | পা পা পধা I
যে ক রি বে মাং•• •র্ দুখ্ খ বি মো চ নং

I ণ ণর্রা র্সা | ণা ধা পা | পা মধা পা | মা গা -মগরা I
হ বেং তা র্ মা তৃ ঋ ণং প্র তি দা ••ন্

I রা গা গা | মা পা মা | গা গঃ -রঃ | সন্‌া -রসা ন্‌সা II II
রে খো রে খো হৃ দে ধ্রু ব • জ্ঞাং •• •ন্

উৎস : নীহারবিন্দু সেন

(২৩) অজ্ঞাত স্বর : অজ্ঞাত

হে অমর নব সন্ন্যাসী।
তব গৌরব গাথা হবে না নীবব ;
কালের বিষাণ গাহিয়া সে গান
জাগাবে আবার ধীবে। আবার আসিও ফিরে॥
অপূর্ব নব-জনমের সাধ
লয়ে বুক ভরা তীব্র বিষাদ
হলো চলে যেতে পথ না ফুরাতে
স্মৃতি শুধু তব রহিল ঘিরে। আবার আসিও ফিরে
সতীর্থ দল বহিল চাহিয়া
অসহ বিরহ বেদনা সহিয়া
ভাসায়ে নয়ন নীরে।
চিতার আগুন জ্বলিবে দ্বিগুণ
আবার আসিও ফিরে॥

II সপা পা পা | পা দা পা I মপা মদা পা | জ্ঞবা মজ্ঞা রসা I
হে অ ম র ন ব স০ ০ন্ ন্যা সী০ ০০ তব

[মপা মপা ণা]
I সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরসণ্। I ণা সা জ্ঞমা | জ্ঞমপা পা পা I { মা পা ণা | ণা ণা -া I
গৌ ০ র ব্ গা থা০০ হ বে না০ নী০০ র ব্ কা লে র্ বি ষা ণ্

I ধণা ধণর্সা ণর্সণা | ধা পা পা } I পা দা পা | মা জ্ঞাঃ সা I ণ্সা জ্ঞমা পদা | মপা পা পা I
গা০ হি০০ য়া০০ সে গা ন্ জা গা বে আ বা র্ ধী০ ০০ ০০ রে০ ০ ০

I সা সা পা | মা জ্ঞা সা I ণ্সা ণ্সা সা | -া -া -া II
আ বা র্ আ সি ও ফি০ রে০ ০ ০ ০ ০

II মপা পা -া | মা জ্ঞা মা I পা ণা ণর্সা | র্সা র্সা -া I ণ র্সা ণর্সা | র্রজ্ঞা র্রা র্সা I
অ পু র্ ণ ন র জ ন মে০ র সা ধ্ ল য়ে বু০ ০ক্ ভ রা

I ণর্সাঃ -াঃ র্সণা | ধা পা -া I মা পণা ণা | ণা ণা ণা I ণা ধর্সা র্সণা | ণা ধা পা I
তী০ ব্ র বি ষা দ্ হো লো০ চ লে যে তে প ০থ্ না ফু রা তে

I পা ধা পা | মা জ্ঞা সা I ণা সা জ্ঞমা | জ্ঞমা -জ্ঞমপা -পা I সা সা পা | মা জ্ঞা সা I
স্মৃ তি শু ধু ত ব র হি ল০ ঘি০ ০০০ রে আ বা র্ অ সি ও

I ণ্সা ণ্সা সা | -া -া -া II
ফি০ রে০ ০ ০ ০ ০

II পা পা পা | মা জ্ঞা মা I পা ণা ণর্সা | র্সা র্সা র্সা I ণা র্সা র্সজ্ঞা | র্রা র্সা -া I
স তী র্ থ দ ল্ র হি ল০ চা হি য়া জ ন ম০ ভূ মি র্

I ণা র্সা ণর্সণা | ণা ধা পা I মা পণা ণা | ণা ণা ণা I ণা র্সা ণর্সণা | ণা ধা পা I
ম র ম০০ দ হি য়া অ স০ হ বি র হ বে দ না০০ ব হি য়া

I পা ধা পা | মা জ্ঞা সা I ণ্সা -জ্ঞমা -পদা | মপা -া -া I পণা ণা -া | ণা ণা -া I
ভা সা য়ে ন য় ন নী০ ০০ ০০ রে০ ০ ০ চি০ তা য়্ আ গু ন্

I ণা ণর্সরা র্সা | ণা পা -া I পা পা দা | পা মা জ্ঞসা I ণ্সা -জ্ঞমা -পদা | মপা -া -া II II
জ্ব লি০০ বে দ্বি গু ন্ আ বা র্ আ সি ও০ ফি০ ০০ ০০ রে০ ০ ০

উৎস : নীহারবিন্দু সেন

(২৪) কাজি নজরুল ইসলাম সুর : নজরুল

কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল-পূজোর পাষাণ বেদী ;
ওরে ও তরুণ ঈশাণ, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি ॥[১]
গাজনের বাজনা বাজা ; কে মালিক ? কে সে রাজা ?
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসি ?
সর্বনাশী শিখায় এ হীন অন্যকে রে ?[২]
ওরে ও পাগলা ভোলা দে রে দে প্রলয় দোলা,
গারদগুলা জোর সে ধরে হেঁচকা টানে !
মার হাঁক হৈদরী হাঁক কাঁধে নে দুন্দুভি হাঁক,
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে ॥[৩]

নাচে ঐ কালবৈশাখী, কাটাবি কাল বসে কি ?
দেরে দেখি ভীম কারার ভিত্তি নাড়ি !
লাথি মার ভাঙরে তালা ! যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি ॥[৪]

I {-া -া সা | সা সমা -া I মা -া মা | মা মা -া I
০ ০ কা রার্ ঐ ০ লৌ ০ হ ক পা ট্

I -া -া মা | পা গা -া I মা -া ধা | ধা ধা -া I
০ ০ ভে ঙে ফ্যা ল্ ক র্ রে লো পা ট্

I র্সা -া র্সা | পা ধা -া I র্সা র্সা -া | পা ধা -া I
র ক্ ত জ মা ট্ শি ক ল্ পু জো র্

॥

I র্সা র্সা -া | সা র্সা -া } I {-া -া র্সর্গা | র্গা র্গা র্রা I
পা ষা ণ বে দী ০ ০ ০ ও রে ও ০

I র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া I -া -া র্সা | র্সা র্সা ধা I
ত রু ণ্ ঈ শা ন্ ০ ০ বা জা ভো র্

I ধা ধা -া | ধা ধা -া I পা -া পা | পা পা -া I
প্র ল য়্ বি ষা ণ্ ধ্ব ং স নি শা ন্

I মা মা -া | রা সা -া I রা রা মা | মা মা -া } II
উ ড়ু ক প্রা চী র্ প্রা চী র্ ভে দী ০

II {-া -া মা | মা মা -া I মা -া মা | মা গমা -পা I
০ ০ গা জ নে র্ বা জ্ না বা জা০ ০

I গা -া গা | গা গা মা I রা -া রগা | সা সা -া } I
০ ০ কে মা লি ক্ কে ০ সে০ রা জা ০

I {র্সা র্সা -া | পা ধা -া I র্সা -া র্সা | পা ধা -া I
কে দে য়্ সা জা ০ মু ক্ ত স্বা ধী ন্

I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া } I -া -া র্গা | র্গা র্গা র্রা I
স ত্ তো কে রে ০ ০ ০ হা হা হা ০

I র্রা র্রা -া | র্রা র্রা -া I -া -া র্সা | র্সা র্সা ধা I
পা য়্ যে হা সি • • • ভ গ বা ন্

I ধা -া ধা | ধা ধা -া I পা -া পা | পা পা -া I
প র্ বে ফাঁ সি • স র্ বো না শী •

I মা মা -া | রা সা -া I রা -া মা | মা মা -া } II
শি খা য়্ এ হী ন্ অ ন্ নো কে য়ে •

II { -া -া মা | মা মা -া I মা -া মা | মা গমা -পা I
• • ও রে ও • পা গ্ লা ভো লা• •

I গা -া গা | গা গা -মা I রা রা গা | রসা সা -া } I
• • দে রে দে • প্র ল য়্ দো লা •

I { র্সা র্সা -া | পা ধা -া I র্সা -া র্সা | পা ধা -া I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া } I
গা র দ্ গু লা • জো র্ সে ধো রে • হ্যাঁ চ্ কা টা নে •

I { -া -া র্সর্গা | -া র্গা -া I র্রা -া র্রা | র্রা র্রা -া I
• • মা র্ হাঁ ক্ হৈ • দ রী হাঁ ক্

I -া -া র্সা | র্সা র্সা -া I ধা -া ধা | ধা ধা -া I
• • কাঁ ধে নে • ড় ন্ ড় ভি হাঁ ক্

I পা -া পা | পা পা -া I মা -া মা | রা সা -া I রা রা মা | মা মা -া } II
ডা ক্ ও রে ডা ক্ মৃ ত্ তু কে ডা ক্ জী ব ন্ পা নে •

II { -া -া মা | মা মা -া I মা -া মা | মা মা -পা I গা -া গা | গা গা মা I রা -া গা | রসা সা -া } I
• • না চে ঐ • কা ল্ বো শে খী • • • কা টা বি • কা ল্ বো সে কি •

I { র্সা -া র্সা | পা ধা -া I র্সা -া র্সা | পা ধা -া I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া } I
দে • রে দে খি • ভী ম্ কা রার্ ঐ • ভি ত্ তি না ড়ি •

I { -া -া র্সর্গা | র্গা র্গা র্রা I র্রা -া র্রা | র্রা র্রা -া I
• • লা থি মা র্ ভা ঙ্ রে তা লা •

I -া -া র্সা | র্সা র্সা -া I ধা -া ধা | ধা ধা -া I
• • য ত স ব্ ব ন্ দী শা লা য়্

I পা পা -া | পা পা -া I মা মা -া | রা সা -া I রা -া মা | মা মা -া } II II
আ গু ন্ জা লা • আ গু ন্ জা লা • ফ্যা ল্ উ পা রি •

স্বরলিপিকার—কাজি অনিরুদ্ধ ইসলাম।

(২৪) কাজি নজরুল ইসলাম — সুর : নজরুল

চল, চল, চল !
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্ন উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল ।১॥

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার হিমাচল ॥২॥

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল ॥৩॥

চলরে নও জোয়ান — শোনরে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান !
ভাঙরে ভাঙ আগল, চলরে চলরে চল ।৪॥

II { ন্সা -া -া | ন্সা -া -া | ন্সা -া -া | -া -া -া } I
চ ০ ল্ চ ০ ল্ চ ০ ০ ০ ০ ল্

I সা গা গা | সা সগা গা | সা গা গা | মা গা রা I
উ র্ ধ্বে গ গ নে বা জে মা দ ০ ল্

I ধ্রা -া রা | ধ্া রা রা | ধ্া রা রা | গা রা সা I
নি০ ম্ নে উ ত লা ধ র ণী ত ০ ল্

I সা গা গা | সা গা -া | সা গা মা | পা -া -া I
অ রু ণ প্রা তে র্ ত রু ণ দ ০ ল্

I ধা পা মা | গা -া রা | সা -া -া | -া -া -া II
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ল্

II { পা পর্সা -া | র্সা র্সা র্সা | না না ণা | না -া -া I
উ ষা র্ দু য়া রে হা নি আ ঘা ০ ত্

I না র্সা না | ধা ধা ধা | ধা ধা দা | ধা -া -া I
আ ম্ রা আ নি ব রা ঙা প্র ভা ০ ত্

I ধা না ধা | পা পা পা | হ্মা পা হ্মা | ধপা -া -া I
আ ম্ রা টু টা ব তি মি র রা ০ ত্

I ম্মা মা গা | রা পা মা | গা -া -া | -া -া -া } I
বা ধা র্ হি ম্ মা চ ০ ০ ০ ০ ল্

I { গমা মা মা | মা মা -া | মা মা গা | মা -া -া I
ন ব ন বী নে র্ গা হি য়া গা ০ ন্

I গা গা -া | গা গা গা | গা গা জ্ঞা | গা -া -া I
স জী ব্ ক রি ব ম হা শ্ম শা ০ ন

I গা মা গা | রা রা রা | রা রা ঋা | রা রা -া I
আ ম্ রা দা নি ব নূ ত ন প্রা ০ ণ্

I ধ্া ন্া সা | রা গা রা | সা -া -া | -া -া -া I
বা হু তে ন বী ন ব ০ ০ ০ ০ ল্

I { র্সা -া র্গা | র্রা -া না | র্সা -া -া | -া -া -া I
চ ল্ রে ন ও জো য়া ০ ০ ০ ০ ন্

I না -া না | না না ণা | না -া -া | -া -া -া } I
শো ন্ রে পা তি য়া কা ০ ০ ০ ০ ন্

I র্সা -া র্সা | ধা পা পা | র্সা ধা পা | পর্সা ধা পা I
মৃ ত্ তু তো র ণ দু য়া রে দু য়া রে

I গা পা গা | -া রা -া | সা -া -া | -া -া -া I
জী ব নে র আ ০ হ্বা ০ ০ ০ ০ ন্

I গমা -া মা | গমা -া গা | মা -া -া | -া -া -া I
ভা ঙ্ রে ভা ঙ্ আ গ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা -া রা | গা -া রা | সা -া -া | -া -া -া I
চ ল রে চ ল্ রে চ ০ ০ ০ ০ ল্

[শ্রীবিমলভূষণের সৌজন্যে স্বরলিপিটি প্রাপ্ত]

(২৫) কাজি নজরুল ইসলাম — সুর : নজরুল — খাম্বাজ/দাদরা

গংগা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলিছে আগের মতো কইরে আগের মানুষ কই ?
মৌন স্তব্ধ সে হিমালয় তেমনি অটল মহিমাময়,
নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি আমরাও আর সে জাতি নই ॥

আছে আকাশ সে ইন্দ্র নাই কৈলাসে সে যোগীন্দ্র নাই,
অন্নদাসুত ভিক্ষা চাই কি কহিব এরে কপাল বই ॥
সে আগ্রা, সে দিল্লী ভাই আছে পড়ে, সে বাদশা নাই,
নাই কোহিনূর ময়ূর তকৃত নাই সে বাহিনী বিশ্বজয়ী।
আমরা জানি না, জানে না কেউ কূলে বসে কত গণিব ঢেউ
দেখিয়াছি কত, দেখিব এও নিঠুর বিধির লীলা কতই ॥

II সা -া সা | গা -া মা I মপা -া পা | পা -া -া I
গ ঙ্ গা সি ন্ ধু নং র্ ম দা ০ ০

I পা -া পা | পা -া পা I পা -া পা | পধা পমা গা I
কা ০ বে রী ০ য মু ০ না ও০ ০০ ই

I গা মা মপা | পা পা পা I পা পা ধা | ধর্সা ণা -া I
ব হি য়াং চ লে ছে আ গে র্ মং তো ০

I ধা -া পা | মা মধা পা I গা গপা মা | গা -া -া I
ক ই রে আ গেং র্ মা মুং ষ ক ই ০

II { মধা -া ধা | ধা -া ধা I ধা ধা ধা | ধা -া -া I
মৌং ০ নী স্ত ব্ ধ সে হি মা ল ০ য়্
[ধনা]

I ধা -া ধা | ধা ধণা র্সা I ধা র্সণা ধা | পা -া -া } I
তে ম্ নি অ টং ল্ ম হিং মা ম ০ য়্

I গা মা পা | -া পা পা I পা -ধা ধর্সা | র্সণা ণা ধা I
না হি তা র্ সা থে সে ই ধ্যাং নীং শ্ব ষি

I মা -া মা | মা মা ধপা I মা মপা মা | গা -া -া II
আ ম্ রা ও আ ০র্ সে জাং তি ন ০ ই

II { মা মা মণা | ধা -া ধনা I না -র্সা না | র্সা -া -া I
আ ছে আং কা শ্ সেং ই ন্ দ্র না ০ ই

I পা -না না | না র্সা র্সা I নর্সা র্রর্সা ণা | ধা -া -া } I
কৈ ০ লা সে সে যো গীং ০ন দ্র না ০ ই

I র্সা -র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা I র্গা -র্গর্মা র্রা | র্সা -া -া I
অ ন্ ন দা স্ ত ভি ০ক্ খা চা ই ০

I পা না না | না না র্সা I ধা ধর্সা -া | পা ধা পা I
কি ক হি ব এ রে ক পা০ ল্ ব ই ০

I পা -ধা পা | মা মধা -পা I মা মপা -মা | গা -া -া II
ক ই রে আ গে০ র্ মা সু০ খ্ ক ই ০

[র্সা পা]
II { মধা -া ধা | ধা -া ধা I ধা -া ধা | ধা -া -া I
সে০ ই আ গ্রা ০ সে দি ল্ লী ভা ০ ই

I মধা ধা ধা | ধা ধণা -র্সা I ধা র্সণা ধা | পা -া -া } I
আ ছে প ড়ে সে০ ০ বা ০দ্ শা না ০ ই

I { গা মা পা | পা পা -া I পা ধা ধর্সা | র্সণা -া ণা I
না ই কো হি ন্ র্ ম য়ূ র০ ত০ ক্ ত

I ধা -া পা | মা মধা পা I গমা -মপা মা | গা গা -া } I
না ই সে বা হি০ নী বি০ ০শ্ শ জ য়ী ০

I { মা মা মা | ধা ধা না I না র্সা না | র্সা -া -া I
আ ম রা জা নি না জা নে না কে উ ০

I পা না না | না র্সা র্সা I না র্রর্সা ণা | ধা -া -া } I
কূ লে ব সে ক ত গ ণি০ ব ঢে উ ০

I র্সা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা I র্গা র্গর্মা র্রা | র্সা র্সা -া I
দে খি য়া ছি ক ত দে খি০ ব এ ও ০

I পা না -া | না র্সা -া I না র্সর্রা র্সর্রর্সা | ণা -ধা -ণা I
নি ঠু র্ বি ধি র্ লী , লা০ ক০০ ত ০ ই

I পা -ধা পা | মা মধা -পা I গা মপা -মা | গা -া -া II
ক ই রে আ গে০ র্ মা সু০ খ্ ক ই ০

উৎস : স্বরলিপি   স্বরলিপিকার—জগৎ ঘটক

বিকল্প (১)

বন্দেমাতরম্ রাগ দেশমিশ্র/ত্রিতাল স্বরলিপিকার—সরলা দেবী

(সংগীত প্রকাশিকা (জ্যৈষ্ঠ ১৩১২)

[একক কণ্ঠে গাইবার উপযুক্ত]

॥

II { পর্সা র্সা -া নর্সা | র্রর্সা -ণধা -পা -া | রগা -মপা -ধপা মগা | রগরা -া -া -া I
বন্ দে ० ০০ ০০ ০০ ০ ० মা০ ০০ ০০ ত০ র০০ ० ० ম্

I (রমরা -মা -গমপা | -মপধা -া -পধণা -া | -ধণর্সা -নর্সা নরাঃ সঃ | র্রর্সা -ণধা -পমা -গমা) } I
মা০ ० ০০০ ০০০ ० ০০০ ० ০০০ ০০ ০০ ত র০ ০০ ০০ ०ম্

I { রগা মা -া -মগা | রগা গরসন্া -সা -া | ররা মমা গমাপাঃ মঃ | পা -া -া -া } I
সুজ লা ० ০ং সুফ লা০০০ ০ ং মল য়জ শী০০ ত লা ० ০ ং

I মা পা নাঃ সঃ | -ধনসাঃ নঃ র্সা -া | র্সা -নর্সা -নর্রাঃ র্সঃ | র্রর্সণধা -পধপমা -পা -া II
শস্ সো শ্যা ০ ০০০ ম লা ং মা ০০ ০০ ত র০০০ ০০০০ ० ম্

II { মা -া -পা -া | না -র্সনা ধনা -র্সরা | র্রা র্সা র্সা র্সা | র্সাঃ র্সঃ র্সা -া I
শু ० ভ্ র জ্যো ০ং স্না ০০ পু ল কি ত যা মি নী ং

I পর্সা -না র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা -পা | পা না র্সা র্সা | নর্সর্রাঃ র্সাঃ র্রা -া } I
ফু ল্ ল কু সু মি ত ০ দ্রু ম দ ল শো০০ ভি নী ং

I র্সা পণা -া -ধা | ণর্সণধা -ণা -া -া | ধা ণা র্সা র্রা | ধর্সা -ণধা পমা গমা I
সু হা ० সি নী০০০ ० • ং সু ম ধু র ভা ०ষি নী০ মৃদু

I পধা -পধণা -া -ধা | ণা -া -া -া | ধা ধর্রা র্সা র্সরা | ধর্সা ণধা পা -া I
হা০ ০০০ ० সি নী ० ० ং সু ম০ ধু র০ ভা০ ষি০ নী ং

I পা না র্সা -া | গা মা পধা -পর্সা | নর্সা নর্সা নর্রাঃ র্সঃ | র্রর্সণধা পধপমা -পা -া II
সু খ দা ং ব র দা০ ০ং মা০ ০০ ০০ ত র০০০ ০০০০ ० ম্

বিকল্প (২)

বন্দেমাতরম্ (বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের সুর) মিশ্র খাম্বাজ/ঝাঁপতাল

(উৎস : সংগীত প্রকাশিকা, ফাল্গুন, ১৩১৩)

॥

II { সা -া | গা -া -া | মপা -পমা | মা -া -া } I মা পা | পা র্সা -া | ণা ণা | ধা -া -া I
ব ন্ দে ০ ০ মা০ ০ত র ০ ম্ সু জ লাং ০ ০ সু ফ লাং ০ ০

I পা পা | পা -া মা | মা মা | সা -া -া I ন্‌া সা | গা -া -া | মা মা | পা -া -া I
ম ল য় ০ জ শী ত লাং ০ ০ শ স্‌ সো ০ ০ শ্যা ম লাং ০ ০

I মপা পমা | মা -া -া | -া -া | -া -া -া I

মা০ ০ত র ০ ম্‌ ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা | পা র্সা ণা | ধা ধা | ধা -া ধা I পাঃ পঃ | মা -া -া | -া -া | -া -া -া I
শুভ্‌ র জ্যো ৎস্‌ না পু ল কি ০ ত যা০ মি নীং ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা -া | গা -া গা | মা -া | পা -া মা I গা মা | পা -া মা | পাঃ মঃ | মা -া -া I
ফু ল্‌ ল ০ কু সু ০ মি ০ ত দ্রু ম দ ০ ল শো০ ভি নীং ০ ০

I মা পা | পা র্সা -া | -ণা -া | -ধা -া -া I পা পা | পা -া পা | মপা -মপা | মা -া -া I
সু হা সি নীং ০ ০ ০ ০ ০ ০ সু ম ধু ০ র ভা০ ০ষি নীং ০ ০

I সা সা | গা -া -া | মা মা | পা -া -া I মপা পমা | মা -া -া | -া -া | -া -া -া II
সু খ দাং ০ ০ ব র দাং ০ ০ মা০ ০ত রম্‌ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[নীহারবিন্দু কৈশোর-যৌবনে এ সুরই শিখেছিলেন।]

টিকা :

(১) বাংলা ১৩৪১ সনে প্রকাশিত গীতসংগ্রসার ও ১৩৩০ সনে প্রকাশিত শতগান গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

(২) বন্দেমাতরম্‌ গান সম্পর্কে অনেক তথ্য অমলেশ ভট্টাচার্য লিখিত 'বন্দেমাতরম্‌' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

(৩) 'বাজরে শিঙ্গা' গানটির একটি স্বরলিপি সংগীত প্রকাশিকায় (বৈশাখ, ১৩১৪) পাওয়া যায়,যেখানে তিন জায়গায় 'মা'-এর পরিবর্তে 'হ্মা' দেখানো।

(৪) 'নির্মল সলিলে' গানের সুরফাঁকতালে বিভাজন এই প্রকারের

I ঋা মা মা মা | মা মা | মা -া মা গা I গা ঋা -া সঋগা | ঋা সা | সা ণ্‌া ণ্‌া ণ্‌া I
নি র্‌ ম ল স লি লে ০ ব হি ছ স দা ০০০ ০ ০ ০ ০ ত ট

I ণ্‌া ধ্‌ণ্‌সা সা সা | সা -া | সা সা সা ঋা I ঋা সঋপা পা -া | মপা ধপা | মগা ঋসা সা ঋা II
শ্যা ০০০ লি নি সু ন্‌ দ রি য মু নে ০ ও ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

(৫) 'মলিনমুখ চন্দ্রমা' গানের একটি স্বরলিপি শ্যামসুন্দর মিশ্র মহাশয় আনন্দ সংগীত পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) প্রকাশ করেছেন ; রাগ নটবেহাগ, তাল, ঝাঁপতাল। তবে, সুর শতগান থেকে আলাদা।

(৬) আনন্দসংগীত পত্রিকায় (শ্রাবণ ভাদ্র, ১৯২৯) নির্মলচন্দ্র বড়াল 'কতকাল পরে ভারতরে' গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। শতগানের স্বরলিপি থেকে প্রভেদ সামান্য।

(৭) সংগীত প্রকাশিকায় (পৌষ ১৩১১) 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটির যে স্বরলিপি প্রকাশিত, সেখানে তালফেরতার রূপটি স্পষ্ট। সুরের অলংকরণে শতগান থেকে সামান্য প্রভেদ আছে।

(৮) 'মাগো যায় যেন জীবন' গানটির একটি স্তবকের স্বরলিপি সংগীত প্রকাশিকায় (চৈত্র ১৩১৩) পাওয়া যায়।

(৯) সংগীত প্রকাশিকায় 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটির স্বরলিপিকার সরলাদেবী। অন্যদিকে 'চল্‌রে চল্‌' সবে গানটির যে স্বরলিপি সংগীত প্রকাশিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) পাওয়া যায়, সেখানে কোন স্তবকের সুর কোন সুরের অনুরূপ তা স্পষ্ট জানানো আছে।

(১০) 'অতীত গৌরব বাহিনী' ও 'বন্দি তোমায় ভারত জননী' গান দুটির স্বরলিপি শতগান ছাড়া সংগীত প্রকাশিকায় যথাক্রমে আশ্বিন ১৩১৩ ও মাঘ ১৩১৩ সংখ্যায় সরলাদেবী প্রকাশ করেছেন। শতগানের স্বরলিপি থেকে প্রথম গানের স্বররূপের অলংকরণে সামান্য প্রভেদ আছে। প্রফুল্ল দাস মহাশয় সম্পাদিত 'সংগীত সংরক্ষণ গ্রন্থমালায়' সংগীত প্রকাশিকার স্বরলিপি ধরা আছে।

(১১) সংগীত প্রকাশিকায় অথবা আনন্দ সংগীত পত্রিকায় যে স্বরলিপি প্রকাশিত তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে নীহারবিন্দুর যে সংশয় তার প্রমাণ 'বাজরে শিঙ্গা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'মলিন মুখ চন্দ্রমা' ইত্যাদি গানের বিকল্প স্বরলিপির সঙ্গে তুলনা করলে পাওয়া যায়। এই সংকলনে মূলত শতগান ও গীত সূত্রসারের স্বরলিপি গ্রহণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান

অয়ি ভুবন মনো-মোহিনী	স্বরবিতান ৪৭
আগে চল আগে চল ভাই	ঐ
আজি বাংলা দেশের	স্বরবিতান ৪৬
আমার সোনার বাংলা	ঐ
আমায় বলো না গাহিতে	স্বরবিতান ৪৭
আমি ভয় করব না	স্বরবিতান ৪৬
* উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী	স্বরবিতান ৩৭
একবার তোরা মা	স্বরবিতান ৪৭
এখন আর দেরী নয়	স্বরবিতান ৪৬
ওদের বাঁধন যতই শক্ত	ঐ
কেন চেয়ে আছ গো	স্বরবিতান ৪৭
জন গন মন অধিনায়ক	ঐ
* তোমার পতাকা যারে	স্বরবিতান ৪
তোমারি তরে মা	স্বরবিতান ৪৭
তোর আপন জনে	স্বরবিতান ৪৬
দেশ দেশ নন্দিত করি	স্বরবিতান ৪৭

* নাই নাই ভয়	স্বরবিতান ৩
* ভুবনেশ্বর হে	স্বরবিতান ২৪
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	স্বরবিতান ৪৭
যদি তোর ডাক শুনে	স্বরবিতান ৪৬
যদি তোর ভাবনা	ঐ
বাংলার মাটি বাংলার জল	ঐ
বিধির বাঁধন কাটবে	ঐ
বুক বেঁধে তুই	ঐ
সার্থক জনম আমার	ঐ
* হবে জয় হবে জয়	ফাল্গুনী/স্বরবিতান ৭

[এই গানগুলি নীহারবিন্দু সেন ও সতীশ সামন্ত মহাশয় দেশাত্মবোধক গানের সংকলন "মুক্তির গান" নামের বইটির জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।]

* চিহ্নিত গানকটি গীতবিতানে 'স্বদেশ' পর্যায়ে বিধৃত নয়। আবার স্বদেশ পর্যায়ের অনেক গান এই তালিকায় নেই। শ্রদ্ধেয় সতীশ সামন্ত মহাশয়, বিয়াল্লিশের আন্দোলন কালে যে সব গানগুলিকে টেনে নিয়েছিলেন, স্বদেশের মন্ত্রে অভিষিক্ত করে যে গানকটিকে দেশাত্মবোধক আন্দোলনের সামিল করেছিলেন—সেগুলিকেই নীহারবিন্দু মহাশয় তাঁর বাংলার দেশাত্মবোধক গানের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

আবৃত্তির উপযোগী

(ক) গান

(২) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।

(৭) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সুর ঃ 'কতকাল পরে ভারতরে' গানের অনুরূপ/খাম্বাজ/লক্ষ্মৌ ঠুংরি

না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগো, জাগোগো ভগিনী হও বীরজায়া, বীর প্রসবিনী।
শুনাও সন্তানে শুনাও তখনি, বীর গুণগাথা বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও, জননি, বীর গর্বে তার নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

(১০) গোবিন্দচন্দ্র দাস
'স্বদেশ'

(১)

স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে ? এ দেশ তোমার নয়,
এই যমুনা গঙ্গানদী তোমার ইহা হতো যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?

গোলকুণ্ডা হীরার খনি বর্মাভরা চুনি মণি
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?···স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ।১
এই যে ক্ষেতে শস্যভরা তোমার তো নয় একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি জগৎভরা জয় ।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় ।·· স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে ?··· ··· ······ ।২
এইযে জাহাজ, এইযে গাড়ি এইযে প্যালেস, এইযে বাড়ি
এইযে থানা জেহেলখানা—এইযে বিচারালয়,
লাট ছোটলাট তারাই সবে, জজম্যাজিস্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি খানসামা-আয়া মেথর মহাশয় ।···স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে ?········ ············ ।৩
আইন কানুনের কর্তা তারা তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময় ;
তোমার বুকে মেরে ছুরি ভরছে তাদের তেরজুরি
তাদের চার্চে তাদের নীচে তাদের বলে ব্যয় ;
একশ রকম ট্যাক্সো দিবা ব্যয়ের বেলায় তোমরা কেবা
গাধার কাছে বাঁধারবল, বাঘের কবে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ করছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ।৪
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বলতে পারে
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয় ?

(২)

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ? এদেশ তোদের নয়
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে এমনতর পথে পেয়ে
জোর জবরে গাড়ির ভিতর শাড়ি কেড়ে লয় ?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা জন্মঅন্ধ কানা খোঁড়া
ভিস্তিআলা পাংখা কুলি পীলা ফাটার ভয় ?
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয় ?···স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ? এ দেশ তোদের নয় ।১
যাহার লাঠি তাহার মাটি চিরদিনের কথা খাঁটি
এতো নয় চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয় ।
দেখতে যারে কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে
ঘুসির বদল খুসি করে সেলাম মহাশয় ।···স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ?······ ··········· ।২
সোনার বাংলা সোনার ভূমি হিরার ভারত বললে তুমি

ভারত তোমার আসবে কোলে   এই কি মনে লয় ?
'সোনা-যাদু' মিষ্টি ভাষে   ছেলে মেয়ে কাছে আসে
স্বরাজ তাহে নারাজ,   চাহে কাজের পরিচয়।
কবির কথায় তুষ্ট নহে   'ভবি' মহাশয়।·· স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ?··················।৩
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা   তাদের ব্যাংকে তোদের টাকা
তাদের নোটে ভারত ঢাকা   বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোরাই কুলি   তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি   ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।
তারাই রাজা, তারাই বণিক   তারাই সমুদয়।···স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ?···············।৪
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান,   সবাই তাদের পায়ে লুটান
কুত্তার মতো পুচ্ছ গুটান   শিয়াল দেখে ভয়
ওইযে ওদের 'কাটামুণ্ড',   সত্যই ও কাটা মুণ্ড
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড   হাঁ করিয়ে রয়!···স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ?··················।৫
করদমিত্র নবাব রাজা   সবাই দেখি দক্ষসাজা
একটাও নয় মানুষ তাজা   অজার মাথা বয়।

(৩)

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ?   এ দেশ তোদের নয়।
যখন বাদশা মুসলমান   তখন তাদের হিন্দুস্থান
ইংরেজ ইণ্ডিয়া বলে   এখন কেড়ে লয়।
অযোধ্যা কই ? আউধ এ যে!   দাক্ষিণাত্য—ডেকান সে যে!
সিলোনে গিলেছে লংকা   মুক্তা মণিময়।
ডমাউন আর ডিউ গোয়া   চুনি পান্না সোনার মোয়া
যায়না তাদের ধরা ছোঁওয়া   কে দেয় পরিচয় ?
বারণাবত ইন্দ্রপ্রস্থ   কই সে তোদের সে সমস্ত
দিল্লীর পরে ডিল্লী হলো   আরো কিবা হয়
স্বদেশ বলে করলে দাবি   আর কি তোরা এদেশ পাবি
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ   চির হর্ষ ময়।১
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে   এ দেশ তোদের নয়।
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি   কই সে যজ্ঞ, কই সে ঋষি
কই সে পুন্য তপোবনে   ব্রহ্মবিদ্যালয় ?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য   অসীম স্থৈর্য অসীম ধৈর্য
কই সে উগ্র সে তপস্যা   ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
কোথায় অসীম শৌর্যে বীর্যে   অসুর পরাজয় ?

স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি   চমকে উঠিস ভেড়াগুলি
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের   শিবির বলে ভয়!
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে   কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে
কই বা তাদের দেশভক্তির   দুর্গ সমুদয়?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিবিন্দু,   কই সে বুকের রক্ত বিন্দু,
স্পর্শ থাকুক,   দর্শনে তার শত্রু কুলক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহাশক্ত   ভক্তবীরের মাংস রক্ত
তাদের বুকের অস্থি দিয়া   বজ্র তৈয়ার হয়!
ব্রহ্মাবর্তে প্রথম আসি   তাইতে তারা দৈত্য নাশি
পুন্য ভূমি ভারতভূমি   প্রথম করে জয়!
তাদের 'স্বদেশ' 'ভারত' ছিল,   তোদের স্বদেশ নয়।২

(খ) **ঘুম পাড়ানি ছড়া**

(অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের দ্বারা প্রচারিত
(কুসুমকণা সেন মহাশয়া সংগৃহীত)

(১)

মণিরে মণি মোর এখন একটু ঘুমো,
আর কত দোলাবো তোরে কত দেব চুমো।
বড়সর হবি যখন করতে পারবি কাজ,
সকল মানুষ মাতায়ে দিবি দেশের ঘুচাবি লাজ।
সবাই বলে, 'ভারতবাসী বড়ই হতভাগা',
এমন সোনার ভারত মায়ের নামে দিয়েছে দাগা।
ভিতর বাহির সবই ওদের হয়েছে পরাধীন,
ভয়ে বুক দুরুদুরু নিতান্ত নির্ঘিন।[১]
দেশের টাকা দেশে রাখবি দেশের হবে মান,
স্ফূর্তি করে দেশের লোকে দেশের গাইবে গান।
দেশের নামে দেশের ডাকে হবি আগুয়ান,
জেদাজেদি লেগে যাবে কে দিবিরে প্রাণ।
ওদের তুলো ওদের পাট ওদের সকল নিয়ে,
আরেক জাত ছোটো ছিল গেল বড় হয়ে।
ঘাটেপথে যে সে ওদের লাথি জুতো মারে,
ওরা যেন মরে আছে সদাই কাঁপে ডরে।

এসব কথা শুনে, যাদু, কেঁদে মরি মোরা,
বড় হয়ে চোখের জল মোছাস যেন তোরা।
সব জাত দেশের কাজে এক হয়ে নিবি,
যে করবে অপমান তার ঘাড় ভেঙে দিবি।
স্বপনেতে এই ছবি দেখরে, যাদু, ঘুমো,
ঠাকুর যেন এই করেন, মণি নেরে চুমো॥

(২)

আয় ঘুম আয় যাদুমণির চোখে,
শালিখ পেঁচা বুলবুলি সব বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
খালে বিলে জল থই থই ক্ষেতে ভরা ধান,
কতই আছে মায়ের ঘরে চাইলে করেন দান।
মায়ের ছেলে কাপড় বোনে কিনতে হবে তাই,
অন্য দেশের ভালো কাপড় খোকন ছোঁবে নাই।
মায়ের কাছে চাইবে, খোকন, মায়ের কাছে চা'বে,
পরের কাছে চাইতে খোকন কক্ষনি না যাবে।
বাংলা দেশে জন্মিয়াছি বাঙালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোনার বাংলা তাঁকেই প্রণাম করি॥

(৩)

খোকনের চোখে ঘুম আসে চুমি চাঁদ মুখে
খোকনমণি করবে খেলা বাংলা দেশের বুকে।
কত রতন আছে বাছা সোনার বাংলা জুড়ে,
বড় হলে খোকনমণি আনবে মাটি খুঁড়ে।
বাংলা জুড়ে আছে জল, জলে আছে মাছ,
বাংলা দেশের বনে আছে মিষ্টি ফলের গাছ।
আছে কত ধানের জমি ফুলের বাগান কত,
আর কোনো দেশ নয় তো, যাদু, বাংলা দেশের মতো।
বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোনার বাংলা, তাকেই প্রণাম করি॥

(৪)

আয় ঘুম আয়, খোকার চোখে আয়,
বাংলা দেশের আকাশ বয়ে আলো চলে যায়।
বাংলা দেশের এমন বাতাস, এমন চাঁদের হাসি
আর কোথাও নাই, আমরা সবাই বড়ই ভালবাসি।

তুমিও যাদু, বড় হলে বাংলা ভালবেসো,
বাংলার দুখে কেঁদো, খোকন, বাংলার সুখে হেসো।
কাজ করতে বিদেশ গেলে বাংলা ভুলো না,
সদাই মনে রাখবে বাছা বাংলা তোমার মা।
বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, বাঙালী নাম ধরি,
আমাদের মা সোনার বাংলা, তাকেই প্রণাম করি ॥

(৫)

খোকন সোনা, চাঁদের কণা ঘুমায়ে মায়ের বুকে,
মধুর হাসি সুধার রাশি ফুটছে খোকার মুখে।
খোকা কেন হাসে   ধান হয়েছে চাষে
কলা বাগান উঠলো ফুলে খোকার বাড়ির পাশে।
খোকার গাই বুধি,   বাছুর তার ক্ষুদি,
দুধ দেবে কেঁড়ে কেঁড়ে   বাড়বে খোকার নুদি।[2]
লয়ে পাড়ার সাথী   খোকন পড়বে দিবা রাতি
জ্বলবে ঘরে আলো করে   বাংলা দেশের বাতি।
খোকা হলে বড়,   টাকা করবে জড়
কাপড় বোনা কল করবে কাজে হবে দড়।
বাংলা দেশে বাস   খোকা করবে বারো মাস,
আর মনে প্রাণে হবে খোকন বাংলা দেশের দাস।

[**টিকা :** ঘুম পাড়ানি ছড়া পড়ার একটি সুর পূর্ববাংলায় প্রচলিত ছিল যা অনেকটা নিচের স্বরলিপির মতো :

ধা -া ধা | ধা -া ধা | ধা ণা ধা | পা -া ধা | ণ ধ পা | ধা পা পা | -া -া -া | -া -া -া |
ম ণি রে ম ণি রে ম ০ ণি এ খ ন্ এ ক্ টু ঘু ০ মো ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা -া মা | পমা মা পমা | পা ধা ধা | ধা ণ ধা | পা পা পা | ধ ণা ধা | পা°পা পা | া া -া |
আ ০ র্ ক ০ ত দো ০ লা ব তোরে ক ০ ত দি ০ ব চু ০ মো ০ ০ ০]

[অর্থ—১ নিঘিন=ঘৃণ্য ; নুদি=শিশুর পেটের থলথলে ভাঁজ, ভুঁড়ি।]